দেশ যাদের ডাকে

শ্রীশান্তি কুমার দাশগুপ্ত

মুখার্জ্জী গুপ্ত এণ্ড কোং
৪৫নং ধর্ম্মতলা লেন
শিবপুর : হাওড়া

আমার বাল্য জীবনের শিক্ষাদাতা

শ্রদ্ধেয় জ্যেঠামহাশয়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল রায়ের

শ্রীচরণে

—শান্তি

এক

অদ্ভুত জিনিষ ওই টাকা! টাকা দিয়ে মানুষের সর্ব্বনাশও করা যায় আবার তাদের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলও করা সম্ভব। বর্ত্তমান জগতে ওই জিনিষটা ছাড়া এক পা-ও এগোন যায় না যেন। এই কথাই চ'লছিল তিন বন্ধুর মধ্যে।

বিশ্বজিৎ জোর দিয়েই ব'লল, পুরনো দিনের কথা নিয়ে দুঃখ করায় লাভ নেই। বর্ত্তমান যুগে টাকা ছাড়া কোন কাজ করা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ-ভারতের মানুষকে সুখী ক'রতে হ'লে অজস্র টাকার দরকার এবং তার চেয়েও বেশী দরকার সে গুলোর সদ্ব্যবহারের।

রণেন ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ ক'রে ব'লল, টাকা মানুষের সর্ব্বনাশও করে।

টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে প'ড়ে বিশ্বজিৎ সামনের দিকে তাকিয়ে ব'লল, করেই ত'! আর সেই জন্যেই খুব সাবধান হওয়া দরকার। টাকা এমন লোকের হাতে কিছুতেই প'ড়তে দেওয়া যায় না যে মানুষের অমঙ্গল করে। কোন্ মানুষ মানুষের অমঙ্গল ক'রবে তা জানা নেই ব'লেই কোন মানুষের হাতেই বেশী টাকা জ'মতে দেওয়া উচিত নয়।

পরিমল মাথা নেড়ে ব'লল, সত্যি কথা। তাই নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুঁজে মহাত্মা গান্ধীর হাতে অজস্র টাকা দেওয়া চলে। সে টাকায় প্রতিটী পাইয়ে মানুষের মঙ্গল সাধিত হবে।

বিশ্বজিৎ শান্ত স্বরে ব'লল, মানুষের মঙ্গল যে মনে প্রাণে ক'রতে চায় তার হাতে আপনা থেকেই টাকা এসে জমে।

রণেন হেসে ব'লল, আমরাও ত' চাই বন্ধু। কিন্তু টাকা ত' কই হাতে আসে না।

বিশ্বজিৎ হেসে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে ব'লল; মনের আগ্রহ খুব বেড়ে উঠলে পাবেই। এই যে এতবছর সমিতি ক'রে পাড়ার ছেলেদের উপকার ক'রছ তাতে কোন দিন ত' টাকার অভাব হয়নি, বন্ধু।

তারা যখন আলোচনায় মেতে উঠেছে ঠিক সেই সময় জানলা দিয়ে একটা হ'লদে কাগজ এসে প'ড়ল তাদের সামনে। গঙ্গাসাগরের স্নান-যাত্রার বিজ্ঞাপন। ষ্টীমার কোম্পানী কিছুদিন আগে থেকেই বিজ্ঞাপন ছড়াচ্ছে। স্নান, মেলা, পুণ্য এমনি অনেক কথাই লেখা ছিল কাগজটায়। সেটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই বিশ্বজিৎ ব'লল, চল, সকলে মিলে এবার পুণ্য ক'রে আসি। মানুষের মঙ্গল করার সত্যিকার ইচ্ছে থাকলে, চাই কি, পুণ্যের ফলে টাকাও হাতে এসে যেতে পারে।

বিশ্বজিৎ চিরকালই খেয়ালী ধরণের। পিতা মৃত্যুর সময় এই একটিমাত্র সন্তানের জন্যে বেশ কিছু অর্থ রেখে যান। তার খেয়াল মেটাবার এতে সুবিধেই হয়—অবশ্য কোন দিনও বাজে খেয়াল তার মাথায় আসেনি। পরিমল আর রণেন তার বিশেষ বন্ধু। তিনজনে পাড়ায় একটা সমিতি গ'ড়ে তুলেছে। এখানে সংশিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যায়াম ও কুস্তি-চর্চ্চাও হয়। দশ-বারটা গুণ্ডাকে অগ্রাহ্য ক'রেও যে এই তিনজনের ওপর নির্ভর করা যায় তা' পাড়ার বুড়োরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন। আখড়ার অন্যান্য ছেলেরাও ছিল শক্তিশালী, কর্ম্মঠ,

বুদ্ধিমান—তাদের দিকে চাইলে সত্যিই আনন্দ হয়। এদের তিনজনকে তারা দাদা ব'লে ডাকে, সম্মানও করে।

সেই বিশ্বজিৎই ওই হ'লদে কাগজটা দেখে সহজ ভাবেই ব'লে বসল, চল, সকলে মিলে এবার পুণ্য ক'রে আসি। মানুষের মঙ্গল করার সত্যিকার ইচ্ছে থাকলে, চাই কি: পুণ্যের ফলে টাকাও হাতে এসে যেতে পারে।

ওরা তিনজনে যেন একই রকম। এই প্রস্তাবে এতটুকু বিস্মিত না হ'য়ে পরিমল ব'লল, টাকা হাতে আসুক আর না-ই আসুক চল ঘুরেই আসি। চুপ চাপ ব'সে থাকতে কি ভালই লাগে ছাই!

রণেন সহজ ভাবে ব'লল, সেত' এখনও দিন দশেক বাকী, এ'কটা দিন হাত পা' গুটিয়ে ঘুমিয়ে নাও পরি।

বিশ্বজিৎ মাথা নেড়ে ব'লল, না, ব'সে থাকতে হবে না, দু'দিনেই সব ঠিক ক'রে নিয়ে আমরা রওনা হব।

এবার সত্যিই একটু বিস্মিত হবার কথা। এখনও দিন দশেক বাকী, ষ্টীমার ছাড়বে সাত-আট দিন পর। তবে নৌকো ক'রে যাওয়া চলে। কথাটা মনে হ'তেই পরিমলের মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল। এই একটিমাত্র জিনিষ চ'ড়তে তার খুব ভাল লাগে। রেল, ষ্টীমার—এগুলো বড় তাড়াতাড়ি চলে, আশে পাশের অনেক কিছুই চোখে প'ড়বার আগেই মিলিয়ে যায়। এতে লাভ নেই, আনন্দও নেই। নৌকো বেশ, দুলে দুলে চলে আর সব কিছুই চোখ চেয়ে দেখা যায়। জলের ঢেউ, দূরের আকাশ, দুপাশের তীর সবই চোখে পড়ে। উৎসাহিত হ'য়ে সে তাই ব'লল, নৌকোর কথা ব'লছ ত'? চমৎকার হবে!

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, না, নৌকোও নয়। আমার কথা শুনে হেসে

উঠনা—সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যে পায়ে-চলা বুনো পথ আছে তা' দিয়েই যাব আমরা। বেশ একটা উত্তেজনাও পাওয়া যাবে।

রণেন মুখের একটা ভঙ্গী ক'রে ব'লল, হ্যাঁ, বেশী কিছু নেই, চিতা, কাল বাঘ আর রয়েল বেঙ্গল—তা' ওরা নিশ্চয়ই আমাদের বিরক্ত ক'রতে আসবে না।

পরিমল হেসে ব'লল, সে ত' বটেই, ভদ্রলোকের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি ক'রে ওদের লাভ-ই বা কি!

পরিমলের কথায় একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাষ লক্ষ্য ক'রে বিশ্বজিৎ ব'লল, এলই না হয় রয়েল বেঙ্গল—ওতেই ত' হবে উত্তেজনা! সঙ্গে থাকবে রাইফেল। প্রাণটা এত সহজে যাবে না হে!

রণেন জবাব দিল, না, যাবার পথই নেই।

পরিমল হেসে ব'লল, সে ত' একশ'বার—তার ওপর ঠিকুজিতে আছে সত্তর বছরের আগে মৃত্যু নেই, কি বল হে বিশু?

বন্ধুর পরিহাসে বিশ্বজিৎ হেসেই উত্তর দিল, কপালের লেখা সহজে কি খণ্ডন হয় হে! তোমাদের কপাল দু'টোও পড়িয়ে নিও। তবে সত্তর বছর লেখা না থাকলেও বাঘ ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়বে ব'লে ত' মনে হয় না। তার ওপর হাতে থাকবে বন্দুক—অতএব তাড়াতাড়ি সব ঠিক ক'রে নাও, পরশুর মধ্যেই রওনা হব।

পরিমল জবাব দিল, ঠিক করার আবার কি আছে।

রণেন সে-কথায় সায় দিয়ে ব'লল, কিছু না। ফ্লাস্ক, রাইফেল, শুকনো খাবার, দু'একটা পোষাক—ব্যস্।

পরিমল হাসি মুখে যোগ দিয়ে ব'লল, কিছু টাকা, ছুরী, কাঁচি, দড়ি ইত্যাদি, কি বল!

বিশ্বজিৎ ব'লল, একেবারে চারদিক বেঁধে কাজ আরম্ভ ক'রলে যে!

রণেন ভ্রূ কুঁচ্‌কে ব'লল, চারদিক আল্‌গা ক'রে প্রস্তুত হওয়া চলে নাকি!

পরিমল মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লল, ওসব বাজে কাজে আমি নেই বাপু। যা ক'রবে তা' গোড়া বেঁধেই করা চাই, নইলে কোন একটা ভুলের জন্যে যে পথের মধ্যে অনুতাপ ক'রতে ব'সবে তা' হবে না।

বিশ্বজিৎ ব'লল, বেশ, যা ভাল বোঝ তা-ই কর। যাওয়াটা হ'লেই আমি খুশী। অনুতাপ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তোমরাই ক'রে নাও।

পরিমল আর রণেন সব ব্যবস্থা করবার জন্যে বেরিয়ে যায়। বিশ্বজিৎ উঠে একবার চারদিক বেশ ভাল ক'রে দেখে নিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়াল আলমারী থেকে একটা পকেট বই ও একটা মানচিত্র নিয়ে এসে চেয়ারে ব'সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে একেবারে নিবিষ্ট হ'য়ে যায়।

*

* *

আখ্‌ড়ার আরও কয়েকটি ছেলে তাদের সঙ্গে যেতে চায়। এমন রোমাঞ্চকর স্থান যাত্রা! একি আর কোন দিনও হবে! কিন্তু তাদের নিয়ে যাওয়া চলে না। আখ্‌ড়ার ভার তাদেরই ওপর দিয়ে তারা প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত হ'তেই কেটে যায় দু'দিন। বেশী দিনের জন্যে যাওয়া নয়, তবু হঠাৎ কোন কিছুর জন্যে যাতে বিপদগ্রস্ত হ'তে না হয় সেই ভেবেই তারা সব কিছু গুছিয়ে নেয়। বেশী কিছু সঙ্গে নিলে হাঁটাও মুস্কিল—তাই সেদিকেও তারা লক্ষ্য রাখে।

শেষ পর্য্যন্ত তারা বেরিয়ে পড়ে। লক্ষ্মীকান্তপুরে রেল থেকে নেমে সেদিনের মত বিশ্রাম নিয়ে পরদিন তারা হাঁটা পথে চ'লতে আরম্ভ

করে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জঙ্গল—বেশীর ভাগই ফাঁকা মাঠ, ধান জমি। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। পথ ব'লতে কিছু নেইও। মানচিত্র একটা সঙ্গে নিয়েছে বিশ্বজিৎ, দরকার হ'লে সেটাই তাদের পথ দেখাবে।

অনেক দূর পর্য্যন্ত কোন বাড়ীঘরও চোখে পড়ে না। পথে লোক চলাচল বড় কম। তিনজনের সঙ্গে দু'টো রাইফেল—রণেনের কাঁধে একটা শক্ত বাঁশের লাঠি, এমন ভাবে সে পথ চ'লছিল যে দেখে মনে হয় ওই লাঠি দিয়েই সে অনায়াসে বন্দুকের সঙ্গেও ল'ড়তে পারে। দুপুরের রোদ মাথার ওপর বিক্রম প্রকাশ ক'রছে। কেবলই জল পানের ইচ্ছা হয়, কিন্তু হুকুম নেই। বিশ্বজিৎ দলের নেতা, জলের একটা মাপ সে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

অনেকদূর চ'লে এসে দুপুর বেলা একটা গাছের ছায়ায় তারা ব'সে প'ড়ল। টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়েই পরিমল ব'লে উঠল, পথটা ফুরোবেত' হে?

বিশ্বজিৎ তার ভাবভঙ্গী দেখে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রল, কেন, বিদ্রোহ ক'রবে না কি?

কপালে করাঘাত ক'রে রণেন ব'লল, সে আর করি কি ক'রে, যতই হোক্, বন্ধু ত'! তবে একটা বিষয়ে স্বাধীনতা চাই বাপু।

কাৎ হ'য়ে শুয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, একেবারে স্বাধীনতা! কিন্তু কিসের?

রণেন হাত পা ছড়িয়ে জবাব দিল, জলের।

হো হো ক'রে হেসে উঠে বিশ্বজিৎ ব'লল, স্বচ্ছন্দে, জলের আর অভাব কি? ফুরিয়ে গেলেই আবার খুঁজে নিয়ে আসতে হবে, এই যা।

আহারাদির পর খানিক বিশ্রাম ক'রে আবার তারা পথ ধরল'। চ'লতে চ'লতে পরিমল ব'লল, আমরা কিছু আগেই বেরিয়ে পড়েছি বোধ হয়, নইলে আমাদের মত আরও দু'একটা তীর্থযাত্রীর দলকে দেখতে পেতুম নিশ্চয়।

রণেন লাঠিটা ঠুকে ব'লল, আমরা হচ্ছি পাকা তীর্থযাত্রী, আমাদের মত আর কে আছে! এমনি ক'রে হাঁটা পথে যাবেই বা কে? পথ-ই নেই একরকম।

বিশ্বজিৎ একটা নিশ্বাস ফেলে ব'লল, যাবে যারা গরীব। তীর্থে যাবার ইচ্ছে আছে, পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ পয়সা নেই এমন লোকের সংখ্যাই যে এদেশে বেশী। বড়লোক পুণ্য করে টাকার জোরে—পুণ্য ক'রতে গিয়ে তারা কষ্ট ক'রতে চায় না, এদের জন্যে বড় বড় পণ্ডিতও পুণ্যের ব্যবসা করে। কিন্তু গরীবদের অবস্থা ত' তা নয়। কষ্ট স্বীকার ক'রেই তারা নিজেদের মুক্তি দিতে চায়, আর তার জন্যে কোন দিন নালিশও জানায় না। জন্মগ্রহণের পর থেকেই তারা কষ্টকে চিনেছে—অস্বীকারও করে নি কোন দিন।

নাম না জানা ছোট ছোট গ্রাম এক একটা ক'রে পার হ'য়ে যায়।

কিন্তু সেদিকে তখন তাদের লক্ষ্য ছিল না। জীবনকে সত্যিকার আনন্দদায়ক জীবনে পরিণত ক'রবার চিন্তায় তারা তখন মস্‌গুল। মাটীর পৃথিবী নিয়েই তাদের কাজ, স্বর্গের স্বপ্নও দেখে না, কিন্তু সেই মাটীর পৃথিবীকেই তখন তারা ভুলে গিয়েছিল।

বিশ্বজিৎ কথা শেষ ক'রে অন্যমনস্কের মত সামনের দিকে চেয়ে রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে কাঁধের লাঠিটাকে নামিয়ে রণেন ব'লল, সেইটেই ত' তাদের দোষ। যদি একবার তারা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠত! বিলাসীকে টেনে নামিয়ে আনতে হবে। সব মানুষ-ই

সমান—বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে। একথাটা যেদিন সবাই প্রাণ দিয়ে বুঝবে সেদিন সব দুঃখ শেষ হবে। এ-কথাটা বোঝাবার চেষ্টাই হবে আমাদের জীবনের ব্রত।

বিকেল হ'য়ে এল। একটা মাঠ পার হ'য়ে অজানা এক গ্রামের পথে ঢুকতেই তারা দেখতে পেল যে এক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দরজার বাইরে একদল লোক ব'সে ধান মাপছে, আর অদূরে ব'সে এক প্রৌঢ় সেদিকে তাকিয়ে তামাক টানছে। এই তিনজন অচেনা লোককে দেখে তারা সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে তাদের দিকে ফিরে তাকাল—প্রৌঢ়ের তামাক টানাও বন্ধ হ'য়ে গেল।

যারা ধান মাপছিল তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা ক'রল, অনেক ধান হ'য়েছে বুঝি এবার?

একজন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, বরাবরের মতই হ'য়েছে বাবু। এখানে মহাজনের দেনা শোধ ক'রতে এসেছি আমরা।

হুঁকো-ধারী প্রৌঢ়ের দিকে ইঙ্গিত ক'রে আর একজন ব'লল, উনিই মহাজন। যার যা দেনা থাকে মাঠের ধান কাটার পর থেকেই তা শোধ ক'রবার জন্যে উনি ফেউ লাগিয়ে দেন।

রণেন মুখটা একটু বিকৃত ক'রে ব'লল, সঙ্গে সঙ্গেই শোধ ক'রে দিলে পার। দেনা জমিয়ে রাখায় লাভ ত' নেই।

লোকটা ম্লান ভাবে ব'লল, ম'রতে হয় ব'লেই দেনা করি বাবু। পাঁচ সের ধান ধার নিয়ে চার মাস পরে পনের সের শোধ দিয়ে পেটকে কি ব'লে বুঝাই বলুন।

পাঁচ সেরের শোধ পনের সের! বিশ্বজিৎরা চ'মকে ওঠে। জমিদার আর মহাজনরাই ত' সব তবে শুষে নেয়। হতভাগা চাষীর দল শুধু লাঙ্গল দিয়েই মরে। এত' অত্যাচারেও কেন যে এরা হাতে

হাত মিলিয়ে এক হ'তে পারে না তা তারা ভেবেই পায় না। সকলে যদি এক হ'য়ে দাঁড়াতে পারে!

অপরিচিত তিনটী লোক দাঁড়িয়ে প'ড়ে চাষীদের সঙ্গে কথা ব'লছে দেখে মহাজন আর বেশীক্ষণ দাওয়ার ওপর ব'সে থাকতে পারে না। সে হুঁকো হাতেই তাদের সামনে উঠে এসে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রল, ম'শায়দের নিবাস কোথায়? যাবেন কোন দিকে?

বিশ্বজিৎ তার দিকে ফিরে অবজ্ঞাভরেই ব'লল, আসছি আমরা ক'লকাতা থেকে—যাব গঙ্গাসাগরে।

প্রৌঢ় চোখ দু'টো আধ বোজা ক'রে ব'লল, আহা, এই বয়েসেই হেঁটে তীর্থে যাবার সৌভাগ্য হ'য়েছে! আমাদের জীবনে কবে যে সেই আনন্দের দিন আসবে!

পরিমল একটু এগিয়ে এসে ব'লল, চলুন না আমাদের সঙ্গে, দিব্যি বাঘ-ভাল্লুকের পাশ দিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রৌঢ় আঁতকে উঠে দু'পা পেছিয়ে গেল, তারপর চোখ দু'টোকে বড় বড় ক'রে ব'লল, প্রাণটা এত সহজেই বেরিয়ে গেলে—। কথা শেষ হবার আগেই নিজেকে কতকটা সংযত ক'রে মুখে আবার ধর্ম্মের একটা সমাহিত ভাব ফুটিয়ে সে ব'লল, আমি গেলে এই সব চাষীদের দেখ্‌বে কে? বেচারারা বড় গরীব! সমস্ত দেশ ধর্ম্মকাজে ভ'রে যাক এই শুধু প্রার্থনা করি।

বিশ্বজিৎ একটু রূঢ় কণ্ঠেই ব'লল, আপনি নিজেও একটু ধর্ম্ম করুন না কেন। চাষীদের শুষে না নিলেই কি আপনার চলে না?

কথাটা শোনামাত্র লোকটীর চোখ-মুখের সমাহিত ভাব একেবারে লোপ পেয়ে গেল, সেখানে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল একটা লোভাতুর ভাব। ক্ষণকাল বিশ্বজিতের মুখের দিকে সোজা ভাবে চেয়ে থেকে সে ব'লল,

আমি ওদের নিতান্ত দরকারের সময় ধার দেই ব'লেই ত' ওরা বাঁচে—তার চেয়ে বড় ধর্ম্ম আছে নাকি !

রণেন ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, তারপর শোধ নেবার সময় একেবারে ওদের পেট শুদ্ধ চেঁছে নিয়ে মরণের দিকে ঠেলে দেয় কে ?

হাত নেড়ে মহাজন ব'লল, স'রে পড এ-গাঁ থেকে তোমরা—যত সব বখাটে ছোঁড়ার দল। ঘরে স্থান হয়নি ব'লে স্বদেশী ক'রতেবেরিয়েছ বুঝি !

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে ব'লল, প্রায় তাই। তবে আজ আর এ-গাঁ ছেড়ে যাওয়া হবে না। কোথাও একটা আশ্রয় দেখে নিয়ে স্বদেশীর কথা এই সব নিরীহ দরিদ্রের ব'লে যেতেই হবে।

প্রৌঢ় প্রায় চীৎকার ক'রে ব'লল, স্থান মিলবে না কারও ঘরে। তারপর উপস্থিত চাষীদের দিকে ফিরে ব'লল, যদি কেউ স্থান দাও ওদের ত' আর কখনও আমার কাছে ধার পাবে না।

বিশ্বজিৎ সকলের দিকে ফিরে চায়, গরীব চাষীরা উপায়হীনের মত মাথা নত করে।

পরিমল ব'লল, চল আমরা চ'লেই যাই।

বিশ্বজিৎ মাথা নেড়ে ব'লল, না, এ-গাঁয়ের গাছ তলা আজ আমাদের আশ্রয় দেবে।

তারা এগিয়ে গিয়ে এক বিরাট গাছ তলায় নিজেদের আস্তানা গাড়বার ব্যবস্থা ক'রতে লাগল। পাতলা সিল্কের একটা তাঁবু বেরোল ঝোলা থেকে। তাঁবু সঙ্গে থাকতে চিন্তা কিসের ?

রণেন একটু হেসে ব'লল, লোকে দেখ্‌লে অবাক হ'য়ে যাবে। তাঁবু ঝোলার ভিতর ! অর্থাৎ সঙ্গে বাড়ী !

বিশ্বজিৎ মুচ্‌কি হেসে ব'লল, বুদ্ধিই মানুষকে সবার বড় ক'রেছে।

এস এটা খাটিয়ে ফেলি।

তাঁবু খাটাতে বিশেষ দেরী হ'ল না। এমনি তৎপরতার সঙ্গে তারা কাজ ক'রল যে দেখে মনে হবে বুঝি একাজ ক'রেই তাদের দিন কাটে। তারপর কতকগুলো শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে তার ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে তারা ব'সে প'ড়ল।

মহাজনের ভয়ে গ্রামবাসীরা তাদের আশ্রয় দেয়নি অথচ তাদের ছেড়েও যায়নি। অন্ধকার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একে একে, দু'য়ে দু'য়ে তারা এসে উপস্থিত হয় উপদেশ নেবার জন্যে। অত্যাচার তাদের অসহ্য হ'য়ে উঠেছে কিন্তু সাহসও নেই প্রতিবাদ করার।

বিশ্বজিৎ সেই এক কথাই ব'লল, প্রতিবাদ ক'রতে হ'লে সাহস চাই, অত্যাচার বরণ করা চাই। ত্যাগ স্বীকার না ক'রলে কিছুই হবে না। সকলে মিলে প্রথমে একজোট হ'তে হবে, তারপর ধীরে ধীরে দাবীর মাত্রা বাড়িয়ে তুলে একদিন জমির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার দাবী ক'রতে হবে। বিনা চেষ্টায়, বিনা ত্যাগ স্বীকারে সমস্ত মঙ্গল হঠাৎ স্বর্গ থেকে নেমে আসবে না।

রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা ফিরে গেল। কতখানি শক্তি সঞ্চয় ক'রে গেল তা' তারাই জানে।

পরিমল দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে ব'লল, এই আমাদের দেশের মানুষ!

বিশ্বজিৎ কাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে জবাব দিল, অত্যাচার এদের ভীরু ক'রে দিয়েছে। সত্যিকার কর্ম্মীর সাহচর্য্য পেলে এরা আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। স্বাধীনতার অর্থ এই মূক জনসাধারণের মুক্তি। এদের কথা যারা ভাবে না তারা মানুষ নামের অযোগ্য।

* * *

পরের দিন। আবার পথ। পথের যেন আর শেষ নেই। তবু এ আর কতটুকু! কত' পথই ত' মানুষ হেঁটে পার হ'য়ে যায়! অতীতেও গিয়েছে, আজও যায়—ভবিষ্যতেও হয়ত' যাবে। রেল অথবা মোটর যখন ছিল না তখন মানুষ হাঁটত দায়ে প'ড়ে আর আজ হাঁটে হয় সখ ক'রে না হয় আর্থাভাবে।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে। দূরে সূর্য্যদেব লাল হ'য়ে উঠেছেন বিদায় নেবার ইঙ্গিত জানিয়ে। এ দৃশ্য ক'লকাতার মত নয়, চ'লতে চ'লতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এ সূর্য্যের দেখা মেলে—যাই যাই ক'রেও যেন সে যেতে পারে না। দিগন্ত প্রসারিত আকাশ যেখানে মাটীর সঙ্গে মিশে আছে সেখানে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ও যেন বিস্মিত চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে। এর সঙ্গে ক'লকাতার তুলনা হয় না।

ধীরে ধীরে ওই সূর্য্যও আকাশ ছেড়ে নেমে যায়। অন্ধকার নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। দু'হাত মেলে কালো একটি পর্দ্দা দিয়ে কে যেন চোখের সামনের সমস্ত দৃশ্য ঢেকে ফেলে।

রণেন ব'লল, এবার?

বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, কোন একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে।

পরিমল একটু হেসে ব'লল, এত' আর ক'লকাতা নয় যে পয়সা দিয়ে হোটেলে উঠবে। সুন্দরবনের কাছাকাছি এসে কোথায় আস্তানা মিলতে পারে ভেবে দেখেছ কি?

রণেন যোগ ক'রে দিল, বাঘের পেটে।

বিশ্বজিৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব'লল, সে বাসনা আপাতত নেই। গ্রামের মধ্যেও আমি যেতে বলিনা। আস্তানা চাই মানে চাই একটা বড় গাছ। হাত যখন আছে আর সেই হাতের কাছেই আছে রাইফেল তখন ভয় করিনা কাউকেই।

রণেন উত্তর করল, ভয় ক'রতে মাথার দিব্যিও ত' কেউ দিচ্ছে না, তবে শীতটা বড় কম নয়—সকালবেলা একেবারে জ'মে না গেলেই বাঁচি।

পরিমল তাকে থামিয়ে ব'লে উঠল, জ'মে গেলে ফেলে রেখে যাব। কিন্তু তারও ওষুধ আছে। এখানে শুক্‌নো পাতা আর কাঠের অভাব নেই আর কায়দার কল দেশলাই আছে পকেটে—ছোট কাঠী হ'লে কি হবে, উপযুক্ত সহযোগী পেলে ওটাই বিশ্বসংসার পুড়িয়ে দিতে পারে।

রণেন মাথা নেড়ে ব'লল, সত্যিই অদ্ভুত ওই জিনিষটা। মানুষের প্রথম সভ্যতার দিনে পাথর ঠুকে আগুন বের ক'রতে হ'ত কিন্তু তার জন্যে আজ ছোট্ট একটা কাঠীই যথেষ্ট। এমনি কত' জিনিষই না নূতন রূপ নিয়ে জন্মেছে—কেউ ভেবেও দেখিনা অথচ কত'না আশ্চর্য্য!

চ'লতে চ'লতে একটা বড় গাছের তলায় এসে বিশ্বজিৎ থেমে ব'লল, এখানেই আজকের রাত কাটাব আমরা। গ্রামের ভেতরে গিয়ে কোন লাভ নেই। সঙ্গে ব্যবস্থা থাকতে অন্যের সাহায্য নেবার দরকারই বা কি?

তাঁবু খাটান শেষ হ'য়ে গেলে বিশ্বজিৎ ব'লল, এই সোজা পথে আমরা ফিরব' না। সুন্দরবনের ভেতরে যদি না-ই গেলুম তবে এত' সেজে গুজে আসারও কোন মানে হয় না। আর সে জন্যেই ত' এই হাঁটা পথে আসা।

রবারের বিছনা পেতে সবাই তখন তাঁবুর ভেতর ব'সেছিল, পরিমল হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে প'ড়ে ব'লল, সত্তর বছর পরমায়ুর সবটা নিয়েই বাঘের পেটে যাই কি দু' একটা বাঘই আমাদের বন্দুককে সম্মান দেখিয়ে টান হ'য়ে শুয়ে পড়ে সেটা পরীক্ষা ক'রে

নেওয়া দরকার বই কি !

ব'সে থেকেই লাঠিটা কাছে টেনে নিয়ে রণেন ব'লল, আমার লাঠিও পেছিয়ে থাকবে না। এ ভবানী ঠাকুরের সময়ের লাঠি, এখনকার বাবুদের হাতের নয়।

পরিমলকে ঠেলে দিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, অন্ততঃ আরও ঘণ্টা খানেকের আগে শোয়া নিষেধ।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে ব'সে পরিমল ব'লল, ওই ত' দোষ। ভদ্রলোকের ছেলে দু'পা হেঁটে এসেছি একটু গড়িয়ে না নিলে ভবিষ্যতে হজমও হবে না আর গায়ের ব্যথাও মরবে না।

রণেন লাঠি দিয়ে তাকে একটা খোঁচা দিয়ে ব'লল, ঠেক্‌না দিতে হবে নাকি? ভদ্রলোকেব ছেলে পর্য্যন্তই, ব্যস্‌,—নিজে ত' আর ভদ্রলোক নও।

বুক ঠুকে পরিমল ব'লল, নিশ্চয়ই, যাকে বলে গিয়ে জেণ্টল্‌ম্যান্‌। মাথা দুলিয়ে হেসে রণেন ব'লল, তবে স'রে পড় বাপু—আমরা নেহাৎ গোবেচারী গোছের তৃতীয় শ্রেণীর জীব, ওসব ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পোষাবে না।

তাদের থামিয়ে বিশ্বজিৎ বলল, তর্ক পরে হবে। আগে কাজ শেষ হোক্‌, তার পরেও ইচ্ছে থাক্‌লে তর্ক কেন হাতাহাতি পর্য্যন্ত ক'রতে পার—বাধা ত' দেব-ই না বরং উৎসাহিত ক'রব।

পরিমল কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ব'লল, নাঃ, এসব লোক নিয়ে পথ চ'লে সুখ নেই। কোথায় একটু ঝিমুম আর অমনি টেনে তুলে দিলে। আবার ব'সে থেকেও নিস্তার নেই, কর কাজ।

বিশ্বজিতের দিকে ফিরে রণেন ব'লল, বেশী দেরী ক'র না বন্ধু, চট্‌ ক'রে কাজের কথাটা ব'লে ফেল—নইলে, চাই কি, তোমার সঙ্গেও

হাতাহাতি হ'য়ে যেতে পারে।

বিশ্বজিৎ কোন কথা না ব'লে হেসে ঝোলা থেকে ছোট ষ্টোভটা বের ক'রে সামনে রাখল'।

পরিমল লাফ দিয়ে উঠে ব'লল, তাইত', বলি শোবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন। পেটে যে কিছুই নেই রে বাপু।

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে ব'লল, পেটের জন্যে মানুষ বোধ হয় যে কোন কাজ ক'রতে পারে। অথচ এদেশের শত সহস্র মানুষকে না খেয়েই থাকতে হয়। আর বড়লোকরা আদরের কুকুরকে খাওয়াতেই প্রতিদিন খরচ করে দশ-বিশ টাকা!

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আহার শেষ হ'য়ে যায়। এমনি চল্তি পথে এমন কি-ই বা আহার জুটবে! যা জোটে তা-ই লাভ, না জুটলেও দুঃখ করবার কিছু নেই। এমনি দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, কত জনকেই ত' কাটাতে হয়! নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ, হাসি তামাসাব মধ্যে কজন সে খোঁজ রাখে?

তাঁবুর পাশে আগুন জালিয়ে গ্রামবাসীদের সচকিত ক'রে তুলতে তারা চাইল না। পালা ক'রে পাহারা দেবার ব্যবস্থাও ঠিক হ'ল।

পরিমল শুয়ে প'ড়ে ব'লল, আমি শুলুম, ঠিক সময়ে আমাকে তুলে দিও।

বিশ্বজিৎ তার দিকে ফিরে ব'লল, রাত এগারোটা পর্য্যন্ত কারও ঘুমনো চ'লবে না।

পরিমল উঠে ব'সল রণেনের পাশে। তা দেখে হেসে বিশ্বজিৎ ব'লল, ঘুম ছুটে গেল! ওরা কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাসল। বিশু আবার হেসে ব'লল, আমি জানি, বন্ধু, তোমাদের ওই বাইরে দেখান আলস্যের আড়ালে যে দৃঢ় কর্ম্মঠ মূর্ত্তি লুকিয়ে আছে তা' এদেশের যে

কেউ পেলে ধন্য হ'য়ে যাবে। কিন্তু যাক্ সে সব, কে কখন জাগবে বল!

পরিমল আর রণেন একসঙ্গেই ব'লে উঠল, যে কোন সময় যে কেউ জাগতে পারি। তুমি-ই না হয় সময় স্থির কর।

একটু ভেবে বিশ্বজিৎ ব'লল, রণেন ঠিক একটার সময় আমাকে ডেকে দেবে আর আমি তিনটের সময় তুলে দেব' পরিকে। চোর-ডাকাত এদিকে থাকা খুবই সম্ভব। কারও কিছু চোখে প'ড়লে সবাইকে ডেকে দেবে। এগারটা বাজতে এখনও ঘণ্টা খানেক সময় আছে—ইচ্ছে ক'রলে যে কেউ ঘুমিয়ে নিতে পার।

ওরা কিছু না ব'লে একটু হেসে সামনের দিকে চেয়ে ব'সেই রইল।

শেষ পর্য্যন্ত এগারটা বাজল। প্রথম দিকটা জেগে থাকার পালা রণেনের। রাত একটা পর্য্যন্ত জেগে থাকা কিছুই নয়। পাড়ার রোগীদের সেবা ক'রতে কত' রাত অমন জেগেই কেটেছে। রণেনের এক একবার মনে হয় যে ওদের আর জাগাবে না—একটা রাতের জন্যে এত' পালা বদল-ই বা কেন! না জাগালে অবশ্য পরের দিন ওরা বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবে—বাহাদুরী ক'রেছে ব'লে বিদ্রূপও ক'রবে হয়ত'। ওরা কি কম!

কিন্তু রাত জেগে কোন লাভ হ'ল না। শুধু সামনের অন্ধকার আর পাশে ঘুমন্ত দু'টী বন্ধু। দূরে—বহুদূরে যেন অন্ধকার আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে—ওদিকেই সুন্দরবন। বনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ডালপালাগুলো যেন পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে থাকে, হয়ত' দূরের পথিককে ডাকে। কিন্তু ওর ভিতরকার হিংস্রতা দেখে মানুষ ভয় পায়। ডোরাকাটা বিরাট বাঘ-গুলো জ্বল জ্বলে চোখে চেয়ে থাকে, অজগরের ফোঁস-ফোঁসানী আর

কালো বাঘের ক্রূরতা—সমস্ত কিছু মিলে একটা ভয়াবহ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে বোঝবার কোন উপায় নেই, ভেতরে গিয়ে বেরিয়ে আসতে যারা পারে তারাও কম সৌভাগ্যবান নয়! চুপ ক'রে ব'সে থেকে রণেন সেই দিকে চেয়েছিল। ফেরবার পথে ওরা ওরই ভেতর দিয়ে আসবে। হাতের লাঠিটা নিজের অজ্ঞাতেই সে একটু শক্ত ক'রে ধরে। সে জানে তার লাঠির জোর! বনের ভেতর ওর জোর একবার পরীক্ষা ক'রবার ইচ্ছে হয়।

একদল জোনাকি সেই বনের আশে পাশে ঘিরে জ্বলতে থাকে—বোধ হয় এ তাদের স্বভাব। অন্ধকার যেখানে গভীর সেখানেই তাদের খেলতে ভাল লাগে। অন্ধকারের প্রতি তাদের বোধ হয় মায়া আছে—তাই সেখানেই আলোর মালা জ্বালাতে তারা ব্যস্ত হয়।

কতটা সময় কেটেছে সে খেয়াল তার ছিল না। বিশ্বজিৎ হঠাৎ তাকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, কিহে বাজল' ক'টা! একেবারে ধ্যানস্থ যে!

রণেন চমকে উঠে তার দিকে ফিরে চায়। কিছুক্ষণ একটা কথাও সে ব'লতে পারে না। তার মনে যে ভাবের উদয় হ'য়েছে তা' বোধ হয় তখনও কাটেনি।

বিশ্বজিৎ আবার হেসে ব'লল, পৃথিবীর বাইরে চ'লে গিয়েছ নাকি? অন্ধকারের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে থেকে আলোটাকে কি একেবারে ভুলেছ? হাতের ঘড়িটা একবার দেখবে দয়া ক'রে?

রণেনের ঠোঁটের ওপর দিয়ে এবার হাসি খেলে যায়। ঘড়ির দিকে চেয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে ব'লল, দু'টো বেজে গেছে, পাহারা বদলের সময় অনেকক্ষণ পার হ'য়েছে। কেবল ঘুম—জরিমানা হ'য়ে যাবে, উঠে পড়।

বিশ্বজিৎ উঠে ব'সল। রণেন তখনও চুপ ক'রে ব'সে আছে দেখে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সে ব'লল, শুয়ে পড়। একটার সময় আমাকে না ডেকে অন্যায় ক'রেছ।

পরিমল হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রণেনের একটা পা ধরে জোরে টান দিয়ে ব'লল, কি গোলমাল আরম্ভ ক'রেছ, ঘুমতে দেবেনা নাকি ?

রণেন টাল সামলাতে না পেরে শুয়ে প'ড়ল। শুয়ে শুয়ে আপন মনেই একবার ব'লল, লড়াই বাধবেই কাল একটা, বিশু সাক্ষী কাল পরিমলকে, হুঁ। তারপর আর একটা কথাও না ব'লে নিতান্তই ঘুমন্তের মত চুপ ক'রে প'ড়ে রইল।

বিশ্বজিৎ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। সে জানে জেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তারা যে এখানে আছে সে খবরও কেউ জানে না। জানতে পারলে হয়ত' ডাকাতের দল ব'লে গ্রামবাসীরা তাদেরই আক্রমণ ক'রে ব'সবে। তাই আগুন জ্বালেনি তারা। গ্রামের লোকদের সঙ্গে পরিচয় রাখা ভাল, সে আগ্রহও তার ছিল কিন্তু উপায় নেই ব'লেই পারেনি। গ্রামের মানুষ আছে ব'লেই না সহরের মানুষ বাঁচে। গ্রামের মানুষ আহার না জোগালে কি সহরের মানুষ এমনি ভাবে মোটর চ'ড়ে হাওয়া খাবার সুবিধা পায়! গ্রাম বাঁচিয়ে রেখেছে সহরকে কিন্তু সহর নষ্ট ক'রছে গ্রামকে। এই ত' সহরের কৃতজ্ঞতা! তারা নিজেরাও সহরেরই মানুষ কিন্তু সহরের মত অকৃতজ্ঞ নয়। তাদের মনের মধ্যে ভালবাসা আছে—তারা বিশ্বাস করে যে সব মানুষ-ই সমান। সকলেরই শিক্ষার অধিকার, ভাল ভাবে থাকার অধিকার চাই।

আরও আধঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ দূরে একটা আগুনের শিখা তার নজরে পড়ে, কোথায় যেন আগুন লেগেছে। দূরে নয়, কাছেই,

গ্রামের কোন বাড়ীতে। গ্রামের ভেতর চীৎকার আরম্ভ হ'য়ে গেছে। বিশ্বজিৎ কান পেতে সামনের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ তার চোখের সামনে দিয়ে একদল লোক দৌড়ে সেই গভীর অন্ধকারের দিকে চলে গেল—হাতে তাঁদের নানা রকম অস্ত্র। ঘটনাগুলো যেন ভোজবাজীর মত কয়েক মুহূর্ত্তেই ঘটে গেল। বিশ্বজিৎ এক লাফে উঠে পড়ে, সেই সঙ্গে পরিমল আর রণেনও। আর মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী না ক'রে তারা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে আসে। যে সব জিনিষ তারা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছিল সে-সবই প'ড়ে রইল নিতান্ত অবহেলায়। তিনজনেই সেই আগুন লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলে—রণেনের হাতে তার সেই লাঠি, আর কারও হাতেই কিছু ছিল না।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সামনের একটা লোককে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা ক'রল, ঘরের ভেতরে কেউ আছে নাকি ?

এ তিনজনকে এব আগে কেউ দেখেনি। সবাই তাদের দিকে এগিয়ে এল। সেই লোকটা একটু ইতস্তত ক'রে ব'লল, আপনারা বাবু—।

লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, সে-সব কথা পরে হবে। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

একটা বৃদ্ধা কাছেই ছিল, এগিয়ে এসে ব'লল, না বাবু মশাই আর কেউ নেই, এ আমারই ঘর। ছেলে বাড়ী নেই বলেই ব্যাটারা আগুন লাগাতে সাহস পেয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তারা পালিয়েছিল—যাবার সময় সামান্য যা গয়না ছিল তাও কেড়ে নিয়ে গেছে। ডাকাত ব্যাটারা! তারপর একটু দম নিয়ে বৃদ্ধা আবার ব'লল, প্রাণে বেঁচেছি শুধু বউয়ের জন্যে। বেড়ার একপাশ কেটে বুদ্ধি ক'রে সেই আমাকে আর তার কচি ছেলেটাকে বের ক'রেছে।

বিশ্বজিৎ তার মুখের দিকে চেয়ে ব'লল, কয়েক জন লোককে অস্ত্র হাতে ছুটে যেতে দেখেছি, এ কাজ বোধহয় তাদেরই।

জনতার মধ্য থেকে একজন ব'লে উঠল, তাদেরেই এ-কাজ। আমরা তাদের চিনি কিন্তু বিশেষ কিছু করবার উপায়ও আমাদের নেই।

কয়েকটী লোক এসে জানাল যে আগুন প্রায় নিভে এসেছে। শুধু হরিহরের বাড়ীই নয়, নটবরের এবং আরও দু'একটা বাড়ীতেও আগুন লেগেছিল—তবে আর ভয় নেই।

বৃদ্ধা আপন মনেই ব'লে উঠল, হরিহর বাড়ী থাকলে এ সাহস ওদের কিছুতেই হ'ত না।

একটু বিরক্ত হ'য়েই বিশ্বজিৎ ব'লল, এ কাজ যারা ক'রেছে তাদের চিনেও সবাই চুপ ক'রে থাকবে?

লোকগুলো একবার পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, পরে বৃদ্ধ গোছের একজন তাদের কাছে এসে ব'লল, তোমরা কারা না জানলে আর ত' আমরা কিছু ব'লতে পারি না বাবু।

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে ব'লল, ভয় নেই তোমাদের, আমরা মন্দ লোক নই। গঙ্গাসাগরে যাচ্ছি, হাঁটা পথে একটু ঘুরে যাবার সখ হ'য়েছে তাই তোমাদের গাঁয়ে এসে প'ড়েছি কাল রাত্রে। ক'লকাতার লোক আমরা—গাছতলায় তাঁবু খাটিয়ে ছিলাম, আগুন দেখে খবর নিতে এসেছি।

লাঠি হাতে এত' উত্তেজনাতেও রণেন অনেকক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধ'রে ছিল, আর থাকতে না পেরে লাঠিটা মাটীতে বার কয়েক ঠুকে ব'লল; ভয় নেই মোড়লেরপো, আমরা তোমাদের সাহায্য ক'রতেও পারি। এই লাঠি অনেক ডাকাতের মাথা ফাটাতে

পারে।

মোড়ল তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ব'লল, তা ত' বুঝলুম বাবু, লাঠি চালাতে আমরাও নিতান্ত কম জানিনা। কিন্তু এ যে জমিদারের সঙ্গে লড়াই! আমাদের হরিহর, এ-গাঁয়ের সেরা লাঠিয়াল। জমিদার একটা গাঁয়ের প্রজাদের ঘর লুঠবার জন্যে তাকে ডেকে বরকন্দাজদের সর্দ্দারী দিতে চেয়েছিল। হরিহর আমদের মরদ—জমিদারের মুখের সামনেই লাঠি ঠুকে সে চাক্‌রীর নামে ঘৃণা দেখিয়ে আসে।

পরিমল অতি উৎসাহে ব'লে ওঠে, সাবাস, তারপর?

তার আগ্রহপূর্ণ মুখের দিকে একবার চেয়েই মোড়ল পুনরায় ব'লে চ'লল, কিন্তু জমিদার অপমান ভোলেনি—কলকাঠী টিপে পুলিশ-দারোগা হাত ক'রে সে হরিহরকে আর এ-গাঁয়েরই তার দু'টী বন্ধুকে ডাকাতির অপরাধে পাঁচ বছরের জন্যে জেলে পাঠিয়েছে। জমিদারের অনুগত একটা ডাকাতের দল আছে, ওই বনের মধ্যেই তাদের আড্ডা—তাদের দিয়েই জমিদার আজ এ কাজ করিয়েছে। জমিদার টাকার জোরে সব পারে—তার অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি বাবু?

ক্রোধে বিশ্বজিতের চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল, নিজেকে কোন রকমে শান্ত ক'রে সে ব'লল, জমিদারেরা চিরকালই এমনি অত্যাচার করে, কিন্তু আর বেশীদিন তাদের সে সুবিধে থাকবে না। প্রজার শক্তির কাছে জমিদার কেন রাজাও তুচ্ছ, শুধু প্রজাদের যে একটা শক্তি আছে সেটা জানাতে হবে। তোমরা সবাই যদি এক হ'য়ে দাঁড়াও তবে আর কোন ভয় থাকবে না।

বৃদ্ধ ব'লল, আমরা ত' এক হ'য়েছি বাবু, কিন্তু অত্যাচার ত' কই

কমে না।

বিশ্বজিৎ ব'লল, নিশ্চয় ক'মেছে। জমিদার যে ভয় পেয়েছে তা ত' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নইলে ডাকাতের দল হাতে থাকলেও রাতের অন্ধকারে চোরের মত তারা আগুন দিতে আসবে কেন? এত দিনকার অত্যাচার একদিনেই কিছু থেমে যাবে না। বিনীত ভাবে কেবল অত্যাচার সহ্য কর' না—নিজেদের শক্তির পরিচয় দাও। যে অত্যাচার করে আর যে বিনা প্রতিবাদে সেই অত্যাচার সহ্য করে এরা দু'জনেই সমান অপরাধী।

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত ক'রে ব'লল, এখানে কিছুদিন থেকে যাবেন বাবু?

বিশ্বজিৎ এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের একটা হাত ধ'রে বলল, আমাদের কাজ শেষ ক'রে আমরা গাঁয়ে গাঁয়েই ঘুরে বেড়াব। তোমরা শুধু এ-কথাটা মনে রেখ' যে, যে ধর্ম্মেরই হ'ক না কেন মানুষ মাত্রেই এক। বেঁচে থাকার অধিকারে কারও কম বেশী নেই।

পরের দিনটা তাদের সে-গ্রামেই কাটাতে হয়। গ্রামবাসীদের আগ্রহের সঙ্গে তাদের আগ্রহও এক হ'য়ে মিশে যায়। তাঁবু তেমনি ভাবেই প'ড়ে থাকে, জিনিষ পত্রের দিকেও তারা তেমন দৃষ্টি দেয় না। রাইফেল দু'টো কেবল তারা সঙ্গে নিয়ে আসে। বৃদ্ধ মোড়লের বাড়ীতেই তারা তখন অতিথি হ'য়েছে। গ্রামের লোকেরা এই ক'লকাতার বাবুদের সমস্ত গ্রামটা না দেখিয়েও ছাড়েনি।

দুপুরের আহারের পর তাদের বৈঠক ব'সল।

মোড়ল আস্তে আস্তে ব'লল, আমাদের কিছু বুদ্ধি দিয়ে যান বাবু।

বিশ্বজিৎ ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ব'লল, সব গাঁয়ের লোক যদি এ-গাঁয়ের মত হয় তবে জমিদারকে সায়েস্তা ক'রতে একটা

দিনও লাগে না। কিন্তু সে-অবস্থা আজও হয়নি। তোমাদেরই সে-কাজের ভার নিতে হবে। আজও অন্যায় কাজের সাহায্যের জন্যে জমিদারের লোকের অভাব হয় না—হরিহরের মত লোক ক'টা পাওয়া যায়? তাই ধৈর্য্য ধরে কাজ করা চাই—শেষ আঘাত দেবার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা ক'রতেই হবে।

বৃদ্ধ হতাশার সুরে ব'লল, এ বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আছি বাবু কিন্তু এর কি আর শেষ নেই? শুধু আমার বয়েসই বা কেন? আমার বাপ পিতাম' এবং আরও আগে থেকেই অপেক্ষা করার পালা আরম্ভ হ'য়েছে, কত দিনে এর শেষ হবে কে জানে?

বিশ্বজিৎ তার মুখের দিকে চেয়ে ব'লল, সেই জন্যেইত' অপেক্ষা ক'রতে হবে। এতদিন যার বিরুদ্ধে একটা কথাও আমরা বলিনি, যাকে শক্ত হ'য়ে আমাদের বুকের ওপর চেপে ব'সতে দিয়েছি, সে ত' এক দিনের কথাতেই স'রে যাবে না। প্রস্তুত না হ'য়ে আঘাত করা অন্যায়—এ বার অপেক্ষা ক'রতে হবে সেই প্রস্তুত হবার জন্যেই।

আর কোন কথা না ব'লে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকে। অপেক্ষা যে ক'রতে হবে তা' সে বোঝে, কিন্তু তার নিজেব জীবনে সে কিছু দেখে যেতে পারবে না ব'লেই ত' দুঃখ। এতদিন ধৈর্য্য ধ'রেও যদি না এত দিনকার আকাঙ্ক্ষা মেটে তবে কি প্রয়োজন এই ধৈর্য্যের? বৃদ্ধের মনে হয় যদি একবার সে তার পুরণো দিনের শক্তি ফিরে পায় তবে আর কারও কথা না শুনে একদিনেই সব কিছুর মীমাংসা ক'রে নেয়। প্রাণের ভয় সে করে না।

বিশ্বজিৎ যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই ব'লল. এতে দুঃখ ক'রবার কিছু নেই। নিজের জীবনে দেখে যাবার মধ্যে আনন্দ থাকলেও

সেটাই সব নয়। তার জন্যে চেষ্টা করার যে আনন্দ তা থেকেই বা বঞ্চিত হব কেন? এর ফল ভোগ ক'রবে ত' আমাদেরই ছেলেমেয়েরা!

বৃদ্ধ ততক্ষণে নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছিল। বিশ্বজিতের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রল, এবার তবে কি ক'রব আমরা?

শান্তস্বরে বিশ্বজিৎ ব'লল, এ-গাঁয়ের লোক এক হ'য়ে মিলতে পেরেছে—তাই তোমাদেরই ভার নিতে হবে অন্য গাঁ-কে সঙ্ঘবদ্ধ করার। বোঝাতে হবে আমাদের কষ্টের জন্যে জমিদার দায়ী, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল নয়। মানুষের ভাল ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার যে কেড়ে নেবে তাকে ক্ষমা করাই পাপ। পৃথিবী থেকে অত্যাচার দূর ক'রে দেবার জন্যে প্রাণ বলি দিতেও প্রস্তুত হ'তে হবে।

ওই গাঁয়েরই একটী যুবক একটু এগিয়ে এসে ব'লল, অত্যাচার কি সোজা! এই ত' মাস কয়েকের কথা, পাশের গাঁয়ের চাষীদের ধানের গোলাগুলো লুঠ ক'রে নিয়ে গেল জমিদার। সারা বছরের ধান ছিল সেগুলোর মধ্যে। ঘরের খাবার পর্য্যন্ত লুঠে নিয়ে যায়— এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

বিশ্বজিৎ একটু হেসে ব'লল, এত রাগ ক'রলে কি চলে ভাই। অত্যাচার ত' সব জমিদারই করে। লাঠির জোরে জমিদারকে খুন ক'রলেই কি সব গোল মিটে যাবে? ওদের সাহায্যের জন্যে রাজার বন্দুক আছে—তা' ছাড়া আজকের জমিদার মরলে কাল অন্যে জমিদার হবে। তাই এমন শক্তির পরিচয় দেওয়া চাই যাতে গভর্ণমেণ্টই আসে আমাদের হাতে—সে দিন সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তাই বলি, শক্তি সঞ্চয় কর। এবার শক্তি পরীক্ষায় হারলে অনেক

পেছিয়ে যেতে হবে।

সকলেই ঘাড় নেড়ে তার কথার সমর্থন ক'রছিল। তাদের সঙ্গে অতি সহজে সমানভাবে মিশে যেতে পারে এমন আশ্চর্য্যরকমের 'বাবুর' দল তারা এর আগে আর দেখেনি। যে দু'চারজন 'বাবু' এর আগে এখানে এসেছে তারা হয় জমিদারের কর্ম্মচারী অথবা বন্ধু, নয়ত' বা কোন সৌখিন শিকারী—এদের প্রত্যেকেই দেখিয়েছে প্রভুত্ব, বিনা বিচারে আদেশ চালিয়েছে আর তা' পালন ক'রতে দেরী হ'লেই চোখ রাঙিয়েছে।— এমন সহজভাবে তাদের সঙ্গে কলকাতার 'বাবু'বাও যে মিশে যেতে পারে এ তাদের স্বপ্নেরও অগোচর। এদের দেখলে শ্রদ্ধা হয়। এরা 'বাবু' নয়—মানুষ!

বিশ্বজিৎ এবার মোড়লের দিকে সোজা চেয়ে ব'লল, এখনও এ-গাঁয়ের লোকেরাও একেবারে মিলে মিশে যেতে পারেনি। তা' যদি পারত' তবে অমন ছোট ছোট ভাগে জমি ভাগ করা থাকত' না। এক একজনের ভাগ নির্দ্দেশ ক'রে আল বেঁধে জমিকে এত' টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে রাখলে কি আর ভাল চাষ হয়!

মোড়ল বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, তবে চিহ্ন থাকবে কি ক'রে বাবু—কি ক'রে চিনবে কোনটা কার জমি?

মৃদু হেসে বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, না-ই বা চেনা গেল। সমস্ত জমি সকলে মিলে চাষ ক'রবে আর নিজের নিজের জমি অনুযায়ী ধানের ভাগ নেবে। এতে বিজ্ঞানের উপায়গুলিও কাজে লাগান যায়, আবাদের সুবিধা হয়—ধানও বেশী পাওয়া যায়। এতে সবাইকে মিলে একসঙ্গে চাষও করতে হয় না, আর তার ফলে এখানে কিছু কুটীর-শিল্প গ'ড়ে তুলে আয়ের পথ বাড়ান সোজা হয়।

উপস্থিত সকলেই একটু ইতস্তত ক'রলেও কথাটা মেনে নিল।

একটু চুপ ক'রে থেকে মোড়ল ব'লল, আপনার উপদেশ মত কাজ করার চেষ্টা আমরা ক'রব। জমিগুলো মিশে গেলে আমরা এক পরিবার হ'য়ে যেতে পারব'—আমাদের মিলনও জোরদার হবে।

রাত হ'য়ে উঠছিল—সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিল।

* * * রাতের অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। কালকের রাতটাও তারা এ গাঁয়ে কাটিয়েছে—দু'টো দিনের কত না প্রভেদ! কাল এখানকার কেউ চিনত' না তাদের আর আজ এমন কেউ এখানে নেই যে তাদের না জানে। সততা থাকলে আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠতে বিলম্ব হয় না। মানুষ নিজের সহজবুদ্ধি দিয়েই শত্রু-মিত্র চিনে নিতে পারে।

আবার কালই বেরোতে হবে পথে। এই সরল লোকগুলো তাদের ভুলবে না, তারা নিজেরাও এদের ভুলতে পারবে না। কি আশ্চর্য্য উপায়েই না এদের সঙ্গে আলাপ? কত লোকের সঙ্গেই ত' পরিচয় হয়, কত লোককেই ত' মানুষ ভোলে—কিন্তু তারই মধ্যে দু'একজন মনের মধ্যে এমন দাগ কেটে বসে যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাদের মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। এরাও তেমনি ভাবেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে থেকে যাবে। চ'লতে চ'লতে পথের আশে পাশে কোন কুটীর নজরে প'ড়লে এত'গুলো লোকের কথা একসঙ্গে মনে প'ড়ে যাবে। আশ্চর্য্য!

* * *

এবার সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে পথ। বাঘ ব'লে যে জানোয়ারটা এ-বনে সর্দ্দারী করে তাকে ভয় ক'রে না চ'লে কোন উপায় নেই। প্রত্যেকটা থাবাতে তার অসীম শক্তি, মহিষগুলোকেও কেমন অতি সহজে টেনে নিয়ে যায়! বনের রাজা নাকি সিংহ, তার গম্ভীর

মূর্ত্তির জন্যেই বোধহয় সে রাজকীয় সম্মান পেয়েছে। সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় আফ্রিকার সিংহ কতদূর কি ক'রবে বলা শক্ত।

ওরা তিনজনেই একটু সন্তর্পনে প্রস্তুত হ'য়েই পথ চ'লতে লাগল। এসময়ে এপথের আশে পাশে সে ভদ্রলোকের দেখা মিলবার কোন সম্ভাবনা নেই সত্যি তবু সাবধানের বিনাশ নেই এ-নীতি সব সময়েই মনে রাখা ভাল।

বিশ্বজিৎ ব'লল, রাইফেল ঠিক ক'রে নাও পরিমল—আর রণেনের লঠি দরকারের সময় যেন কাজে লাগে।

রণেন বুক ঠুকে জবাব দিল, ভয় নেই রাইফেলধারীরা, আমার লাঠি সঙ্গে আছে। তার চেয়ে তুমি সাহস দাও ওই পরিটাকে।

পরিমল হেসে রণেনের পিঠ ঠুকে দিয়ে ব'লল, সাবাস্ বন্ধু, রাইফেল আমি কাঁধের বেল্টে আটকে ফেলছি, তোমার লাঠি থাকতে আমাদের ভয় কি।

বিশ্বজিৎও হাসল, কিন্তু কোন কথা ব'লল না।

তিন বন্ধু এমনি মিলে মিশে যেন এক হ'য়ে আছে!

পায়ে-চলা সরু পথ। ছোট ছোট গাছগুলো যেন মাঝে মাঝে পথটাকে আগ্‌লে রেখেছে, সেগুলোকে মারিয়েই যেতে হয়। পায়ের তলায় শুকনো পাতা আর ছোট ছোট ডালগুলো মচ্ মচ্ ক'রে গুঁড়ো হয়ে যায়—নিঃশব্দে পথ চলার কোন উপায় নেই।

গঙ্গাসাগর আর বেশী দূর নয়। সমুদ্রের গর্জ্জন কানে আসে। অতল, বিশাল সমুদ্র! কি আছে ওর তলায়? কি নেই? ওর কথা মনে হ'লেই কেমন যেন একটা নূতন ভাবের উদয় হয়।

রণেন বোধ করি এ-কথাই ভাবছিল, তাই একটু অন্যমনস্কের

মতই ব'লল, এই বিশাল, আকর্ষণীয়, ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ওপর দিয়েও কেমন নিশ্চিন্ত মনে মানুষ ঘুরে বেড়ায়! অদ্ভুত এই মানুষ জাতটা, ভয় নেই, ভাবনা নেই—নূতনকে জানবার আগ্রহে সে অশান্ত।

বিশ্বজিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব'লল, হ্যাঁ, ওই নূতনকে জানবার আগ্রহ মানুষের অসীম। যদি ওই জানবার আগ্রহেই তার শেষ হ'ত! মানুষ যেমন মহৎ তেমনি নিষ্ঠুর! একের জন্যে অপরে আত্মত্যাগও করে—আবার সুযোগ খুঁজে নিয়ে পদদলিত ক'রতেও ছাড়ে না। নূতনকে জানবার নেশা একদিকে মানুষকে যেমন বড় ক'রেছে অপরদিকে তার নিষ্ঠুরতাও প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। কেবলমাত্র সমুদ্রকেই নয় মানুষকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় ফেলে তার সর্ব্বস্ব হরণের প্রবৃত্তিও হ'য়েছে তার সেই সঙ্গে।

পরিমল একটা নিশ্বাস ফেলে ব'লল, একদল মানুষের নিষ্ঠুরতা আমাদের অমানুষ ক'রে রেখেছে। তারাও এসেছিল সেই সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে। যুদ্ধে যে জয়ী হয় তারই জয়ঢাক বাজে, সে তাই চিরকাল সভ্য ব'লে পরিচিত হয়—আর তারই প্রচারের ফলে বিজেতা নিষ্ঠুর, বর্ব্বর বলে প্রতিপন্ন হয়। আর্য্যদের সময়েও এর ব্যতিক্রম হয় নি—কিন্তু মোহেন-জো-দারো সত্যকে প্রকাশ ক'রেছে।

রণেন ঠোঁট উল্টিয়ে ব'লল, তাই আজ প্রায় দু'শো বছর ধ'রে আমরা বর্ব্বর, অসভ্য ব'লে পরিচিত হ'য়ে আছি।

ফিরে চ'লতে চ'লতে বিশ্বজিৎ ব'লল, এই মিথ্যা প্রচার সত্যিই আমাদের শৃঙ্খলাহীন অহঙ্কারীতে পরিণত ক'রেছে। কিন্তু এ অপবাদ আমাদের দূর ক'রতেই হবে। সত্যিকার মানুষ আমরা হবই। মানুষে-মানুষে লড়াই-বিবাদ দূর করা চাই—এ না হ'লে মানুষে-পশুতে পার্থক্য ত' থাকবে না।

সেই সরু পথটা এখনও সামনে প'ড়ে র'য়েছে। এবার তারা নিঃশব্দে পথ চ'লতে লাগল। মানুষের মুক্তির চিন্তায় তাদের মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা চাই—পারস্পরিক সহানুভূতি-ভালবাসা চাই। সব মানুষই সমান। মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু কেড়ে নেবার কথা ভুলে যেতে হবে। অপরের কি মঙ্গল ক'রতে পারি এই শুধু হওয়া চাই চিন্তা।

রাস্তার পাশে দু'একটা ঘর তারা দেখতে পেল— বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মাচা বেঁধে তার ওপর সেগুলো তৈরী করা হ'য়েছে। ইঁট-পাথরের ঘর নয়—বনের কাঠ আর বাঁশের কুটুরী। বিক্রীর জন্যে নানারকম জানোয়ারের চাম্ড়া এরা সংগ্রহ করে। মানুষের ব্যবসার কত' না আগ্রহ! প্রাণের চেয়ে পয়সার দামই বেশী। কেবলমাত্র অর্থের জন্যে প্রাণ দেবার কথা যারা ভাবতে পারে প্রাণ নিতে তাদের কতটুকু সময় লাগে! হিংস্রতায় তারাই কি কম?

পরিমল জিজ্ঞাসা ক'রল, কিনবে নাকি দু'একটা চাম্ড়া?

রণেন হেসে ব'লল, দু'চারটে বাঘের ছাল কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের শিকার ব'লে চালিয়ে দিও।

বিশ্বজিৎ হেসে মুখ ফিরিয়ে ব'লল, শুনেছি মাছ ধ'রতে গিয়ে অনেকেই ব্যর্থ হ'য়ে পয়সা দিয়ে বাজার থেকে বড় মাছ কিনে নিজেদের মাছ ধরার কৌশল ও বীরত্বের পরিচয় দেয়। মিথ্যা দিয়ে মানুষ প্রথম থেকেই নিজেকে জড়িয়ে রাখে—গর্ব্বই বোধ হয় মিথ্যাচারের শিক্ষা দিয়েছে।

রণেন কতকটা অন্যমনস্কের মতই ব'লল, গর্ব্বই মানুষকে শেষ ক'রেছে।

পথ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। লাইট' হাউসটা দেখা গেল—

এখানে সহরের মানুষকে থাকতে হয় চাকরীর জন্যে। ওরই ওপরকার আলো দেখে জাহাজ পথের নিশানা পায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উপদ্বীপের মত চরা-পড়া জায়গাটায় এসে পড়ে। এ-জায়গাটা ঘিরেই গঙ্গাসাগরের মহাপুণ্য। গঙ্গা আর সাগর এখানে মিশে মস্ত চওড়া হয়ে গেছে। পুণ্য ক'রতে কত দেশের লোক-ই না এখানে এসে হাজির হয়! কত' সন্ন্যাসী তাদের ধূনী জ্বালিয়ে স্নানের পুণ্যের সঙ্গে অপরের পুণ্য বাড়াবার জন্যে ভিক্ষে করে। ওদের মধ্যে ভাল লোকও যেমন আছে তেমনি আছে দস্যু-তস্কর। ধর্ম্মের নামে এদেশে অনেক কিছু সুবিধে করা যায় ব'লেই তস্করেও সাধুর বেশ ধরে।

একদিকে একটা মন্দিরও আছে। ধর্ম্মের আস্তানাটাকে ঘিরে অনেকদিন আগেই মন্দির তৈরী হ'য়ে গেছে। ঈশ্বর মানুষকে শাস্তি দেয়না ব'লেই বোধ হয় মানুষও তাকে শান্তি দিতে চায় না। যেখানে-সেখানে, যখন-তখন কেবলই পুজো হয়, সৎ লোক দুঃখ পেয়ে মরে তবু হাত পেতে ভিক্ষা নিতে লজ্জায় মাটীতে মিশিয়ে যায় আর অসৎ লোক ধর্ম্মের ভেক নিয়ে সবাইকে ঠকিয়ে নিজেদের লাভের পথ ক'রে নেয়। যারা এই দান ক'রে অন্যায় করে তারা পরকালের পথ পরিষ্কার হ'চ্ছে ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। ভগবান গোপনে বোধ হয় হাসেন।

একদিকে তাঁবু খাটাতে খাটাতে বিশ্বজিৎ ব'লল, এই সন্ন্যাসীদের দেখে কি মনে হয় জান? মনে হয়, এরা যেন সুস্থ মানুষের কাঁধের ওপর এক একটা মস্ত ক্ষত। যদি সন্ন্যাসটাই আসল হয় তবে এমন গৃহীর মত থাকা কেন? এই বিরাট ভারতে বন আর পাহাড়ের কিছুমাত্র অভাব নেই, তবু কেন যে ওরা থাকে সবার মাঝে? অসৎদের

ভেক দেখে সৎদের প্রতিও যে অবিশ্বাস আসে!

রণেন হেসে ব'লল, তা' ব'লে স্নানের পুণ্যও ক'রবে না? এসবত' ওদেরই জন্যে।

পরিমল এতক্ষণ ষ্টোভ জ্বালিয়ে আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিল, একবার মুখ তুলে ব'লল, স্নান সেরেই আত্মগোপন ক'রলে ত' হয়! আমাদের মত পাপীর মুখ দেখলে যে স্নানের পুণ্যও নষ্ট হ'য়ে যাবে।

তাঁবু খাটান হ'য়ে যায়। একটা সতরঞ্চি পেতে ব'সে প'ড়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমি মনে করি ভগবানের সৃষ্টির সবচেয়ে বড় বিরোধী সন্ন্যাসীরাই। সংসার ত্যাগ ক'রে সাধনা করাকেই তাঁরা ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে ঘোষণা করেন—অথচ এই সংসারসৃষ্টি ক'রেছেন সেই ঈশ্বরই।

রণেন ব'লল, চুলোয় যাক সন্ন্যাসী আর সংসার। আপাতত ক্ষিধেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে। কতদূর হ'ল হে বাপু? কথা শেষ ক'রে সে পরিমলের কাছে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে তখনও দেরী আছে বুঝে বিস্কুটের টিন থেকে খানকয়েক বিস্কুট বের ক'রে একটা বিশ্বজিতের দিকে ছুঁড়ে ফেলে আর একটা পরিমলের মুখে গুঁজে দিয়ে একসঙ্গে দু'টোতে কামড় বসিয়ে দেয়।

দুই

বিভিন্ন প্রকারের নরনারী এই স্নানের জন্যে এখানে ভীড় জমিয়ে তুলেছে। মাত্র দু'টো দিন পরে আবার যে যার দেশে ফিরে যাবে, তখন আর কেউ কারও খোঁজ রাখবে না। আজ এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে আছে, দু'দিন পরের কথা আজ আর যেন মনেই হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভীড়ই বেশী। এই অসহ্য শীতকে অগ্রাহ্য ক'রেও তারা এসেছে। বাড়ীতে যারা সব সময়েই অনুযোগ দিয়ে বলে, 'আর পারিনে বাপু, কোমরে আর কি জোর আছে?' তারাও এই ধর্ম্মের স্থানে ভীড় ক'রে এসেছে এবং রীতিমত হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য্য মানুষ!

ওরা তিন বন্ধু চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কাল স্নানযাত্রা। ছোট ছোট হোগ্‌লা আর দরমার ঘর চারদিকে ছড়িয়ে র'য়েছে—কোন কোনটার দশ থেকে পনের টাকা পর্যান্ত ভাড়া। অসংখ্য সাধু চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ব'সে গেছে। ওরা তিন জনে ঘুরে ঘুরে সব উপভোগ ক'রছিল।

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, আশ্চর্য্য মানুষের মন! এরা মনে করে পাপ বুঝি গায়ের ওপর, ময়লার মত লেগে থাকে, আর সেই ময়লা ধোয়া যায় গঙ্গা বা তীর্থের জলে।

রণেনও হেসে ব'লল, পাপের ভয় যাদের বেশী এবং পাপেই যারা ডুবে থাকে তাদেরই বোধ হয় এই স্নানের দিকে বেশী ঝোঁক। স্বর্গে গিয়ে একটু আরামে থাকবার চেষ্টায়েই ত' এই সব পুণ্যের ব্যবস্থা! সারাজীবন পরের রক্ত শুষে যে ধনী হ'য়েছে তাকেও দেখেছি বিরাট

মোটরে চ'ড়ে যাবার সময় হাওড়ার পোলের ওপর উঠে গঙ্গামায়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাতে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এদের শুধু শোষণের—নিজেদের পেট মোটা ক'রতে এরা সব কাজই ক'রতে পারে।

সামনের দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে থেকে পরিমল ব'লল, মনের খোঁজ ত' কেউ রাখে না। ক'লকাতার বিরাট বাড়ীগুলোর ভেতর যারা বাস করে তাদের অনেকের থেকে শত-সহস্র গুণে ভাল লোক এখানে এই সব কম্বলের তলায় যে কত শুয়ে আছে তা' কে ব'লতে পারে!

ম্লান কণ্ঠে বিশ্বজিৎ ব'লল, যে মানুষ সরল তাকেই আজকের দিনের লোক মূর্খ ব'লে অবজ্ঞা করে। যাকে দাবিয়ে রেখে শুষে নিচ্ছি তাকেই অশিক্ষিত ব'লে সকলে ঘৃণা করি। কিন্তু এই অশিক্ষা এদের কেন? এ প্রশ্নের জবাব কোন ধনীই দেবে না।

সন্ধ্যা হ'য়ে যায়। তিন জনে জলের ধারে বালির ওপরই ব'সে পড়ে। সূর্য্যদেব যাই যাই ক'রে শেষ মুহূর্ত্তে বিদায় নিয়ে গেছে। সামনের ওই অনন্ত জলরাশির মতই অনন্ত মানুষের মনের প্রশ্ন। কিন্তু কেউ কোন কথা ব'লল না, শুধু চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে ব'সেই রইল।

সাধু ও চেলাদের কথাবার্ত্তা এবং সমুদ্র গর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। যে যার নিজের সঙ্গে নিয়ে আসা সামান্য কিছু আহার ক'রে শুয়ে প'ড়েছে। কাল ভোর চারটে থেকে স্নান সুরু হবে।

মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবকদের বাঁশীর শব্দ শোনা যায়। এই দারুণ শীত অগ্রাহ্য ক'রে সকলের সুখ-সুবিধা দেখবার জন্যে কতকগুলো ছেলে কষ্ট ক'রে মরে। দুঃখ বরণ ছাড়া এতে লোভনীয় বা লাভের আর কিছু নেই। ধন্যবাদ পাবার কথা এরা ভাবে'না—স্বার্থপর মানুষ

কাজ আদায় ক'রে নিয়ে পরে এদেরই বিড়ম্বিত করে।

কতক্ষণ এমনি ক'রে তারা ব'সেছিল সে খেয়াল তাদের ছিল না। হঠাৎ 'শের আয়া হ্যায়, শের আয়া হ্যায়' অর্থাৎ 'বাঘ এসেছে' এই চীৎকারে তাদের চমক ভেঙ্গে যায়। বিশ্বজিৎ আর পরিমল তাদের রাইফেল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর রণেন নেয় তার লাঠিটাকে বাগিয়ে। দূরে সন্ন্যাসীর দল ছুটাছুটি করে আর ছোট ছোট লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা হোগ্‌লা আর দরমার কুঁড়েগুলো পিটতে থাকে। একজন স্বেচ্ছাসেবক তাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে চ'লে যায় —তারাও আর অপেক্ষা না ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে। একদিকে অনবরত বাঁশী বাজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা অনন্ত তাড়াতাড়ি ব'লল, এখুনি সন্ন্যাসীদের থামাও। কোন কিছুই হয় নি—এটা ওদের চুরির মতলব। আর কোন কথা না ব'লে সে তার দল বল নিয়ে সন্ন্যাসীদের থামাবার জন্যে এগিয়ে যায়।

তিন বন্ধু কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পারের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে। কোন কথা না ব'লে হঠাৎ বিশ্বজিৎ রাইফেলটা ওপর দিকে তুলে পর পর দু'বার ফাঁকা আওয়াজ করে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও মহাজন-পন্থা অনুসরণ ক'রতে পরিমলের ভুল হয় না।

ফলটা ভালই হয়। পর পর চারবার রাইফেলের আওয়াজ শুনে সন্ন্যাসীদের উত্তেজনা একেবারে কমে যায়। তারা যে যার জায়গায় গিয়ে আবার চুপ চাপ ব'সে পড়ে।

জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে অনন্ত এসে বিশ্বজিতের মুখের

দিকে চেয়ে ব'লল, আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ জানাই। হাতের ওই জিনিষগুলোর গুণেই সন্ন্যাসীর দল এমন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে।

মৃদু হেসে বিশ্বজিৎ ব'লল, ফাঁকা আওয়াজ ক'রে ব'সেছি বটে কিন্তু ব্যাপার যে কি তা' এখনও জানি না।

অনন্তও একটু হেসে উত্তর ক'রল, এই সন্ন্যাসীর দলের মধ্যে বেশীর ভাগই মন্দ লোক, চুরির ফিকিরেই তারা থাকে—এই সব চোরদের একটা দলও আছে। সুন্দরবনের সঙ্গে এ-জায়গাটার অবাধ যোগ থাকায় সকলের মনে বাঘের ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত নয়। হঠাৎ একদল 'বাঘ এসেছে' ব'লে চীৎকার আরম্ভ করে. আর একদল সেই সুযোগে চুরি শেষ করে—গোলমালে তাদের ধরা যায় না।

রণেন মৃদু হেসে ব'লল, বুদ্ধির তারিফ না ক'রে কিন্তু উপায় নেই!

অনন্ত ব'লল, আপনাদের রাইফেলের আওয়াজ শুনে ওরা সহজেই থেমে গেছে, নইলে অনেক সময় লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হয়।

বিশ্বজিৎ কতকটা আপন মনেই ব'লল, ধর্ম্মের দেশে ভণ্ডামীর সুযোগটা কিছু বেশীই হয়।

অনন্ত জিজ্ঞাসা ক'রল, আপনারা কি সুন্দরবনে শিকারে যাবেন নাকি?

বিশ্বজিৎ হেসে উত্তর ক'রল, শিকার ক'রতে যাব কি হ'তে যাব তা'ত' ঠিক ব'লতে পারি না, তবে গভীর বনের মধ্যে ঢুকবার ইচ্ছে আছে।

অনন্ত ব'লল, আপনাদের সাহস প্রশংসনীয়। আমাদের অভিনন্দন নেবেন।

কাজ আদায় ক'রে নিয়ে পরে এদেরই বিড়ম্বিত করে।

কতক্ষণ এমনি ক'রে তারা ব'সেছিল সে খেয়াল তাদের ছিল না। হঠাৎ 'শের আয়া হ্যায়, শের আয়া হ্যায়' অর্থাৎ 'বাঘ এসেছে' এই চীৎকারে তাদের চমক ভেঙ্গে যায়। বিশ্বজিৎ আর পরিমল তাদের রাইফেল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর রণেন নেয় তার লাঠিটাকে বাগিয়ে। দূরে সন্ন্যাসীর দল ছুটাছুটি করে আর ছোট ছোট লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা হোগ্‌লা আর দরমার কুঁড়েগুলো পিটতে থাকে। একজন স্বেচ্ছাসেবক তাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে চ'লে যায় —তারাও আর অপেক্ষা না ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে। একদিকে অনবরত বাঁশী বাজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা অনন্ত তাড়াতাড়ি ব'লল, এখুনি সন্ন্যাসীদের থামাও। কোন কিছুই হয় নি—এটা ওদের চুরির মতলব। আর কোন কথা না ব'লে সে তার দল বল নিয়ে সন্ন্যাসীদের থামাবার জন্যে এগিয়ে যায়।

তিন বন্ধু কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে। কোন কথা না ব'লে হঠাৎ বিশ্বজিৎ রাইফেলটা ওপর দিকে তুলে পর পর দু'বার ফাঁকা আওয়াজ করে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও মহাজন-পন্থা অনুসরণ ক'রতে পরিমলের ভুল হয় না।

ফলটা ভালই হয়। পর পর চারবার রাইফেলের আওয়াজ শুনে সন্ন্যাসীদের উত্তেজনা একেবারে কমে যায়। তারা যে যার জায়গায় গিয়ে আবার চুপ চাপ ব'সে পড়ে।

জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে অনন্ত এসে বিশ্বজিতের মুখের

দিকে চেয়ে ব'লল, আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ জানাই। হাতের ওই জিনিষগুলোর গুণেই সন্ন্যাসীর দল এমন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে।

মৃদু হেসে বিশ্বজিৎ ব'লল, ফাঁকা আওয়াজ ক'রে ব'সেছি বটে কিন্তু ব্যাপার যে কি তা' এখনও জানি না।

অনন্তও একটু হেসে উত্তর ক'রল, এই সন্ন্যাসীর দলের মধ্যে বেশীর ভাগই মন্দ লোক, চুরির ফিকিরেই তারা থাকে—এই সব চোরদের একটা দলও আছে। সুন্দরবনের সঙ্গে এ-জায়গাটার অবাধ যোগ থাকায় সকলের মনে বাঘের ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত নয়। হঠাৎ একদল 'বাঘ এসেছে' ব'লে চীৎকার আরম্ভ করে, আর একদল সেই সুযোগে চুরি শেষ করে—গোলমালে তাদের ধরা যায় না।

রণেন মৃদু হেসে ব'লল, বুদ্ধির তারিফ না ক'রে কিন্তু উপায় নেই!

অনন্ত ব'লল, আপনাদের রাইফেলের আওয়াজ শুনে ওরা সহজেই থেমে গেছে, নইলে অনেক সময় লাঠালাঠি পর্যান্ত হয়।

বিশ্বজিৎ কতকটা আপন মনেই ব'লল, ধর্ম্মের দেশে ভণ্ডামীর সুযোগটা কিছু বেশীই হয়।

অনন্ত জিজ্ঞাসা ক'রল, আপনারা কি সুন্দরবনে শিকারে যাবেন নাকি?

বিশ্বজিৎ হেসে উত্তর ক'রল, শিকার ক'রতে যাব কি হ'তে যাব তা'ত' ঠিক ব'লতে পারি না, তবে গভীর বনের মধ্যে ঢুকবার ইচ্ছে আছে।

অনন্ত ব'লল, আপনাদের সাহস প্রশংসনীয়। আমাদের অভিনন্দন নেবেন।

বিশ্বজিৎ তার মুখের দিকে চেয়ে ব'লল, যে বীরত্ব মহত্বকে অনুসরণ ক'রে না চলে, তাকে প্রশংসা করবার কিছু নেই। অন্যান্য খেয়ালের মত শিকারে যাওয়াও একটা খেয়াল। প্রশংসা যদি কাউকে ক'রতেই হয় ত' সে আপনাকে আর আপনার এই দলকে.।

অনন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়ল, তারপর হঠাৎ ওদের নমস্কার ক'রে ব'লল, আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে। পুণ্য-স্নানের লোভ বোধ হয় আপনাদের নেই, তবু সে-দৃশ্যটা দেখতে যাবেন।

সে তার দল নিয়ে কাজে চ'লে যায়।

বিশ্বজিৎ সেই দিকে চেয়ে থেকে ব'লল, কষ্টকে অগ্রাহ্য ক'রে যেদিন সমস্ত যুবক এমনি ক'রে কাজের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারবে সেদিন এদেশের জন্যে আর ভাবতে হবে না।

*

* *

পরদিন ভোর চারটের সময় তারা পুণ্য-স্নান দেখতে গেল। তীর্থ-যাত্রীদের আশা আজ সফল হবে। অক্ষয় স্বর্গের বাছাই করা আসন-গুলো সব এদের জন্যে আজ থেকেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকবে। সেই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে দলে দলে নরনরী এবং সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগরের জলে নেমে মনে মনে হয়ত' বা মন্ত্রই প'ড়তে লাগল। ভাইকে ফাঁকী দেবার জন্যে মনে মনে যে সব সময়েই ফন্দী আঁটছে সে-ও এভাবে পুণ্য সঞ্চয়ের আশা করে। ভগবান এত বোকা নয়!

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককেও জলে নেমে দাঁড়াতে হয়। ঢেউ বড় বিশেষ নেই, তবু যদি কোন অক্ষম ব্যক্তি ডুবে যায়! ওদের জন্যে মাথা ব্যথা যেন তাদেরই। এরা অনেক সময়েই নিঃশব্দে মানুষের সেবা করে—তাতেই বোধ হয় তাদের সুখ।

একটী অল্প বয়সী বউ একটী শিশুকে নিয়ে এসে জলের ধারে দাঁড়ায়।

হাঁটু-পর্য্যন্ত জলের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে একটী বৃদ্ধা মন্ত্র প'ড়ছিল। মন্ত্র পড়া শেষ হ'য়ে গেলে সে বউটীকে উদ্দেশ্য ক'রে ব'লল, দাঁড়াও, আমার হ'য়ে এল, ততক্ষণ খোকার জুতো মোজা খুলে গায়ে-মাথায় জল ছিটিয়ে বেশ ক'রে মুছে দাও দেখি।

বউটী ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে ব'লল, থাক্ না জুতো মোজা পায়ে—যা শীত, এখ্খুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

বৃদ্ধা বোধ করি খোকার ঠাকুমা, হাত মুখ নেড়ে ব'লে উঠল, পুণ্যের ক্ষেত্রে শীত আবার কি মা, ওই সব ম্লেচ্ছগিরী ক'রতে গিয়েই ত' মানুষ মরে। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে কি ফাঁকী দিয়ে কাজ চলে, না, তাদের লুকোন যায়? ঠাকুর যেদিন মনে ক'রবেন অলেষ্টার ফুঁড়েও সেদিন ঠাণ্ডা লাগবে। বৃদ্ধা জোর হাতে ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল।

বউটী বৃদ্ধার কথামতই কাজ করে। ঠাকুর-দেবতাকে ফাঁকী দিতে সেও চায় না, সে-কথা কল্পনা ক'রবার সাহসও তার নেই।

বিশ্বজিৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে কতকটা আপন মনেই ব'লল, বছর খানেকের কচি ছেলেটাও এমন কি পাপ ক'রেছে যে তার মাথায়ও পুণ্যের জল না ছিটিয়ে চ'লল না?

ম্লান হেসে রণেন ব'লল, ভবিষ্যতের জন্যে পুণ্য সঞ্চয় করা রইল, সুতরাং কিছু পাপ করার অধিকারও জন্মাল।

পরিমল মাথা নেড়ে ব'লল, মা আর ঠাকুমা এসেছে পুণ্য ক'রতে, বাড়ীতে হয়ত' বাবা ছাড়া আর কেউ নেই, তিনি আবার কাজের লোক—কার কাছেই বা রেখে আসবে কচি ছেলেটাকে? আর এলই

যদি ত' জলটুকু আর বাদ যায় কেন ?

অনন্তর সঙ্গে দেখা হ'ল, সে হেসে নমস্কার ক'রে ব'লল, দেখ্‌ছেন ত'? একেই বলে পুণ্যের হাট! ও জিনিসটার কেনা-বেচা এখানেই হয়। সহরে থেকেও অবশ্য এসব লাভ করা যায় তবে তার জন্যে থাকা চাই টাকা। মানুষকে অমানুষ করার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রেও তীর্থ-ক্ষেত্রে দু'একটা ধর্ম্মশালা বানিয়ে দিলেই আপনাকে মহাপুরুষ ব'লে সবাই পুজো ক'রবে।

রণেন ব'লল, বুদ্ধি আর বাহুবলের চেয়েও অর্থবল বড়।

অনন্ত মাথা দুলিয়ে ব'লল, অর্থ দিয়ে সমস্ত রকম বলই কিনতে পাওয়া যায় কিনা! মানুষ জাতটার সমস্ত বুদ্ধিও ঠেকে গেছে ওই এক টাকার কাছেই।

পরিমল ব'লল, সবইত' জেনে ফেলেছেন দেখ্‌ছি।

অনন্ত মৃদু হেসে উত্তর ক'রল, না জানিয়ে ছাড়লে কই। গত চার বছর ধ'রে এখানে একাজ ক'রতে আসছি—মাত্র দু'দিনের ব্যাপার হ'লেও কিছুটা শিক্ষা হয় বই কি! তারপর আর কোন কথা না ব'লে তাদের নমস্কার জানিয়ে সে একদিকে চ'লে গেল।

বিশ্বজিৎ ব'লল, চমৎকার! কি রকম কাজের লোক দেখেছ? চোখ কান বুঁজে কাজই শুধু ক'রে যায় না, এর থেকে যেটুকু শিখবার আছে তাও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে।

বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত স্নান চ'লবে। তারা আর দাঁড়িয়ে না থেকে অন্যদিকে চ'লে যায়।

বিশ্বজিৎ সুন্দরবনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব'লল, কত' রহস্যই না জানি ওর আড়ালে লুকিয়ে আছে। সামনের এই জলরাশি আর ওই বিস্তৃত বন—দুই-ই রহস্যময়। খুঁজে দেখলে কত নূতন কিছুই

না ওদের থেকে বের হ'তে পারে !

রণেন ধীরে ধীরে ব'লল আমরাও যাব ওই বনের ভেতর। শুধু জীব-জন্তুই নয়, শুনেছি কত অদ্ভুত গাছও নাকি আছে—হয়ত' আমরাও সে-সবের দেখা পেতে পারি। যার মনে নূতন কিছু জানবার আগ্রহ নেই সে নিতান্তই নির্জীব।

পরিমল ব'লল, কত' বৈজ্ঞানিক নেমেছেন সমুদ্রের তলে, ডুবো-জাহাজ জল কেটে কেটে এগিয়ে যায়। পৃথিবীটা যেন ধরা প'ড়ে গেছে মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে।

আরও কিছুক্ষণ ঘুরে তারা তাঁবুতে ফিরে এল। এসেই পরিমল ষ্টোভ জালিয়ে ব'সল।

বিশ্বজিৎ ঠাট্টা ক'রে ব'লল, কিহে, এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল ?

রণেন উত্তর ক'রল, এরই মধ্যে কি রকম ? আর হ'লেই বা একটু তাড়াতাড়ি, সমুদ্রের হাওয়ায় পেটের নাড়ীগুলো খুব সজীব হ'য়ে উঠেছে, কেবলই খেতে চায়।

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল দু'চার দিনেই সব খাবার ফুরিয়ে দেবে দেখ্‌ছি।

পরিমল ব'লল, বাপুহে, শরীর ভাল হ'চ্ছে সেকথা মনে রাখ ? শরীর ভাল রাখাটাই ত' সমস্যা হে !

ক্ষিদে পাবার কথাই বটে। একে ডন করা চেহারা, তায় সমুদ্রের হাওয়া! বিশ্বজিতেরও রীতিমত ক্ষিদে পেয়েছিল। সে আর কোন কথা না ব'লে একটু হাসল মাত্র।

অনন্তর গলা শোনা গেল, সে যেন কাকে ব'লছে, তুমি ওদিকে যাও আর যাবার পথে সেই ছোট্ট ছেলেটার খোঁজও নিও। আমি সমস্ত ব্যাপারটা এঁদের ব'লে এখুনি যাচ্ছি।

তাঁবুর ভেতর থেকে বিশ্বজিৎ ডেকে ব'লল, আসুন অনন্ত বাবু।

অতি ব্যস্ত ভাবে তাঁবুর ভেতর ঢুকে অনন্ত ব'লল, সাবধানে থাকবেন, প্রতি বছরের মত এবারও কলেরা দেখা দিয়েছে। খাবার মেলে না, জলও পাওয়া যায় না—কলেরার আর দোষ কি বলুন ?

রণেন জিজ্ঞাসা ক'রল, ছোট্ট ছেলের কথা কি ব'লছিলেন ?

ম্লান হেসে অনন্ত উত্তর ক'রল, এক বুড়ী এসেছে তার বউ আর ছোট্ট নাতিটীকে নিয়ে পুণ্য ক'রতে—বুড়ীর হ'য়েছে কলেরা, আর নাতিটীর ঠাণ্ডা লেগে বোধ হয় নিউমোনিয়া! আমাদের সঙ্গের ডাক্তাররা ত' হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছেন।

পরিমল ব'লল, আজ ভোরে যাদের আমরা দেখেছি এ নিশ্চয় তারা। একটু শাস্তি না হ'লে এদের কিছুতেই চৈতন্য হবে না।

শুষ্ক মুখে অনন্ত জবাব দিল, শাস্তি হ'লেও কিছু হবে না—মনে ক'রবে সেটা তাদের পূর্ব্ব জন্মেরই কোন পাপের ফল। জন্ম-জন্মান্তর, স্বর্গ-নরক এমনি কতকগুলো জিনিস চারদিক থেকে আমাদের বেশ ভাল ক'রেই বেঁধে রেখেছে কিনা!

বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা ক'রল, কলেরা বেশ সাংঘাতিক ভাবেই দেখা দিয়েছে নাকি ?

অনন্ত ঠোঁট উল্টিয়ে ব'লল; এখানে ও জিনিসটা বেশ ভাল ক'রেই দেখা দেয়, তবে ভরসা এই যে রোগটা আমাদের কাছে ঘেঁসতে পারে না। সঙ্গের ডাক্তাররাও পাকা লোক।

বিশ্বজিৎ ব'লল, চলুন না আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে দেখে আসি।

অনন্ত উত্তর ক'রল, তাতে লাভ নেই, আর জিনিসটা দেখবার মতও নয়। আপনাদের দেখে মনে হ'চ্ছে দয়া জিনিসটা আপনাদের ভেতর কিছু বেশী পরিমাণেই আছে—দয়া বেশী থাকলে এসব দেখতে

যেতে নেই।

রণেন জিজ্ঞাসা ক'রল, সব গুছিয়ে নেওয়া যাক এবার, আমাদের যাবার ত' আর বেশী দেরি নেই।

অনন্ত হাত তুলে নমস্কার ক'রে ব'লল, এর পর আমাদের দেখা হ'তে পারে ক'লকাতায়। ভবিষ্যতে আবার যদি শিকারে বের হন তবে আমি যেন বাদ না পড়ি।

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, আপনাকে সঙ্গে নিতে ভয় করে, যে-বাঘকে আমরা গুলী ক'রব তারই সেবা ক'রতে হয়ত' আপনি ব'সে যাবেন। ওটাও একরকম নেশা যে!

অনন্ত মৃদু হাসল, তারপর একটু ন'ড়ে ব'সে ব'লল, পাগলের কাজ আমি ক'রতে যাব এ মনে করা কিন্তু আপনার অন্যায়। আজ পর্য্যন্ত কেউ আমায় পাগল বলে নি।

অনন্তর একটা হাত ধরে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমিও পাগল ব'লে মনে করিনি বন্ধু, তবে এটুকু ব'লতে পারি যে এমনি দু'একটা নেশা সব মানুষের থাকলে এ-জাতটা সত্যিই বেঁচে যেত।

অনন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল, আর নয়, এবার চলি। আর কোন কথা না ব'লে সে যেন একটু ব্যস্ত ভাবেই বেরিয়ে গেল।

সেদিকে চেয়ে থেকে বিশ্বজিৎ ব'লল, পথ চ'লতে চ'লতে এমন কতকগুলো লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় যারা সত্যিই মহৎ—এরা নিজেদের প্রশংসা পর্য্যন্ত শুনতে চায় না।

রণেন দৃঢ় কণ্ঠে ব'লল, যেখানে কুসংস্কার আর কুশিক্ষা পদে পদে মানুষকে বাধা দেয় সেখানেই এমনি লোকের দেখা মেলে। এরা আঘাতও করে আবার সেবাও করে। মানুষকে অতিক্রম ক'রে এঁরা চলে কিন্তু মানুষের এদের নইলে চলে না—অথচ এরা এতই জল

বাতাসের মত সহজ যে এদের দাম সাধারণ মানুষ বোঝে না, দাম আছে ব'লে স্বীকারও করে না।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত থেকে বিশ্বজিৎ হঠাৎ যেন সজাগ হ'য়ে ব'লল, যাক্, প্রস্তুত হ'য়ে নাও। আর দু'ঘণ্টাই বা কেন, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। মানুষ ছেড়ে বনের পশুর সঙ্গে কিছুদিন বাস ক'রে এলে মনটা হয়ত' ভাল হ'তে পারে কারণ এরা হিংস্র হ'লেও শঠ নয়।

রণেন ঘাড় বেঁকিয়ে ব'লল, অর্থাৎ মানুষ শঠ।

বিশ্বজিৎ সহজভাবেই উত্তর দিল, মানুষ মাত্রেই নয়। কিন্তু যাক্, তর্কে কাজ নেই।

রণেনের মুখের দিকে চেয়ে পরিমল ব'লল, যাবার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া চাই, কি বল? অনেকটা পথ ত' হাঁটতে হবে!

ষ্টোভটাকে পরিমলের সামনে রেখে হাত মুখ নেড়ে রণেন ব'লল, সে-কথা একশ বার, আর সেই জন্যেই ত' যথেষ্ট আগেই আমরা খেয়ে নিয়েছি।

হেসে একটা নূতন বিস্কুটের টিন খুলতে খুলতে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত—পথের কথা মনে ক'রে আমারও ক্ষিদে পাচ্ছে এখন থেকেই।

পরিমল মহা উৎসাহে আর একবার ষ্টোভ ধরাতে ধরাতে ব'লল, এরকম ম্যানেজার পেলে আমি চিরদিন হাঁটতে রাজী আছি।

সামনের দিকে চেয়ে থেকে শান্ত-গম্ভীর স্বরে বিশ্বজিৎ ব'লল, এবার আমরা চ'লেছি বিপদের মধ্যে। জীবন-মরণ সমস্যা হয়ত' দেখা দেবে। সঙ্গের খাবার ফুরিয়ে গেলেই শিকার করা জন্তুর মাংস হবে আমাদের সম্বল—তা-ও হয়ত' শুধু সিদ্ধ ক'রেই খেতে হবে।

রণেন ডান হাতের মাংসপেশীটা ফুলিয়ে ব'লল, ওঃ, মাংস খেয়ে এটা যা হবে—একেবারে যেন স্যাণ্ডো!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। পিঠের ওপর যে যার বোঝা তুলে নিয়ে তারা আবার পথে বেরিয়ে প'ড়ল। অনেকদিন তারা এমনি ক'রে ঘুরবে। সহরের মানুষ হ'লেও মানুষকে ভালবাসে ব'লেই তারা এমনি ঘুরে বেড়াতে পারে, মন তাদের তাজা—বুড়ো হয়ে যেতে এখনও অনেক, অনেক দেরি। বুড়ো হবার কথা তারা ভাবতেই পারে না। মন বুড়ো হ'য়ে গেলে কোন নূতন কিছুকেই আর সহ্য হবে না যে! কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকতে হবে তখন। তার আগেই তারা যেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে।

গঙ্গাসাগরের চরটা প্রায় তারা ছাড়িয়ে এসেছে। একটু পরেই ঘন বনে ঘেরা কঠিন মাটীতে তারা পা দেবে, তারপর একটু একটু ক'রে প্রবেশ ক'রবে গভীর অন্ধকারের মধ্যে—পৃথিবীর মানুষ তখন তাদের খোঁজ পাবে না, তারাও এদের খোঁজ নেবে না। তিনবন্ধুর মনেই এক নূতন অনুভূতি দেখা দেয়—বুকের ভেতর কি যেন একবার দুলে দুলে ওঠে।

পেছনে বহুদূরে বিউগিলের শব্দ শোনা যায়—তারা তিনজনেই একসঙ্গে ফিরে দাঁড়ায়। অনেকগুলো লোক সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রুমাল নাড়ছে। তারা তিনজনেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে আবার পথ চ'লতে থাকে।

রণেন ব'লল, এ সত্যেন বাবুর দল—ভদ্রলোক নিতান্তই ছেলে মানুষ।

বিশ্বজিৎ ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'লল, ও ভাবেনি যে আমরা এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব, তাই ঠিক সময় বিদায় অভিনন্দন জানান

হ'য়ে উঠল না। এওর ছেলে মানুষী নয়, আমাদের এমনি অজানা পথের পথিক হ'তে দেখে ওর নিজের যাবারও যে একান্ত ইচ্ছে হ'য়েছিল এ তারই প্রকাশ। ও সঙ্গে থাকলে আমাদেরও সুবিধে হ'ত।

মৃদুস্বরে পরিমল ব'লল, সঙ্গী হবার জন্যে ব'ললে না কেন !

কাঁধের বোঝাটা একটু ঠিক ক'রে নিয়ে বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, খুব ইচ্ছে সত্ত্বেও ও সঙ্গী হ'তে পারত' না। এতগুলো লোকের সেবার দায়িত্ব নিয়ে ও এসেছে—তা' অগ্রাহ্য ক'রে যাওয়া এসব লোকের কুষ্ঠীতে লেখে না। এমনি দায়িত্ব বোধ থাকলেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হ'য়ে ওঠে।

আর কোন কথা হয় না, তারা নিঃশব্দে চ'লতে থাকে। বনের ভেতরের পায়ে-চলা সেই সরু পথটা। পথ ভুল হ'লে বনের কোন্ গভীর দেশে গিয়ে প'ড়তে হবে কে জানে !

অনেকদূর সেই পথে চ'লে এসে রণেন ব'লল, আর ত' বাঁধা পথে আমাদের কোন দরকার নেই, এবার পথ ভুলি এস।

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে ব'লল, একটু মনের মত ক'রেই পথ ভুলব। সঙ্গে একটা মানচিত্র আর দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র আছে—সেটা দেখে হিসেব ক'রেই আমাদের পথ ভুলতে হবে।

হিসেব ক'রে পথ ভুল ক'রতে-হবে ! রণেন ও পরিমল দু'জনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার বিশ্বজিতের মুখের দিকে ফিরে চায়। তবে কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বজিৎ এই বনে এসেছে ! বিশ্বজিৎ তাদের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে একটু হাসে—কিন্তু তা' নিয়ে কেউ কোন কথা বলে না।

লাইট-হাউসটা অতিক্রম ক'রে তারা এগিয়ে চলে। এখন থেকেই যন্ত্র দিয়ে দিক্ নির্ণয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কতকটা

আন্দাজে দিক্ ঠিক ক'রে নিলেই চ'লবে। মন এবং পায়ের ওপর তারা অনেকটা ভার ছেড়ে দেয়।

ক্রমে আলো কমে আসে। ঘন বন ব'লেই শুধু নয়, দিনের আলোও তখন শেষ হ'য়ে আসছিল।

বিশ্বজিৎ পথের দিকে চেয়ে ব'লল, আর বেশী দূর চলা ঠিক হবে না—এবার তাঁবু খাটাবার মত একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

ষ্টোভটার গায়ে হাত বুলিয়ে পরিমল ব'লল, আহা, ষ্টোভটাও অনেকক্ষণ জ্বালা হয়নি, বেচারা হয়ত' কষ্ট পাচ্ছে।

ষ্টোভের কথা শুনেই বোধ করি রণেনের ক্ষিধে পেয়ে গেল, একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে ব'লল, বিশুর পাল্লায় প'ড়লে কি ওসব আর হবার জো আছে নাকি! ওকে নেতা না ক'রে পরিকে ক'রলেই ভাল হ'ত দেখ্ছি।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বিশ্বজিৎ ব'লল, আর অন্যমনস্কের মত পথ হেঁটো না। এই অন্ধকারের আড়ালে যে-সব জীবজন্তু পথে বের হয় তাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইলেও এ-অবস্থায় দেখা না হওয়াই ভাল।

পরিমল রাইফেলটা ঠিক ক'রে নিয়ে ব'লল, রাইফেল আমার হাতেই আছে।

সামনের দিকে চেয়ে পথ চ'লতে চ'লতে তেমনি ভাবেই বিশ্বজিৎ ব'লল, রাইফেল হাতে থাকলেই শুধু চ'লবে না বন্ধু। সতর্ক দৃষ্টিও চারদিকে দেওয়া চাই, আর ঠিক এমনি ভাবে সার বেঁধেই চ'লতে হবে। সার ভাঙ্গলে মুহূর্ত্তে বিপদ হ'তে পারে।

কৌতুকভরে পরিমল জিজ্ঞাসা ক'রল, আমরা কি যুদ্ধে চ'লেছি যে সার ভাঙ্গলেই বিপদ হবে?

বিশ্বজিৎ হেসে উত্তর ক'রল, মানুষই শুধু বুদ্ধিমান নয়, জন্তু-

জানোয়ারদেরও ওটা কিছু কিছু আছে, বিশেষ ক'রে সুন্দরবনের 'কর্ত্তা' অর্থাৎ ব্যাঘ্ররাজ দস্তুরমত চতুর। সার বাঁধা থাকলে সে বোঝে যে বিপক্ষদল প্রস্তুত, তাই হঠাৎ আক্রমণ ক'রতে সাহস পায় না। এ অবস্থায় আক্রান্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজও হবে'না।

আবার তারা নিঃশব্দে পথ চ'লতে থাকে। পথ প্রায় আর দেখা যায় না, অথচ তাঁবু খাটাবার মত একটু পরিষ্কার জমিও মেলে না। অনেকক্ষণ থেকে একটানা পথহীন পথ চ'লে তারাও ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিল। এবার যেন একটু বিশ্রাম পেলেই ভাল হয়!

কোমরে বাঁধা টর্চটা খুলে নিয়ে বিশ্বজিৎ তার আলো সামনের দিকে ফেলে ব'লল, তোমাদের টর্চ দু'টোও জ্বেলে ফেল বন্ধু, আর ভাল জায়গার জন্যে অপেক্ষা ক'রে কাজ নেই—যে কোন একটা জায়গা পেলেই এখন হয়।

রণেন ও পরিমল তাদের টর্চের আলো পথের দু'পাশে ফেলতেই বাঁ পাশ থেকে কি যেন একটা খস্-খস্ শব্দ ক'রে সরে যায়।

তিনজনেই একসঙ্গে চ'মকে উঠে সেদিকে ফিরে চায়। প্রত্যেকের বুকেই একসঙ্গে অনেকগুলো হাতুড়ীর ঘা প'ড়তে থাকে। অসম্ভব রকম একটা উত্তেজনায় তারা বার কয়েক কেঁপে কেঁপে ওঠে।

রাইফেলটা বেশ ক'রে ধ'রে আলো ফেলে বিশ্বজিৎ সামনে এগিয়ে যায়। তিনটে আলোই সেদিকে ফেলা হ'য়েছে। একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ভয়চকিত শেয়াল। সমস্ত উত্তেজনা নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। অন্ধকার বনে এমনি হাসির শব্দ আর কেউ শোনেনি কোনদিন—বনের শৃঙ্খলা, শান্তি এক নিমেষেই কে যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ছোট ছোট কয়েকটা প্রাণী আশ পাশ থেকে নিতান্ত ভীত হ'য়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

অদ্ভুত কোন জানোয়ার ব'লেই হয়ত' তাদের মনে ক'রে ব'সেছে তারা।

রণেন তরল কণ্ঠে ব'লল, সামান্য একটা শেয়ালই উত্তেজিত ক'রে তুলেছিল এই তিন বীরপুরুষকে! ধন্য আমাদের বীরত্ব!

গম্ভীর হ'য়ে বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। যে সৈন্য প্রথম যুদ্ধে যায় সে কামানের আওয়াজে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে, আবার ভবিষ্যতে সে-ই সেনাপতি হ'য়ে সৈন্য চালনা করে। অভ্যাস আর অভিজ্ঞতার মূল্য যে অনেকখানি!

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরিমল ব'লল, লজ্জার কিছু নেই জেনে খুসি হলুম। একটু আগে নিজের শক্তির ওপর সমস্ত বিশ্বাস-ই লোপ পেতে ব'সেছিল।

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, আজকের মত এখানেই তাঁবু ফেলা যাক্। ভবিষ্যতে আলো থাকতে থাকতেই তাঁবু খাটাতে হবে মনে থাকে যেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত পা' ছড়িয়ে ব'সতে পেরে তারা খুবই আনন্দিত হ'ল। শুধু বিশ্রামে আনন্দ নেই, শুধু চলাতেও নয়—ওদু'টো যখন মিলিত হয় তখনই কেবল সত্যিকার আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব। দুঃখের পর সুখ তাই অতি আরামের।

মিনিট পনের কেটে যায়। এবার পরিমলকে একটা ঠেলা দিয়ে রণেন ব'লল, কইহে ষ্টোভওয়ালা, একবার দয়া ক'রে ওঠ।

পরিমল লাফ দিয়ে উঠে ব'লল, ঠিক মনে করিয়েছ ত'। ওই শেয়ালটা বাঘ হ'য়ে এসে সমস্তই যেন গোলমাল ক'রে দিয়েছে। তোমরা এবার একটু ভাল ক'রে পাহারা দিও, আর কোন ভদ্রলোক যেন ভয় দেখাতে না আসেন।

আরও ঘণ্টা দু'তিন কেটে গেল। সমস্ত বনটা যেন চারদিক থেকে তাদের চেপে ধরেছে, যেন তাদের নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দিতে চায়। এই গভীর বনের মধ্যে এসেও তারা আজ আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করেনি। বিশ্বজিৎ এত' তাড়াতাড়ি নিজেদের অস্তিত্ব জানাতে চায় না। তার সবচেয়ে বড় ভাবনা সেই ডাকাতের দলের জন্যে। তারা নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও থাকে, খুব বেশী দূরে তাদের আস্তানা নয় ব'লেই তার বিশ্বাস। অথচ এই অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে যে কোন প্রাণী তাদের তাঁবুর ওপর প'ড়ে সেটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। তবুও সব দিক ভেবে আলো জ্বালা হয়নি।

হঠাৎ সমস্ত বন কাঁপিয়ে একটা ভীষণ গর্জ্জন ওঠে, 'বুড়ো কর্ত্তার' হিংস্র, ক্ষুধার্ত্ত গর্জ্জন। সমস্ত বন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। বনের ক্ষুদ্র বাসিন্দাদের প্রাণ ভয়ে থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে; ওই বিরাটের ক্ষুধা কাকে যে মেটাতে হবে কে জানে! ওই প্রলয়কারী গর্জ্জনকে অগ্রাহ্য ক'রে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকার সাহস কারও নেই।

রাইফেলটায় হাত বুলোতে বুলোতে বিশ্বজিৎ ব'লল, খাবার না পেলে ওই বিরাট জানোয়ারটা হ'য়ে ওঠে ভীষণ. আজ রাতে ওর কিছু চাই-ই।

রণেন বিদ্রূপ ক'রে ব'লল, আমাদের না চাইলেই হ'ল।

বাইরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, তা'ও বলা যায় না। ওর প্রাণের মায়াটা ঠিক আমাদেরই মত আছে ব'লেই রক্ষে নইলে জেদ বজায় রাখতে ও কোনদিনও পেছিয়ে যায় না।

আগুন না জ্বালালেও তাঁবুর চারদিকে তারা শুকনো ডাল-পাতা বিছিয়ে রেখেছিল যাতে কোন কিছু এলেই তার আসার শব্দ শোনা

যায়। তাঁবুর একটা দিক একটু খোলা রেখে সেদিক দিয়ে তারা বাইরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে ব'সেছিল। টর্চ এবং রাইফেলও ছিল প্রস্তুত হ'য়েই—কাজের সময় তারাও পেছিয়ে থাকবে না। বুদ্ধি দিয়ে তারা অভিজ্ঞতার অভাবটুকু পূরণ ক'রে নিতে ভোলেনি।

হঠাৎ বাইরে একজোড়া নীল চঞ্চল আলো তাদের চোখে প'ড়ল। এ আলোর সঙ্গে তাদের এর আগে আর কোনদিন পরিচয় হয়নি তবু এর কথা তারা জানে। এ হিংস্র প্রাণীর চোখ—নিতান্ত নিরীহ বেড়ালের সঙ্গেও নাকি এদের কি একটা সম্পর্ক আছে।

রাইফেলটা আরো কাছে টেনে নিয়ে তাঁবুর খোলা জায়গাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, কর্ত্তা ম'শায় এদিকে নজর যখন দিয়েছেন তখন বড় সহজে যাবেন ব'লে মনেও হয় না নিশ্বাসের সাহায্যেও এরা অন্য প্রাণীর অস্তিত্ব জানতে পারে—ফাঁকী দেওয়া যায় না।

রণেন মৃদু হেসে ব'লল, জেনেও আপাতত আর লাভ নেই, আমরা যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছি।

বিশ্বজিৎও একটু হেসে ব'লল, লাভ না হ'লেই মঙ্গল।

চঞ্চল আলো দু'টো অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল, হয়ত' আর শীগ্‌গীর দেখা যাবে না। সতর্ক মানুষকে ওরা চেনে, ভয় পায়—তাই অসতর্ক মুহূর্ত্তের জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করে।

হঠাৎ তাঁবুর পেছনে শুকনো পাতার মড় মড় শব্দ শোনা যায়। তারা প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। রণেন আস্তে আস্তে তাঁবুটা একটু তুলে ধরে, ষ্টোভ ছেড়ে দিয়ে পরিমল এসে রাইফেলটা বাগিয়ে নিয়ে নীচু হ'য়ে বাইরের দিকে লক্ষ্য ক'রতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো দু'টো আবার দেখা যায়। পরিমলের এই লুকিয়ে দেখার খবর ব্যাঘ্ররাজ

তখনও জানতে পারেনি বুঝে তার আর একটুও অপেক্ষা করার ইচ্ছে হ'ল না। সে একটা চোখ লক্ষ্য ক'রে রাইফেল চালিয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্যে একটা আগুন জ্ব'লে উঠেই নিভে যায়, পরমুহূর্তেই সমস্ত বন কাঁপিয়ে ওঠে একটা বিকট গর্জ্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শব্দও মরে যায়—একটা বিরাট শক্তিশালী জানোয়ার যেন নিতান্ত ত্রস্তপদে একদিকে ছুটে পালায়।

বিশ্বজিৎ ব'লল, তাঁবুটা আর তুলে ধ'রে থেকে লাভ নেই, বাঘটা আঘাত পেয়েছে, ফিরে আসতেও পারে কিন্তু তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা ক'রতে হবে।

হতাশভাবে মুখভঙ্গী ক'রে পরিমল ব'লল, প্রথম উত্তেজনায় হাতটা বোধহয় কেঁপে গিয়েছিল নইলে চোখে গুলী লাগলেও কি কোন জানোয়ার বেঁচে থাকতে পারে!

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে ব'লল, বাঘ যে কি পারে আর না পারে তা' আজ পর্য্যন্ত সঠিক ভাবে কেউ ব'লতে পারেনি, তবে গুলী ভুল জায়গায় লাগাও অসম্ভব নয়।

রণেন চিৎ হ'য়ে শুয়ে ব'লল, তবে পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে একে একে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, কি বল?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, তাই বা বলি কি ক'রে? ঘা' খাওয়া বাঘ বড় সাংঘাতিক। আরও ঘণ্টাখানেক অন্তত অপেক্ষা কর। তারপর একটু থেমে ঘড়ির দিকে চেয়ে সে ব'লল, মাত্র বারটা বেজে দশ। বনের দেশে এখনও ঘুমোবার সময় হয়নি।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে যায় কিন্তু কোন দিকে কোন সাড়া নেই। সমস্ত বনটাই বোধহয় এদিক সম্বন্ধে সতর্ক হ'য়ে গেছে।

বিশ্বজিৎ ব'লল, এবার ঘুমোন যেতে পারে। সমস্ত বনটাই

আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রেছে ব'লে মনে হ'চ্ছে।

রাইফেলটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে পরিমল ব'লল, আজ প্রথমেই জেগে থাকার পালা আমার। যদি সেই আহত শত্রু ফিরে আসে ত' তাকে শেষ করার অধিকার কেবল মাত্র আমারই।

বিশ্বজিৎ তার হাত নেড়ে দিয়ে ব'লল, তোমার ইচ্ছা সফল হ'ক। কিন্তু দরকার হ'লে আমাদেরও সে-গৌরবের অংশীদার করো।

রণেন ব'লল, মাঝখানে জাগবার ভার আমি নিলুম, সুবিধে মত আমায় তুলে দিও।

পরিমল মাথাটা একটু নেড়ে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রইল। গভীর অন্ধকারে গাছগুলো গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এ সমস্ত ভেদ ক'রে দৃষ্টি চলে না। কিন্তু যাদের সে দেখতে চায় তাদের আগমন জানতে পারাও খুব শক্ত নয়। জোনাকি ব'লে যদি কোন কিছুকে অগ্রাহ্য করা না যায় তবে তাদের চোখ সহজেই ধরা পড়ে। নিজেদের চেনাবার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই ক'রে রেখেছে।

*

* *

পরদিন ভোরে সামান্য জলযোগ ক'রে বনটা একটু দেখে নেবার উদ্দেশ্যে তারা বেরিয়ে পড়ে। গত রাত্রের বাঘটার সন্ধান নেবার কথা সকলের মনেই উঁকি ঝুঁকি দেয়। পাকা শিকারীর মত রক্তের দাগ ধ'রে তার সন্ধান করার ভরসা তাদের না থাকলেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখার ইচ্ছা হয় বই কি! এমনি ক'রেই ত' মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

খানিকটা গিয়েই তারা দেখতে পায় যে অনেকখানি জায়গা কে

যেন আঁচড়ে রেখে গেছে। এ যে সেই ক্রুদ্ধ বাঘেরই কাজ তা' বুঝতে তাদের মুহূর্ত্তমাত্রও দেরি হয় না। অনেকখানি রক্ত সেখানে জমাট বেঁধে আছে।

সোৎসাহে বিশ্বজিৎ ব'লল, চল এই রক্তের দাগ ধ'রে যাই, একটা মস্ত শিকার মিলে যেতেও পারে।

রক্তের দাগ ধ'রে তারা এগিয়ে চলে। আশ পাশের দিকেও তারা দৃষ্টি রাখে—তাঁবুতে ফিরবার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে পথে চিহ্ন রেখে যেতেও তাদের ভুল হয় না। চ'লতে চ'লতে তারা একটা খালের ধারে এসে পড়ে। এমনি খাল এ ধারে অসংখ্য, আর এদের প্রত্যেকটাই এক একটা যমালয়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ। জলের কুমীর আর ওরই ডাঙ্গায় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাঘের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালান কোন রাত্রেই কোন জানোয়ারের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়।

হঠাৎ একটা ঝোপের দিকে দেখিয়ে রণেন ব'লে উঠল, ওই যে, নিশ্চয়ই সেই বাঘটা ম'রে র'য়েছে।

গুলী তবে ব্যর্থ হয়নি! অত্যন্ত খুসি মনে পরিমল তাড়াতাড়ি সেই ঝোপটার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা' বাড়ায়। কিন্তু তার হাতটা ধ'রে ফেলে বাধা দিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, অত' ব্যস্ত হ'য়ো না বন্ধু, এটা সহর নয় আর বাঘ জিনিসটা ছোট খাট গুণ্ডাও নয়। এর গায়ে নির্ভয়ে হাত দেবার আগে এর ব্যবহারটা একটু জেনে নিতে হয়।

পরিমল মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, ওকে ভয় করার আর কি আছে।

এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে বিশ্বজিৎ একটা মোটা গাছের

ডাল ছুঁড়ে মারল বাঘটার গায়ে। একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল। ওই মড়ার মত প'ড়ে থাকা বাঘটাও হঠাৎ গর্জ্জন ক'রে লাফিয়ে উঠল। পরিমল বা রণেন কেউ এটা আশা করেনি, তারা চ'মকে পিছনে স'রে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজিতের রাইফেল হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বাঘটা এবার সত্যিই টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়ল, ততক্ষণে সেটার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে।

এবার তিনজনেই এগিয়ে গেল সেটার কাছে। চমৎকার বীরত্ব ব্যঞ্জক চেহারা। চিড়িয়াখানায় সাধারণতঃ যাদের দেখা মেলে এর চেহারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী রাজকীয়।

সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখে বিশ্বজিৎ ব'লল; পরিমলের গুলী-খাওয়া বাঘটাই বটে। চোখের পাশ দিয়ে গুলীটা বেরিয়ে গেছে তবু মরেনি। এদের সেলাম জানাতেই হয়।

পরিমল বাঘটার পাশে ব'সে প'ড়ে ওর পায়ের নখগুলো কেটে নিতে থাকে। প্রথম শিকারের চিহ্ন কত' না উৎসাহ সঞ্চার ক'রবে মনে!

সেই দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে রণেন ব'লল, চামড়া কেটে অমন সুন্দর প্রাণীটার রূপ যে নষ্ট করনি এ জন্যে ধন্যবাদ পরি।

বিশ্বজিৎ মাথা নেড়ে উদাস কণ্ঠে ব'লল; যে বাঘের সামনে যাবার সাহসও হয় না সেই বাঘকে কেবল মাত্র মৃত ব'লেই কত' না শাস্তি দিলুম আমরা। চিড়িয়াখানায় মজা দেখবার জন্যে যারা খাঁচার বাঘকে খোঁচা দেয় তাদের দেখলেই আমার বনের মধ্যে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে—বুঝেনিক তারা এই রূপবান প্রাণীটার কত শক্তি!

সামনের থালটার দিকে চেয়ে থেকে রণেন মৃদুস্বরে ব'লল, আমরাও আজ ওই খাঁচার বাঘ হ'য়েই ব'সে আছি। অশিক্ষা,

কুসংস্কার, ভীরুতা প্রভৃতি চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে। ওই খাঁচা ভেঙ্গে আসছে, যেদিন সেটা একেবারে ভেঙ্গে প'ড়বে সেদিন বাইরে থেকে আর কারও মজা দেখার সাহস থাকবে না।

পরিমলের কাজ হ'য়ে গিয়েছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল, এবার ফিরি চল, পথ ত' আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে।

রণেনের মাথায় হঠাৎ একটা নূতন রকম মতলব আসায় সে খালটার দিকে চেয়ে ব'লল, এস, আর একটা ভালরকম শিকারের ব্যবস্থা করা যাক্।

পরিমল কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব'লল, হ্যাঁ, এই দিনের বেলা জন্তুগুলো সব শিকার হতে তোমার হাতের কাছে আসবার জন্যে ছট্‌ফট্ ক'রছে আর কি?

রণেন আর কিছু না ব'লে মরা বাঘটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খালের ধারে শুইয়ে দিল। তারপর ফিরে এসে ব'লল, প্রস্তুত হ'য়ে থাক তোমরা, শিকার কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকবে না।

তার মতলবটা এবার বেশ বোঝা গেল।

বিশ্বজিৎ একটু হেসে ব'লল: মতলবটা পাকা বটে, কুমীরগুলোও বোকাই, কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হবে কে জানে!

রণেন হেসে ব'লল; এত' বড় একটা শিকার, অপেক্ষা না ক'রলে চ'লবে কেন?

পরিমল একটু ব্যস্ততা দখিয়ে ব'লল, ও দিকে দেরি হ'য়ে যাবে যে।

মুখের একটা ভঙ্গী ক'রে রণেন উত্তর ক'রল, দেরি কিসের হে বাপু, আমাদের কি পরীক্ষা দিতে হবে নাকি?

হতাশভাবে মাথা নেড়ে একটা গাছের আড়ালে পরিমল ব'সে প'ড়ল। বিশ্বজিৎ ও রণেনও নিঃশব্দে তার পাশে গিয়ে ব'সল।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে থাকে। সময়ের অপেক্ষা করার মত সময় নেই। দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল—তারা তখনও তেমনি চুপ ক'রে ব'সেই রইল।

আরও অনেকক্ষণ পর পরিমল ঠোঁঠ উল্টিয়ে ব'লল, তোমার ফন্দীটা বোধহয় আর খাটল না রণেন। এমনি জায়গায় সুন্দর বনের শ্রেষ্ঠ বীরকে মৃত দেখে কুমীদের বোকা মনেও বোধহয় সন্দেহ জেগেছে।

কিন্তু আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হয় না। জলের একটা শব্দ ক'রে একটা কুশ্রী জানোয়ার জল থেকে মাথা তুলে তীরের দিকে গোল গোল চোখ মেলে চেয়ে দেখে। এরই আসার আশায় তারা এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ছিল। কুমীরটাকে দেখে তারা প্রস্তুত হ'য়ে বসে, তাদের আশা হয়ত' এবার সফল হবে। সেই লম্বা মাথাটা আবার জলের তলায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল কিন্তু সে খুব বেশীক্ষণের জন্যে নয়। ক্ষণকাল পরেই আবার মাথাটা ভেসে ওঠে। ধীরে ধীরে কুমীরটা তীরের ওপর উঠে এসে একপা' একপা' ক'রে মৃত বাঘটার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আর এতটুকু অপেক্ষা না ক'রে তারা ঘোঁড়া টিপে দেয়. রাইফেলের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত চীৎকার শূন্যে মিলিয়ে যায়। জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেই অদ্ভুত আকারের জন্তুটা সমস্ত জল তোলপাড় ক'রে তোলে। তারপর আস্তে আস্তে সব শান্ত হ'য়ে যায়, একটা শুকনো কাঠের মত ওর কালো দেহটা ভেসে ওঠে। এ-জীবনের মত তার আর কোন কিছু ক'রবার নেই। যেখানে তার প্রতিষ্ঠা ছিল সেখানে কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না। এ জগতে সব কিছু ম'রবার জন্যেই জন্মায়—জন্মাবার জন্যেই মরে কিনা তাই বা কে ব'লতে পারে ?

এবার ফেরার পালা।

পথে চিহ্ন রেখে এসেছে, সুতরাং ফিরতে অসুবিধা হবে না ব'লেই তারা মনে ক'রেছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ফল দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। পথ দেখাতে ব্যর্থ হ'ল চিহ্নগুলো। অনেকক্ষণ চলার পর ভুল ধরা পড়ে। তারা আবার ফিরে আসার চেষ্টা করে কিন্তু সেবারেও পথ হয় ভুল। তিন বন্ধু এবার পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসে। নিজেদের অবস্থা তারা বুঝেছে, তাঁবুতে আশ্রয় না পেলে কি যে তাদের হবে তা' তারা বেশ ভাল রকম-ই জানে।

পথ চ'লতে চ'লতে বিশ্বজিৎ ব'লল, দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রটাও সঙ্গে নেই যে কিছু সুবিধে ক'রতে পারব। আন্দাজে দিক্ ঠিক ক'রেই আমাদেব আস্তানায় পৌছতে হবে।

পরিমল মৃদুস্বরে ব'লল, তাঁবুতে পৌছতে না পারলে শীতে জ'মে যাব। উঃ, যা শীত!

উদাস কণ্ঠে রণেন যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান ক'রে ব'লল, পরের ক্ষতি ক'রলে শাস্তি পেতেই হয়! বড় বড় দু'টো শিকার মিলেছে আজ সুতরাং নিজেদেরও শিকার হ'তে হবে বই কি!

বিশ্বজিৎ তাকে একটা ঠেলা দিয়ে ব'লল, ধর্ম্মোপদেশ গাছে তুলে রেখে এখন পথ চলত' বন্ধু।

আরও ঘণ্টা দুই,ঘোরার পর তারা একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গার 'কাছাকাছি এসে প'ড়ল। চারদিকের গাছ যেন অতি যত্নে স্থানটাকে ঘিরে রেখেছে। একদল হরিণ সচকিত ভাবে সেই মাঠে চ'রে বেড়াচ্ছে। যে দেশে কেবল শক্তিরই জয় সে-দেশে এই সব অসহায় সুন্দর প্রাণীরা জন্মায় কেন! ' এদের দেখ্‌লে মায়া হয়, নিতান্ত প্রয়োজনেও হত্যা করতে ইচ্ছা হয় না।

সেই দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বিশ্বজিৎ ব'লল, কি সুন্দর! অথচ আর দিন কয়েক পরে কেবলমাত্র পেট ভরাবার জন্যেই এদের হত্যা ক'রতে হবে!

রণেনও সেই দিকে চেয়ে থেকে ব'লল, ওদের চোখগুলোর দিকে চাইলে আর হাত উঠতে চাইবে না। ওরা যেন সব সময়েই মিনতি জানাচ্ছে, যেন ব'লছে, আমরা নির্দোষী—আমরা তোমাদের চোখকে আনন্দ দেই, তবু আমাদের হত্যা কর কেন?

এই কেনর উত্তর কে দেবে! হরিণগুলো চঞ্চল ভাবে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, মুখ নীচু ক'রে ঘাস খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছে চারদিকে। কখনও বা দল বেঁধে কিছুদূর পর্য্যন্ত ছুটে যাচ্ছে।

পরিমলও সেদিকে চেয়ে ছিল, এতক্ষণে সে ব'লল, ক্ষিদে ত' এরই মধ্যে পেয়ে গেছে, দিন কয়েক অপেক্ষাও বোধ হয় সইবে না।

হঠাৎ সমস্ত দলটা সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। বনের একদিকে করুণভাবে তাকিয়ে তারা ভীত পায়ে একদিক লক্ষ্য ক'রে ছুটতে থাকে। পর মুহূর্ত্তেই একটা প্রকাণ্ড চিতা দলের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়ে তার শক্তিশালী বিরাট থাবার ঘায়ে একটা হরিণকে এ জীবনের মত মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে দেয়। দলের বাকীগুলো তখনও প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলেছে। কে প'ড়ে রইল পেছনে তা' দেখবার সময় তাদের নেই—ভবিষ্যতে তার জন্যে হয়ত' তারা দুঃখ ক'রবে কিন্তু এখন সেদিকে চাইবে কে?

মৃত হরিণটাকে টেনে নিয়ে চিতাটা বনের মধ্যে প্রবেশ ক'রল।

সেটাকে গুলী ক'রবার জন্যে পরিমল রাইফেল তুলেছিল কিন্তু বিশ্বজিৎ বাধা দিয়ে ব'লল, থাক্ ওকে গুলী ক'রো না পরি, হয়ত' ওর

ক্ষিদে পেয়েছে—আমরাও ত' একদিন ওদের মেরেই ক্ষিদে মেটাব।

বিস্মিত পরিমল চোখ ফিরিয়ে ব'লল, এমন চমৎকার শিকারটাকে নষ্ট ক'রে দিলে!

বিশ্বজিৎ মৃদুস্বরে ব'লল, পরে শিকারের আরও সময় পাবে। যে গভীর বনে আমরা যাব সে-গভীর প্রদেশে এর আগে বোধ হয় আর কেউ কোন দিন যায়নি। মনে ক'রতে পার আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে কিন্তু এ মাথাটা সত্যিই এত' কাঁচা নয়। আর চিতাটারই বা দোষ কি? গাছ পাতা খেয়ে বেঁচে থাকার শক্তি ত' ওর নেই। গাছ পাতা খেয়ে মানুষের চলে তবু ত' সে মাছ-মাংস খেতে ছাড়ে না।

বিশ্বজিতের পিঠ চাপ্‌ড়ে রণেন ব'লল, এযে রীতিমত প্রচার আরম্ভ ক'রলে হে!

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে পথ চ'লতে লাগল। হাঁটা পথ তৈরী ক'রে নিতে অসুবিধা হ'লেও পথ করা যায় অনেক। আর এই অনেক পথের গোলক ধাঁধায় প'ড়ে নূতন মানুষের সব যায় গোলমাল হ'য়ে। তারা ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিল। সমস্ত দিন আহার নেই অথচ পথ চলার বিরামও নেই। একটা বড় গাছের তলায় তিন বন্ধুতে ব'সে প'ড়ল। সমস্ত বন অন্ধকার হ'য়ে আসছে। আজ আর তাঁবু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

বিশ্বজিৎ ক্লান্ত স্বরে ব'লল, একটা রাত তাঁবুর বাইরে থাকতে হবে ব'লে ভাবি না, তবে হনুমানের দল তাঁবুটা দেখে ফেললে তার কি দুর্গতি হবে বুঝে দেখ'।

বুঝবার আগ্রহ কারও ছিল না। সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তার রেখা —ধীরে ধীরে তারা সেখানে শুয়ে প'ড়ল। শরীর যেন আর খাড়া থাকে না। অন্ধকারে বনের বিপদের কথা আর কারও মনেই ছিল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল।

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে সমস্ত বনের ওপর নেমে আসে। এধারে পাখী ডাকে না, থাকেও না বোধ হয়। বনের যে ধারে পাখী ডাকে না সে ধারটা হিংস্র প্রাণীর ভয়ে ভীত। একথা তারা জানে, তবু নিদ্রাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল' না তারা।

হঠাৎ কি একটা শব্দে বিশ্বজিতের ঘুম ভেঙ্গে যায়। গভীর অন্ধকার ভেদ ক'রে প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু এই অন্ধকারের আড়ালে যে সব জন্তু ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা মনে ক'রে সে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বন্ধুদের জাগিয়ে দেয়। কোন্ শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গেছে তা' তখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি।

কিছুটা দূরে গাছের তলায় হঠাৎ যেন মানুষের গলার স্বর শোনা যায়। ওরা চ'মকে ওঠে। এই বনে এই অসময়ে, মানুষ! এ যেন ভাবা যায় না। তাদের কাছে এ যেন পৃথিবীর নবম আশ্চর্য্য ব'লে মনে হ'ল।

বিশ্বজিৎ ফিস ফিস্ ক'রে ব'লল, চুপ্। এই অন্ধকারে বনের মধ্যে যে মানুষের দেখা মেলে সে হয় শিকারী আর না হয়ত' মন্দ লোক।

এতটুকু শব্দ না ক'রে পরিমল ব'লল, আজ বিপদের ওপর বিপদ, সারা দিন না খেয়ে লড়াই ক'রবার জোরও গেছে ক'মে।

রণেন ব'লল, এখানে ব'সে থাকা আর ঠিক হবে না। বনের বাঘ আর সহরের মানুস এ দুই-ই এখন আমাদের কাছে সমান। আর দেরি না ক'রে গাছে উঠি এস।

বিশ্বজিৎ মাথা নেড়ে সে-কথা সমর্থন ক'রে ব'লল, ঠিক ব'লেছ, ওপরে উঠে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে এখন ওদের কথা শোনাই উচিত। আর ওরা যদি কোন শিকারীর দলই হয় ত' আজকের আহার জুটে যেতেও পারে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত পাকা লোকের মত তারা নিঃশব্দে গাছের অনেকটা ওপরে উঠে গেল। ওই লোকগুলো যেদিকে ব'সে ছিল সে দিক লক্ষ্য ক'রে ডাল বেয়ে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূরে গিয়ে তারা উপস্থিত হ'ল। গাছের পাতার আড়ালে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে রেখেছিল।

লোকদু'টো নিশ্চিন্ত মনেই গল্প ক'রছিল। এখানেও যে কেউ তাদের কথা শুনবার জন্যে কান পেতে বসে আছে তা' জানবে তারা কি ক'রে!

ওদের একজন ব'লল, তুই কি ক'রে খবর পেলি গগন? এত' তাড়াতাড়ি যে খবর আনতে পারবি তা' সর্দ্দারও ভাবতে পারেনি।

গগন উত্তর দিল, কাজটা কিন্তু মোটেই শক্ত ছিল না সৃষ্টি। তুই গেলেও এমনি তাড়াতাড়িই কাজ শেষ ক'রতে পারতিস।

সৃষ্টি ব'লল, সর্দ্দার যা বকশিস্ দেবে তার অর্দ্ধেক আমাকে দিস্। তোকে একাজে পাঠাবার অনুরোধ আমি-ই ত' ক'রেছিলুম, তার ওপর আমরা হলুম গিয়ে কতকালের বন্ধু!

গগন উত্তর ক'রল, ওটি হ'চ্ছে না ভাই। আমার অর্দ্ধেক কাজটাই কি তুই ক'রে দিয়েছিস্ বাপু—তবে হ্যাঁ বন্ধু লোক, দেব এখন দু'আনা ভাগ।

সৃষ্টি আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'লল, তাইত, একেবারে দু'আনা— মাঝের চার আনাটা পর্য্যন্ত ডিঙ্গিয়ে গেলি। যাক্ এনিয়ে তোর সঙ্গে ত' আর লড়াই ক'রতে পারি না।

অন্ধকারে চারদিক দেখবার চেষ্টা ক'রে গগন ব'লল, কইরে, সর্দ্দারের ত' দেখা নেই। এই শীতে কি শেষ পর্য্যন্ত মারা প'ড়ব নাকি?

আরও আধ ঘণ্টা কেটে যায়। অস্থির প্রতীক্ষা গগন আর স্বষ্টির ; কষ্টকর অনুভূতি তিন বন্ধুর। শত সহস্র অসুবিধা সহ্য ক'রে তারা গাছের পাতার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। পোকার দল প্রাণ খুলে অত্যাচার ক'রছে, ঢুকছে নাকে মুখে। অথচ তাদের কিছু ক'রবার উপায় নেই, সামান্য শব্দ ক'রলেই বিরাট ক্ষতি হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। চোরের মত পরের ওপর যারা দৃষ্টি রাখে, মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও চোরের মতই তাদের সমস্ত অসুবিধা বরণ ক'রে নিতে হয়। এছাড়া আর উপায়ই বা কি ?

দূরে আলো দেখা গেল আর সেই সঙ্গে শোনা গেল জনকয়েক লোকের অস্ফুট গুঞ্জন।

স্বষ্টি উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল, সর্দ্দার আসছে।

দূরের আলোগুলো কাছে এসে পড়ে। জন কুড়ি গুণ্ডামত লোক গোটা পাঁচেক মশাল হাতে এসে উপস্থিত হয়। সব চেয়ে লম্বা-চওড়া যে লোকটা সেই এদের সর্দ্দার। তাকে সকলেই ভয় এবং ভক্তি করে।

চারদিকে মশালগুলো পুঁতে তারা ব'সে যায়। সেই আলোর আভায় অনেকখানি স্থান আলোকিত হয়ে ওঠে। গাছের ওপরকার মানুষ তিনটী সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে। এই আলোয় তাদের দেখে ফেলাও কিছু আশ্চর্য্য নয় ! আর দেখে যদি ফেলে ত' লড়াই অনিবার্য্য। ওই লোকগুলোর সঙ্গেও যথেষ্ট অস্ত্র আছে। লড়াইয়ের ফলাফল বুঝে নিতেও তাদের দেরি হয় না।

সর্দ্দার বেশ খানিকটা তামাক টেনে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, কিরে গগ্না, তোর কাজের কতদূর ?

গগন একটু সামনে এগিয়ে এসে উত্তর দিল, কাজ হতে, সর্দ্দার।

সর্দ্দার হাত তুলে ব'লল, বেঁচে থাক্, কি হ'ল সেখানে বল!

মৃদু হেসে গগন আরম্ভ ক'রল, ক'লকাতায় গিয়ে সোজা ওদের বাড়ীতেই উঠ্‌লুম। ছোঁড়াটা বাড়ীতে ছিল না—গঙ্গাসাগরে গেছে পুণ্যি ক'রতে। কিন্তু তাতেই কি সুযোগ হবার জো আছে, একদল গুণ্ডার মত ছোঁড়া এসে আমাকে ঘিরে ধরল—কি তাদের চেহারারে সর্দ্দার, তুই দেখ্‌লেও চ'মকে যেতিস্।

মাটীতে একটা চাপড় মেরে সর্দ্দার ব'লল, চুলোয় যাক্ তারা, আমার প্রধান সাক্‌রেদ হ'য়ে ও-কথা মুখে আনিস্ না। তারপর কাজের কি হ'ল তাই বল।

গগন সহজ স্বরেই ব'লল, রাতে চোরের মতই কাজ শেষ ক'রতে হ'ল।

সর্দ্দার হাত বাড়িয়ে ব'লল, দে আমার হাতে খাতাটা, প'ড়ে দেখি।

একটা ছোট বাঁধান খাতা সর্দ্দারের হাতে দিয়ে গগন ব'লল, তুই-ই পড়, আমিত আর লেখাপড়া জানি না। ওই অতটুকু খাতায় কত' টাকার কথা লেখা আছে শুনিয়ে দে।

সর্দ্দার একটা একটা ক'রে পাতা ওল্টাতে থাকে। গাছের ওপরে ব'সে খাতাটার দিকে চেয়ে বিশ্বজিৎ মনে মনে হাসে। রণেন আর পরিমল অবাক হ'য়ে যায়—বিশুর বাড়ীর ওই ছোট্ট খাতাটার ওপর এই ডাকাত দলের হঠাৎ দৃষ্টি প'ড়ল কেন? টাকার কথাই বা এখানে আসল' কোথা থেকে? বিশ্বজিৎ কি এ সবের কিছু জানে? সুন্দরবনের মধ্যে আসবার কারণও কি ওই খাতার মধ্যেই ছিল। বিশ্বজিৎকে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার প্রবল ইচ্ছা হ'লেও উপায় ছিল না। এতটুকু শব্দ করবার উপায়ও যে নেই।

খাতাটাকে বেশ ক'রে দেখে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্দ্দার ব'লে উঠল, কোন লাভ হ'ল না রে গগ্না। ছোঁড়াটা বেশ চালাক দেখ্ছি, পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছে।

মাথা চুল্কে গগন ব'লল, আলমারীটায় এই খাতাটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সর্দ্দার।

গম্ভীর মুখে সর্দ্দার ব'লল, থাকবার কথাও নয়। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে সে ব'লে উঠল, আমার সমস্ত ইচ্ছা নষ্ট ক'রে দেবে সামান্য একটা ছোঁড়া ? না, তা হবে না, গুপ্তধন আমার চাই-ই।

দলের সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠল, নিশ্চয়ই চাই, ছোঁড়াটাকে পেলে এখনি গুলী ক'রব।

সর্দ্দার একটু হেঁসে ব'লল, দরকার না হ'লেও লোককে হত্যা ক'রতে হরিহর সর্দ্দার কখনও ইতস্তত করে না।

গগন ব'লল, গঙ্গাসাগরের স্নান সেরে এতদিন হয়ত' তারা ক'লকাতায় ফিরে গেছে ! ওখানে গিয়ে গোপনে ছোঁড়াটাকে ধ'রে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে পাতাগুলো আদায় করা যায় না কি ?

সর্দ্দার মাথা নেড়ে ব'লল, সে সহজও নয়, সম্ভবও নয়। সে মাথা নীচু ক'রে চিন্তা ক'রতে থাকে।

সৃষ্টি এতক্ষণে কথা ব'লল, পাতাগুলো সে যখন ছিঁড়ে নিয়েছে তখন নিশ্চয়ই সে নিজেই আসবে গুপ্তধনের সন্ধানে। গঙ্গাসাগরের স্নান সেরে সে বোধহয় বাড়ী ফিরে যাবে না। চারদিকে পাহারা বসিয়ে দাও, হয়ত' এতদিনে তারা এসে গেছে।

সর্দ্দার মুখ তুলে ব'লল. ঠিক কথা। এখানেই শুদেব ধরা সহজ হবে। এখান থেকে ওরা যেন বাড়ী ফিরে না যেতে পারে, খাতার পাতাগুলো আমাদের চাই-ই।

একটু চুপ ক'রে থেকে সৃষ্টি ব'লল, আজকালকার ছেলেরা ধর্ম্ম ক'রতে কোথাও যায় না। গুপ্তধনের সন্ধান নেওয়াই বোধ হয় এই গঙ্গাসাগরে আসার উদ্দেশ্য! কোন শত্রুর কথা মনে ক'রেই ত' সে খাতার পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছে— এও বোধ হয় তেমনি তাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।

সর্দ্দার ব'লে উঠল, ঠিক বলেছিস সৃষ্টে, তোর বুদ্ধিটা যদি আমার হতরে।

সৃষ্টি হেসে ব'লল, তা'হলে কি করতে সর্দ্দার ?

সর্দ্দার ব'লল এ আবার এক অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে ব'স্লি। চুলোয় যাক্, কিছুদিন চুপ ক'রে থাকতেই হবে।

গগন ব'লল, বিষ্টুর কাছ থেকেও আমরা কিছু খবর পাব, পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে সে সাগরে গেছে কিছু উপায়ের লোভে।

জয়রাম হেসে ব'লল ছাই মেখে সাধু সাজায় তাদের যা মানিয়েছে! দেখে হেসে আর বাঁচিনে।

সৃষ্টি ব'লল, আজই ত' তাদের আসার কথা ছিল।

কিছুক্ষণ পরেই গাছের ফাঁক দিয়ে দু'তিনটে মশাল দেখা গেল। বোধ হয় বিষ্টুরা আসছে। হয়ত' ওরা বিশ্বজিতের খবর দিতে পারবে।

জয়রাম সেদিকে চেয়ে থেকে ব'লল, টাকার কথায় মনটা চন্ চন্ ক'রছে সর্দ্দার। এখনি একটা বাড়ী কিনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তার পিঠ চাপ্‌ড়ে সর্দ্দার ব'লল, সবই হবেরে জয়রাম, সবই হবে। ক'লকাতার বাবুদের মতই আমরাও বাড়ী গাড়ী নিয়ে আরাম ক'রে থাকব'। কত লোক আমাদের খোসামোদ ক'রবে—টাকা থাকলেই মহৎ হওয়া যায়, বুঝলি !

ততক্ষণে আলোগুলো কাছে এসে পড়ে। সৃষ্টি বোধ করি সেদিকেই চেয়েছিল, সর্দ্দারের মুখের দিকে চেয়ে এবার সে ব'লল, বিষ্টুই আসছে, হয়ত' নূতন খবর পাওয়া যেতে পারে।

বিষ্টুর দল সর্দ্দারের কাছে এসে ব'সল, তখনও তাদের গায়ে-মুখে ছাই মাখা র'য়েছে।

গগন তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা ক'রল, সন্ন্যেসী ঠাকুর, সাগরের খবর কি ?

মুচ্‌কি হেসে বিষ্টু উত্তর ক'রল, সুবিধের নয়। বন্দুকধারী ছোঁড়া ক'টা এসেছিল স্নানে, তাদের জ্বালাতেই চুরি করা গেল না।

সর্দ্দার উৎসাহিত হ'য়ে ব'লল, সেই ছোঁড়াগুলোর সন্ধানই ত' চাইরে।

বিষ্টু অবাক হ'য়ে সর্দ্দারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সর্দ্দার সে-চাহনির অর্থ বুঝে সব কথা তাকে খুলেই বলে। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লল, সে-টাকা পেলে আর ডাকাতি না ক'রেও অন্য উপায়ে মানুষের রক্ত শুষে নিতে পারব'।

গামছা দিয়ে হাত-মুখের ছাই মুছতে মুছতে সৃষ্টি ব'লল, ডাকাতি না ক'রে কি পারবি সর্দ্দার! টাকা হলেও অভ্যেস তোকে ছাড়বে কেন ?

সর্দ্দার হো হো ক'রে হেসে ব'লল, তা' যা' ব'লেছিস।

একটু গম্ভীর হ'য়ে বিষ্টু ব'লল, আমার মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের আমি মাপ করি না সর্দ্দার। তাদের সন্ধান আমি জানি, তারা আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই এসে প'ড়েছে।

আনন্দে বিষ্টুর একটা হাত চেপে ধ'রে সর্দ্দার ব'লল, 'সাবাস্ বিষ্টে, তোকে বকশিস্ দেব'।

মাথা নেড়ে বিষ্টু উত্তর দিল, বকশিস্ নয় সর্দ্দার, ওই ছোঁড়া তিনটের মাথা আমি চাই। আমার কাজে বাধা দেয়—এত' বড় সাহস?

সৃষ্টি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এবার ব'লল্, অত' চটাচটি ক'রোনা ভায়া! ছোঁড়া তিনটের সাহস আছে, শক্তিও আছে আর তার ওপর হাতে আছে বন্দুক—অতএব এত' চটপট মাথা ওদের কাটা যাবে না। সে কাজ ক'রতে হ'লে আমাদের অনেক মাথা ঘামাতে হবে।

একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বিষ্টু ব'লল, এই বনের মধ্যে তারা এসেছে, এখানে আমাদের রাজত্ব—এখান থেকে কিছুতেই তাদের পালাতে দেওয়া হবে না।

জয়রাম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল, এইরে, এসে গেছে? তবে ওরাই সব টাকা নিয়ে যাবে নাকি?

সর্দ্দারও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ চল্, ওদের খুঁজে বের ক'রতেই হবে। হঠাৎ কিছু ক'রতে গেলে আমাদের দু'পাঁচজনকে ম'রতে হবে—তাই হাঙ্গামা না করাই ভাল। তারপর সৃষ্টির দিকে ফিরে সে ব'লল, একটা মতলব বার কর বাপু—দলের লোক ক্ষয় ক'রতে আমি চাই না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দস্যুর দল গাছের আড়ালে চ'লে যায়। এই বনেরই আশে পাশের কোন গ্রামে হয়ত' তারা থাকে—সেখানে হয়ত' তারা নিতান্তই ভালমানুষ। এই বনের মধ্যে, অন্ধকারের আড়ালে তাদের নিজেদের মূর্ত্তি সমস্ত মুখোস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। এখানে তারা সবাই একদলের, কারও কাছ থেকে কারও কিছু লুকোবার নেই।

ঘণ্টা দুই পরেই দিনের আলো দেখা দিল। বনের ভেতরেও ভোরের এই আলোয় অনেক কিছু দেখা যায়। গাছ থেকে নামতে নামতে বিশ্বজিৎ ব'লল, কাল রাতে তাঁবুতে ফিরতে না পেরে ভালই হ'য়েছে—বনের পশুর থেকেও হিংস্র একদল মানুষের সন্ধান আমরা পেলুল, এখন থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

গাছের আরও খানিকটা ওপরে উঠে গিয়ে রণেন তখন চারদিকে চেয়ে দেখছিল, হঠাৎ সে কলকণ্ঠে ব'লে উঠল, আরে তাঁবুর কাছেই ত' আমরা আছি, নাম তাড়াতাড়ি—আর ভুল হবে না।

পরিমল ব'লল, ভাগ্যে ওদের দল এদিক দিয়ে যায়নি।

শেষ ডালটা ধরে ঝুলে প'ড়ে বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, তুমি কি ভেবেছ আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব? অসম্ভব বন্ধু, এ বনের অনেকদূর পর্য্যন্ত ওদের রাজত্ব। ওদেরই দেশে এসে ওদের ফাঁকী দেবে কেমন ক'রে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই গাছ থেকে নেমে পড়ে।

হাত দু'টো একটু ঘ'সে রণেন ব'লল, ব্যাপারটা এবার খুলে বলত' বিশু। এই সুন্দরবনে আসার মধ্যে তোমার যে আবার গোপন উদ্দেশ্য ছিল তা' ত' আমাদের বলনি।

পথ চ'লতে চ'লতে বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, বিশ্রাম আর পেটে কিছু না দিয়ে কোন কথা বলা এখন সম্ভব নয়।

আর কোন কথা না ব'লে তারা ধীরে ধীরে তাঁবুর দিকে এগিয়ে চলে। ভোরের বাতাসে তাদের দেহমন একটু একটু ক'রে চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে।

তিন

সেদিন আর হাঁটা হবে না স্থির হয়। ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে তারা তাঁবুটাকে এমন ভাবে ঘিরে ফেলে যাতে হঠাৎ দেখে সেটাকে চেনা না যায়।

আহারাদির পর কাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে পরিমল ব'লল, এবার ব্যাপারটা পরিস্কার ক'রে বল ত' বন্ধু। আমাদের ফাঁকী দিয়ে এতবড় কথাটা গোপন ক'রেই বা রেখেছিলে কেন?

মৃদু হেসে বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, ফাঁকী দেবার ইচ্ছে আমারও ছিল না। সহরে থাকতে কিছুই না বলার কারণ ডাকাতদলের কথা থেকেই হয়ত' বুঝতে পেরেছ। এদের কথা ভেবেই আজ পর্য্যন্ত আমি আগুন জ্বালাতে দেইনি। কিন্তু আমাদের শত্রুরা যে অনেক-খানি বনেও রাজত্ব করে তা আমি ভাবতে পারিনি। একটু থেমে সে তার ঝুলির ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের ক'রে রণেনের হাতে দিয়ে ব'লল, আর লাঠিতে বড় বিশেষ কাজ হবে না বন্ধু, এটা নাও—কাজে লাগতে পারে।

পিস্তলটা কোমরে আট্‌কে নিয়ে রণেন জিজ্ঞাসা ক'রল, খাতাটা কিসের বিশু?

বিশ্বজিৎ পা' দু'টো ছড়িয়ে দিয়ে ব'লল, বাবা মারা যাবার সময় অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে ওই খাতাটাও আমায় দিয়ে যান। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ওই খাতাটার কথাই কেবল ব'লেছিলেন। কোন্ এক বুড়ো ডাকাতের শেষ সময়ে বাবা নাকি তার বিশেষ উপকার ক'রেছিলেন। কৃতজ্ঞ লোকটা ম'রবার সময় বাবাকে যা' ব'লেছিল

তাই তিনি লিখে রেখেছিলেন ওই খাতায়। কোন এক বিরাট জমিদার সমস্ত পরিবারের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হ'য়ে যান। তারই সমস্ত সম্পত্তি লুকানো আছে এই বনের মধ্যে। বুড়ো ডাকাত তার অনেক নিমক খেয়েছে ব'লেই কোনদিন সে-সম্পদে হাত দেয়-নি। সব কথাই লেখা আছে ওই খাতায আর সেই সঙ্গে দেওয়া আছে গুপ্তস্থানে পৌছবার নক্সা।

রণেন ব'লে উঠল, স্থন্দরবনে আসার উত্তেজনা এবার আরও বেড়ে উঠ্‌ছে। একদিকে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু, অন্যদিকে দস্যুদল আর তারই মাঝ দিয়ে পথ ক'রে পৌছতে হবে আমাদের ঠিকানায়। যুদ্ধ লেগেছে ব'ললেও চলে এবার।

শান্তস্বরে ধীরে ধীরে বিশ্বজিৎ ব'লল, সেই বুড়ো ডাকাতের বংশধরেরা আজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, তারা পথ রোধ ক'রতে চায়—বিষ্টু চায আমাদের মাথা। যুদ্ধ যদি আরম্ভই হয় ত' ফলাফল কি হবে কে জানে!

দৃঢ়তার সঙ্গে পরিমল ব'লল, পরাজিত হ'লে চ'লবে না। এযুদ্ধের মধ্যে ভবিষ্যতের অনেক কিছুই নির্ভর ক'রছে। দস্যুদলের হাতে এ অর্থ প'ড়লে সমাজের সর্ব্বনাশ হবে।

বিশ্বজিৎ ব'লল, বোধ হয় এই দস্যুদলকে দিয়েই এদিকের জমিদাররা প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন করায়। এদের জব্দ ক'রতে পারলে সব দিক দিয়েই আমাদের জয় হয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনটা কেটে যায়। আবার রাত। সহরেও যা এখানেও তাই। পৃথিবীটা বৈচিত্র্যহীন, ওরই ভেতর থেকে বৈচিত্র্য খুঁজে নিতে হয় সেই মানুষকে যে একঘেঁয়েমীর মধ্যে বাঁচতে চায় না। পুরাতনকে ছাড়িয়ে যাওয়াই নূতন মানুষের স্বভাব।

মনটাই ত' আসল, যতদিন সেটা টাট্‌কা থাকবে ততদিন সে পুরাতনকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেই। স্থবির মন কোন কিছু আঁকড়ে থাকতে চায়, তাই বুড়ো বয়েসেই মানুষের বাঁচবার ইচ্ছে হয় বেশী। নবীনের বাঁচবার ইচ্ছেও আছে মরবার ভয়ও নেই। তাই সে বনের অন্ধকারেও ভাবনাহীনের মতই অজানার হাতছানি দেখবার জন্যে চোখ মেলে ব'সে থাকে। ডোরাকাটা বাঘ, কালো বাঘ, ফণাধারী সাপ দেখে তাদের ভয় হয় না, জাগে চাঞ্চল্য—পায় নূতন রোমাঞ্চের সন্ধান। কিন্তু সেদিন কোন জানোয়ারই তারা দেখতে পেল না। পালা ক'রে রাত জাগা বোধ হয় বৃথাই গেল।

পরদিন ভোরেই তারা বেরিয়ে পড়ে। যে কাজে তারা এসেছে তা' শেষ ক'রতেই হবে। ভয় তাদের নেই। এমনি দিন কয়েক হাঁটার পর তারা পৌছবে তাদের ঠিকানায়। পথের বিপদ হয়ত' তারই মধ্যে তাদের সমাধি রচনা ক'রবে।

সেই খাতার পাতা ক'টা বিশ্বজিতের প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে। সঙ্গের নক্সা আর দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র দেখে সে পথ ঠিক ক'রে নিচ্ছিল। অনেকদূর সোজা চ'লে এসে সে ডান দিকে মোড় ফিরল। হিসেব ক'রে চলার কথা যেন আর কারও মনে নেই। সহরের হিসেব বনের মধ্যে চলেও না।

আরও ঘণ্টা দুই কেটে যায় পথে পথে। সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। বিশ্রাম ও আহার না ক'রে আর পথ চলা অসম্ভব।

একটা ঝোপের কাছে এসে বিশ্বজিৎ ব'লল, এখানেই আজকের মত আস্তানা করা যাক। আর পথ চলার আগে পথটাকে ঠিক ক'রে নিতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবু খাটান হ'য়ে গেল। পরিমল আহার

জোগাবার নেতা। সুবিধে পেলেই ষ্টোভ জ্বালিয়ে ব'সতে সে এতটুকুও দেরি করে না। রণেনেরও একাজে উৎসাহ যথেষ্ট। পরিমলকে সে সাহায্য করে—বিশ্বজিৎ শুধু মজা ক'রে আহারের সময় ভাগ বসায়।

আহারাদির পর পরামর্শ সভা বসে। বিশ্বজিৎ নক্সাটা সামনে রেখে ব'লল, আর কিছুটা গেলেই একটা খাল পাওয়া যাবে। খালটা ভেলায় ক'রে পার হ'লে তিন-চারদিনের পথ কম হাঁটতে হয়।

পরিমল তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ভেলা-ই ভাল, এমনি ক'রে হাঁটতে হ'লে পা' দু'টোতে আর কিছু থাকবে না বোধ হয়।

নক্সাটা ভাল ক'রে দেখে রণেন ব'লল, পায়ের কথা মনে ক'রলে অবশ্য ভেলা-ই পছন্দ ক'রতে হয়। কিন্তু তার অন্য বিপদও ত' আছে।

পরিমল জিজ্ঞাসু মুখ তুলে তার দিকে চাইল।

বিশ্বজিৎ সোজা পরিমলের মুখের দিকে চেয়ে ব'লল, ভেলায় ক'রে গেলে অতি সহজেই আমরা দস্যুদের চোখে প'ড়ে যাব ; অথচ তিন-চার দিনের হাঁটাও এতে বেঁচে যায়, পা' দু'টোও একটু বিশ্রাম পায়।

চিন্তিত ভাবে পরিমল ব'লল, কিন্তু এত' তাড়াতাড়ি ওদের চোখে পড়া কি ভাল হবে!

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, ওদের লুকিয়েই বা থাকবে কতদিন ?

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত করেই রণেন ব'লল, ওদের চোখে যখন ধুলো দেওয়া যাবেই না তখন চিন্তার আর কি আছে। আজ থেকেই ভেলা তৈরীর কাজ আরম্ভ করা যাক্। ওদের চোখে পড়ার মধ্যেও বেশ রোমাঞ্চ আছে।

নক্সাটা গুটিয়ে রেখে বিশ্বজিৎ ব'লল, কাজে আমাদের খুব বেশী

সময়ও যাবে না। আসবার সময় যে রবারের থলিগুলো নিয়ে এসেছি সেগুলোর সঙ্গে রবারের বিছানা আর কিছু কাঠ দিয়ে অনায়াসে ভেলা তৈরী করা যাবে।

রণেন লাফিয়ে উঠে ব'লল, একেবারে. প্রস্তুত যে! তারপর বক্তৃতার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে ক'লল, আমি তোমাকে অভিনন্দন করি। এমন ভাবে পথ ঘাট বেঁধে যখন এসেছ তখন নিশ্চয় তোমার জয় হবে।

তাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, বক্তৃতা থামিয়ে আপাততত থলেগুলোতে বাতাস ভরবার ব্যবস্থা কর। থলের নলগুলো যেন ছিঁড়ে ফেল না, একটু সাবধান হ'য়েই কাজ ক'রো।

পরিমল আর রণেনকে কাজের ভার দিয়ে বিশ্বজিৎ কাঠের সন্ধানে যায়। করাতের সাহায্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই কতকগুলো মোটা মোটা ডাল সে কেটে ফেলে। এ গুলো দিয়েই তারা ভেলা তৈরী ক'রে সুন্দরবনের কুমীরে ভরা খালে ভাসবে। ভয় তাদের নেই বটে কিন্তু তাই ব'লে জলের এই বিশ্রী চেহারার প্রাণীগুলোকে নিতান্ত অবজ্ঞা ক'রতে চায় না।

রণেন ও পরিমলও তাদের কাজ শেষ ক'রে ফেলেছে। যাবার জন্যে তারা যেন প্রস্তুত। বিশ্বজিৎ ফিরে এসে বিছানাটায় টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ব'লল, কোথায় যাবে এখন? শুয়ে পড় সব।

রণেনও তার দেখাদেখি শুয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে ব'লতে লাগল, তবে তোমরাই যাও বন্ধু। শুয়ে থাকার মধ্যে যখন এত' আনন্দ তখন কি হবে হেঁটে? প্রাণটা যখন পৃথিবীতে থাকতে চায় তখন কেন আর বাঘ-কুমীরের মুখে যাওয়া? ঘুমের দেশেই যদি তোমাদের মন না টেঁকে তবে তোমাদের মনগুলো থাকার

দরকারই বা কি ?

নিতান্ত হতাশার ভাব দেখিয়ে পরিমল ব'লল, তবে তাই হোক, তোমরা ঘুমোও। কাজ ক'রে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়েছি, ক্ষিধেও পেয়েছে—অতএব হে ষ্টোভ, আর একবার জ্ব'লে উঠে তুমি আমার পেটের আগুন নিভিয়ে দাও। আর কারও দিকে না তাকিয়ে সে ষ্টোভ জ্বালিয়ে মহা কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

তার দিকে পাশ ফিরে রণেন ব'লল, শুয়ে থেকে খেতে যা আরাম, কি ব'লব পরি!

কাজ ক'রতে ক'রতেই পরিমল ব'লল, আমি এখন এ জগতে নেই। ধ্যানস্থ হ'য়ে প্রার্থনা ক'রলে বুড়ো শিবের মত বর দিতে পারি।

রণেন চোখ বুঁজে উত্তর ক'রল, বেশ, তাতেই রাজি।

এমনি ঠাট্টা তামাসার ভেতর দিয়ে সমস্ত দিনটা কেটে যায়। রাত্রি এসে তার স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়ে দেয় ধরণীতে। লোকালয়ের মানুষ নিজ নিজ শয্যায় আশ্রয় নেয়। যারা আশ্রয়হীন, যারা পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তারাও শ্রান্তভাবে পথের পাশেই ক্লান্ত দেহ লুটিয়ে দেয়। কিন্তু বনের মধ্যে এই রাত্রিই ভয়ঙ্কর! যে মানুষ এ সময় বনে থাকে তার ঘুম হয় না, সজাগ হ'য়ে তাকে ব'সে থাকতে হয়। বনের হিংস্রতা প্রকাশ হয় রাতের অন্ধকারে।

বিশ্বজিৎ ব'লল, আজ আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে। খালের অতি নিকটে আমরা আছি। দুর্ব্বল তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণীদের খাবার জন্যে শক্তিশালী প্রাণীরা ওখানে ওৎ পেতে ব'সে থাকে। আজ দু'একটা ভীষণ লড়াই দেখার সৌভাগ্যও আমাদের হ'তে পারে।

রণেন সোৎসাহে উঠে ব'সে ব'লল, বহুত আচ্ছা; এ সব অভিজ্ঞতাই

যদি না হ'ল তবে বনের মধ্যে এসেছি কেন ?

রাইফেলটা আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে শান্তস্বরে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমাদের তাঁবুও আজ আক্রান্ত হওয়া সম্ভব।

সম্ভাবনার ভীষণতার ছবি সকলের চোখেই ফুটে উঠেছিল। আর কেউ কোন কথা না ব'লে বেশ গম্ভীর হ'য়েই রইল। একটার পর একটা ছবি বোধহয় তখন তাদের মনের মধ্যে ভেসে উঠ্ছে।

রাত বেড়ে চলেছে। পরদিন ভোর থেকেই আবার যাত্রা স্বরু হবে। কিন্তু আজ রাতে ওরা কেউ ঘুমোতে রাজি নয়। তাঁবু থেকে খালের একটা দিক দেখা যায়। ওরা সেদিকে চেয়েই ব'সে রইল। খালের ধারের একটা গাছে উঠে ব'সে থাকবার প্রস্তাব ক'রেছিল রণেন কিন্তু এমনি জায়গায় গাছে উঠে থাকা নিরাপদ নয়, বিশেষ ক'রে তাঁবু পাহারা দেওয়া চাই ব'লে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

রাত বোধহয় তখন দু'টো। হঠাৎ একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা গেল। সমস্ত বনটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল।

চাঁদের স্পষ্ট আলোয় খালের ধারটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। এক দিক দেখিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, একটু অস্বাভাবিক লড়াই, বাঘের সঙ্গে কুমীরের। এমন বড় একটা শোনা যায় না।

পরিমল ব'লল, পাশে কি যেন একটা প'ড়ে আছে, বোধহয় ওটা নিয়েই লড়াই।

খগেন ভাল ক'রে চেয়ে দেখে ব'লল, হুঁ, ওটা একটা হরিণ। বাঘটাই বোধহয় শিকার ক'রেছিল কিন্তু অস্বাভাবিক রকম সাহসী ওই কুমীরটার তা' সহ্য হয়নি—বাঘ-ই বা তার ন্যায্য অধিকার ছাড়বে কেন, স্নতরাং লড়াই !

দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, ন্যায্য বা অন্যায্য কোন অধিকারে হাত দিলেই বাঘ সহ্য করে না।

পরিমল ব'লল, শক্তিমানের স্বভাব-ই তাই।

ও দিকে যুদ্ধ তখন ঘোরতর অবস্থায় পৌঁচেছে। কুমীরটা চায় বাঘকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে আর বাঘ চায় তাকে পিষে ফেলতে। কুমীরের শক্ত চাম্‌ড়া বর্ম্মের কাজ ক'রছিল ব'লে বাঘটা প'ড়েছিল অসুবিধায়। কিন্তু শত অসুবিধা সত্ত্বেও বাঘ ভয়ঙ্করই থেকে যায়। তার গর্জ্জনে আর দাপটে সমস্ত বনটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। সেখানে যাবার সাহস বোধহয় তখন আর কোন প্রাণীরই ছিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে থেকেই রণেন ব'লল, চমৎকার লাগছে। প্রতি রাতই যদি এমনি আনন্দের ভেতর দিয়ে কাটে তবে পথশ্রমের সমস্ত কষ্টই ভুলে যেতে পারি।

পরিমল তাকে একটা ঠেলা দিয়ে ব'লল, অদ্ভুত সখ দেখ্‌ছি। সমস্ত বন এদিকে ভয়ে চুপ হ'য়ে গেছে। দেব-দৈত্যের লড়াই শুনেছি ভয়ঙ্কর হ'য়েছিল, সেটা দেখা থাকলে আজ তুলনা করা যেত'।

রাইফেল তুলে ধ'রে বিশ্বজিৎ ব'লল, তোমারটাও প্রস্তুত কর পরিমল। আমি কুমীরটাকে দেখ্‌ছি, তুমি বাঘটাকে দেখ। ঠিক এক সঙ্গে গুলী ছুঁড়তে হবে।

রণেন বাধা দেবার চেষ্টা ক'রে ব'লল, আরও একটু চলুক না।

উত্তরে বিশ্বজিৎ ব'লল; না, ওরা দু'জনেই বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে। আর এ-দৃশ্য বেশীক্ষণ চোখের সামনে না রাখাই ভাল।

বিস্মিত হ'য়ে রণেন জিজ্ঞাসা ক'রল, কেন?

লক্ষ্য ঠিক ক'রতে ক'রতেই বিশ্বজিৎ ব'লল, এ-দৃশ্য আমাদের দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয় যেন হিন্দু-মুসলমানে কয়েকটা তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ক'রে ম'রছে। প্রস্তুত হ'য়েছ পরিমল ?

পরিমল শুধু ব'লল, হুঁ।

এক, দুই তিন। সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেল দু'টো গর্জ্জে ওঠে, আর সেই সঙ্গেই একটা কান ফাটানো চীৎকার যেন সমস্ত শব্দকে ডুবিয়ে দেয়। একটু পরে সেদিকে চেয়ে তারা আর কিছুই দেখতে পেল না। যারা এতক্ষণ হানাহানি ক'রছিল তারা যেন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। বাস্তবে যেন কিছুই ঘটেনি—সবটাই স্বপ্ন।

বিশ্বজিৎ মাথা নেড়ে ব'লল, স্বার্থের জন্যে এখন আর হানাহানি নেই, সব শান্ত হ'য়ে গেছে—তৃতীয় পক্ষের হুম্‌কি এমনি ভয়ের !

পরিমল ব'লল, স্বার্থের জন্যে যারা লড়াই বাঁচিয়ে রাখে তাদের অবস্থা এ রকমই হয়। প্রাণটাই তাদের কাছে বড় হ'য়ে পড়ে, সম্মান ব'লে কিছু তাদের নেই।

বিশ্বজিৎ রাইফেলটা নামিয়ে রেখে ব'লল, সবাই যতদিন আলাদা হ'য়ে থাকবে ততদিন-ই স্বার্থের লড়াই চ'লবে। সবাই মিলে এক না হ'তে পারলে আর শান্তি নেই।

রাইফেলটা পাশে রেখে পরিমল ব'লল, কাল সকালে ওই দুই ভদ্রলোকের খোঁজ করা যাবে। গুলী খেয়ে দু'জনে গেল কোথায় ?

মাথা নেড়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, না, খোঁজ নেবার সময় হবে না। কাল খুব ভোরেই আমরা বেরিয়ে প'ড়ব। মৃত্যুর হাত থেকে যদি ওরা বেঁচেই থাকে ত' দুঃখ ক'রব না।

ক্ষুণ্ন হ'য়ে পরিমল ব'লল, এত' বড় দু'টো শিকার এত' সহজে

ছেড়ে যেতে হবে !

রণেন তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে ব'লল, নিশ্চয়ই। শিকার আর ষ্টোভ ছাড়া কি কিছুই জান না বন্ধু ?

চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল খালের জলের দিকে চেয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, মানুষের প্রয়োজনেই শিকার ছেড়ে যেতে হবে। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী চাষী-মজুর আজ ধনীদের শিকার হ'য়ে আছে—অত্যাচারে অত্যাচারে এদের রক্ত শেষ হ'য়ে গেল। হাতের সামনে যখন অজস্র অর্থ এসে গেছে তখন তাই নিয়ে আমরা এই নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ফিরে যাব, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে অত্যাচার বন্ধ ক'রব। এই দেশটা সবার—সমস্ত সম্পদে সবার সমান অধিকাব। এস আজ আমরা শপথ গ্রহণ করি।

তিনটে হাত এক সঙ্গে মিলিত হ'ল। তিন জনে এক সঙ্গে ব'লে উঠল, জনসাধারণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা প্রাণ দেব ; বিশ্বের মানুষ এক—সবাই সবার ভাই। গোটা পৃথিবীটা এক এবং অখণ্ড।

*

* *

পরদিন ভোরেই তারা ভেলা নিয়ে খালে ভেসে প'ড়ল। খালটা চওড়া নিতান্ত মন্দ নয়। দাঁড় টানতে টানতে বিশ্বজিৎ ব'লল, প্রস্তুত হ'য়ে থেক' পরিমল, কুমীরগুলোর চেহারার মতই বুদ্ধি। যে কোন সময়েই ভেলা উল্টে দেবার চেষ্টা ক'রতে পারে।

রণেনও একটা দাঁড় নিয়ে ব'সে গিয়েছিল। তার দৃষ্টি ছিল খালের দু'পাড়ের দিকে। শত্রুপক্ষের লোক দেখবার জন্যে সে চিন্তিত ছিল না। সে দেখছিল বনের সৌন্দর্য্য। 'ভয়াবহ বস্তুর আকর্ষণ-ই

বেশী। বাঘের গায়ের ডোরা দেখে যেমন তার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়, বনের গভীরতা দেখেও তেমনি মন সেদিকে শ্রদ্ধায় চেয়ে থাকে। মানুষের মনটা বড় অদ্ভুত!

ভেলাটা সোজা ওপাড়ের দিকে বেয়ে চলেছিল তারা। খালের মধ্যে যে অনেক যমদূত র'য়েছে তা' তারা জানে। ভেলা খানিকটা এগিয়ে যাওয়া মাত্র খালের দু'পাড়ের ঝোপ থেকে তেমনি কতকগুলো দূত জলে নেমে এল। এদের বড় রকম একটা শিকার ব'লেই বোধ হয় তারা মনে ক'রেছে।

হঠাৎ প্রায় রণেনের কাছেই একটা ভেসে উঠল। পরিমল প্রস্তুতই ছিল, মুহূর্ত্তেই তার হাতের রাইফেল গর্জ্জে ওঠে—সমস্ত জলটা তোলপাড় ক'রতে থাকে সেই বিরাট জন্তুটা। মনে হয় জলের ভেতরে কি যেন ক্রুদ্ধ হ'য়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পরিমল সেইদিকে চেয়ে থেকে ব'লল, এবার কতকটা নিশ্চিন্ত। আর বোধ হয় এরা শীগ্‌গীর আমাদের ঘাঁটাবে না।

মৃদু হেসে বিশ্বজিৎ ব'লল, তবেই এদের চিনেছ বন্ধু! একটু অপেক্ষা ক'রলেই টের পাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটা কুমীর ভেসে উঠল রণেনের কাছেই। দাঁড় দিয়ে সেটাকে জোরে খোঁচা দিয়ে রণেন ব'লল, আচ্ছা বিপদ ত'—যতসব কি আমারই কাছে!

• জোরে হেসে উঠে বিশ্বজিৎ ব'লল, রোমাঞ্চটা তুমিই একটু বেশী পছন্দ কর ব'লেই ওরা বোধহয় তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে।

জলের দিকে চেয়ে থেকেই মাথা নেড়ে রণেন ব'লল, তা' নয়, ওরা বুঝে নিয়েছে যে আমার কাছে ফুটুস্‌ বন্দুক নেই—শুঁতো ওদের কেঠো চামড়ায় লাগেও না।

খালটা পার হ'তে পরিমলকে আরও দু'বার গুলী ছুঁড়তে হয়। দু'বারই জলটা তোলপাড় হ'য়ে ওঠে কিন্তু প্রাণী দু'টোর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

ওপারে নেমে ভেলাটাকে তুলে রবারের থলে আর বিছানাগুলো খুলে নিয়ে আবার তারা হাঁটা পথে রওনা হয়। খালের ওপর থাকার সময় ডাকাতের দল যদি তাদের না দেখে থাকে তবে আরও দু'একটা দিন তারা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে ব'লেই মনে হয়। দস্যুরা তাদের খুঁজে বের ক'রবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়েছে, বিশ্বজিতের খাতার পাতা ক'টার দিকেই দৃষ্টি ওদের সর্দারের আর বিষ্টুর দৃষ্টি ওদের মাথার ওপর। দু'টোকেই তাদের বাঁচিয়ে চ'লতে হবে। মমে মনে একবার না হেসে পারে না বিশ্বজিৎ।

খালের পাশ দিয়ে ঝোপের আড়ালে আড়ালে তারা অনেকদূর এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রামের প্রয়োজন। একটা বড গাছের তলায় তারা ব'সে পড়ে। বিশ্রামের জন্যে আধ ঘণ্টার বেশী সময় পাওয়া যাবে না, কিছু আহারও সেরে নিতে হবে ওরই মধ্যে। পরিমল ষ্টোভ নিয়ে ব'সে যায়।

হঠাৎ একটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনে তারা চমকে খালের দিকে চেয়ে দেখে—দু'টো গণ্ডার কাদার মধ্যে মনের আনন্দে খেলা ক'রছে। অদ্ভুত প্রাণী এই গণ্ডার! গুলী যে ওকে বিঁধতে পারে তা' ওর চেহারা দেখে বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় না। ভরসা এই যে জানোয়ারটা নিতান্তই একগুঁয়ে, যে পথ ধ'রে একবার দৌড়তে থাকে সে পথ থেকে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াতে পারে না। খজ্ঞাই তার একমাত্র অস্ত্র—তা' দিয়ে সে বাঘের সঙ্গেও লড়াই করে।

পরিমল জিজ্ঞাসা ক'রল, কিহে, স'রে যেতে হবে নাকি?

বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, না, ওদের এদিকে নজর দেবার সময় নেই। আমরাও ত' বড় বেশীক্ষণ থাকছি না।

আধঘণ্টা পরে আবার তারা পথ ধ'রে এগিয়ে চলে। বনের বিভীষিকা আর তাদের কাছে কিছু নয়, ও যেন এখন জল বাতাসের মতই সহজ হ'য়ে গেছে। প্রথম দিনের মত বাঘের ডাক শুনেই আর উত্তেজনায় বুক কাঁপে না। বুকগুলো বোধহয় পাষাণ হ'য়ে গেছে।

হাতের ঘড়ি দেখে বিশ্বজিৎ ব'লল, একটা বেজে গেছে, আজ আর হাঁটার দরকার নেই। এবার একটা সুবিধামত জায়গা দেখে তাঁবু ফেলা যাক্।

রণেন প্রস্তাব ক'রল, তার চেয়ে চল আজ সমস্ত রাত হেঁটেই কাটিয়ে দি। রাত্রে হাঁটার সাহস কি কোনদিন-ই আমাদের হবে না?

সামনেব দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বিশ্বজিৎ ব'লল, দরকার হলে হবে বই কি! কিন্তু অযথা সাহস দেখিয়ে লাভ-ই বা কি?

হঠাৎ মানুষের চীৎকার শুনে তারা চ'মকে ওঠে। কোন মানুষ যেন অত্যন্ত বিপদে প'ড়ে সাহায্য চাইছে। এই গভীর অরণ্যে বিপদগ্রস্থ মানুষ! শব্দ লক্ষ্য ক'রে তারা ছুটে চ'লল। বেশীদূর যেতেও হ'লনা—একটা গাছের তলায় একজন লোক হাত-মুখ বাঁধা প'ড়ে আছে। তার পরণেও শিকারীর পোষাক—জামাটা প্রায় ছিঁড়ে গেছে।

তাদের তিনজনকে দেখেই সে অত্যন্ত সাগ্রহে হাত নেড়ে কাছে ডেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রল, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল ব'লেই হয়ত' আবার পড়ে গেল।

বিশ্বজিৎ ওষুধের বাক্স খুলে তার পাশে ব'সে প'ড়ে পরিমলকে

ব'লল, তোমরা ততক্ষণ তাঁবুটা টানিয়ে ফেল আর একটা বিছানা পেতে রাখ।

হাত-মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে বিশ্বজিৎ তাকে একটা ওষুধ খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটা উঠে ব'সল। ওদিকে বিছানাও প্রস্তুত। বিশ্বজিৎ তাকে হাত ধ'রে তুলে ব'লল, হেঁটে যেতে পারবেন ত'?

লোকটী মাথা নেড়ে ব'লল, খু-ব, যা ওষুধ দিয়েছেন ওতে বোধ হয় মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। তা' হঠাৎ আক্রমণ ক'রলে ব'লেই না কিছু ব'লতে পারলুম না, নইলে হাতে বন্দুক থাকতে কি কেউ হাত মুখ বাঁধতে পারে!

তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, আপনি দুর্ব্বল, আর কথা বলবেন না। পরে আপনার সব কথা শুনব'।

সে কিন্তু তাতে রাজী নয়, হাত মুখ নেড়ে ব'লল, কে ব'ললে আমি দুর্ব্বল? আপনারা কারা, কোথা থেকে এসেছেন, কোথায়ই বা যাবেন তার কিছুই জানি না বটে তবু যেখানেই যান আজ এই মুহূর্ত্তেও আপনাদের সঙ্গে সেখানে যাবার মত শক্তি আমার আছে।

রণেন বাহবা দিয়ে ব'লল, এইত' চাই, ভয়ই বা কি আর দুর্ব্বলতাই বা কাকে বলে? ওসব শিকারীদের জন্যে নয়।

রণেনের কথায় উৎসাহিত হ'য়ে লোকটী উঠে ব'সে ব'লল, ঠিক ব'লেছেন, আমরা এসেছি বাঘ মারতে, দুর্ব্বল হ'লে আমাদের কি চলে? একা সুন্দরবনে কেউ কোন দিন শিকার ক'রতে এসেছে শুনেছেন? আমি কিন্তু ভয় পাইনি, হাতে বন্দুক থাকলে আর কথা কি?

বিশ্বজিৎ কিছু না ব'লে শুধু হাসল। তারপর পরিমলকে লক্ষ্য

ক'রে ব'লল, তুমি আমাদের কিছু আহার জোগাও পরি। নূতন অতিথিকে একটু ভাল ক'রেই খাওয়াও। পেট ভ'রে খাবার স্থবিধে ত' আর এখানে বড় নেই।

তার কথার সমর্থন ক'রে একটু হেসে ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে লোকটা ব'লল, কি ব'লব! একদল ডাকাত, তা' চার পাঁচ জন ত' হবেই, হঠাৎ পেছন থেকে আমাকে আক্রমণ ক'রেছিল। কি যে তাদের লাভ হ'য়েছে তা এখনও আমি বুঝিনি—তবে বন্দুকটা গেছে।

বিশ্বজিৎ ব'লল, ভালই হ'য়েছে, ওরা ফেলে রেখে গিয়েছিল বলেই' ত' আমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। আপনার মত অভিজ্ঞ শিকারী সঙ্গে থাকলে আমাদের যথেষ্ট স্থবিধা হবে।

লোকটা দাঁত বের ক'রে হেসে ব'লল, তা' বটে। যা' হোক্ কালই রওনা হবেন ত' ?

বিশ্বজিৎ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৃত্ব হেসে ব'লল, যারা আপনাকে আক্রমণ ক'রেছিল তারা কিন্তু খুব চালাক আর দয়ালু। আমাদের আসার খবর তারা টের পেয়েছিল ব'লেই আপনাকে আমাদের পথে ফেলে রেখে গিয়েছিল যাতে বাঘের পেটে না যেতে হয়।

লোকটা বিশ্বজিতের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জ্বলন্ত ষ্টোভটার দিকে চেয়ে ব'লল, আপনারা এ মন্দ ব্যবস্থা করেননি—শিকার ক'রতে এসেও বাড়ীর আরাম যতদূর সম্ভব বজায় রেখেছেন। আমি কিন্তু ওটা পারি না, আপনাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে এদিক দিয়ে আমার একটা শিক্ষা হ'ল ব'লতে হবে।

উত্তরে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমাদের সঙ্গে পথ চ'লতে চ'লতে আরও তু'চারটে শিক্ষা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

আহার প্রস্তুত। আহার শেষ ক'রতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না।

হাত-মুখ মুছতে মুছতে বিশ্বজিৎ ব'লল, আজ থেকে আমরা চারজন। যে কাজে আমরা চ'লেছি তার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি আমাদের চারজনকেই ক'রতে হবে। তাই যা এতদিন আমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে গোপন ছিল তা' এই নূতন সঙ্গীর কাছেও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তারপর আগন্তুকের দিকে ফিরে সে ব'লল, আজ থেকে আপনি আমাদের একজন হ'লেন, আমাদেরও কিছু গোপন থাকবে না আপনার কাছে—আপনিও কিছু গোপন ক'রবেন না আমাদের। আপনাকে কি নামে ডাকব বলুন ?

লোকটা মাথা নেড়ে ব'লল, এই ত' চাই—বিপদের সময় যে বন্ধুত্ব হয় তার দামই সবচেয়ে বেশী। আমাকে আপনারা বিশ্বাস ক'রেছেন ব'লে আমি সত্যিই সুখী। আমাকে হারাণ ব'লেই ডাকবেন।

বিশ্বজিৎ ব'লল, এখন পর্য্যন্ত এটুকু জেনে রাখুন যে আমরা চ'লেছি গুপ্তধন সন্ধানে। বোধ হয় আমরা এই চারজন ছাড়া পৃথিবীর আর কোন লোক সে গুপ্তধনের কথা জানে না।

একটু ইতস্তত ক'রে হারাণ জিজ্ঞাসা ক'রল, আর কারও জানবার কি কোন সম্ভাবনাই নেই ?

ধীরে ধীরে যেন কি ভেবে বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, নেই বলা বড় শক্ত। তাই আজ রাতেই কর্ত্তব্য স্থির ক'রবার জন্যে আমরা সকলে মিলে পরামর্শ ক'রব।

হারাণ উৎসাহের সঙ্গেই ব'লল, সেই ভাল, পরামর্শ না ক'রে কোন কাজে হাত দেওয়া ঠিক নয়। আমাদের মধ্যে যখন কোন ভেদ নেই তখন প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে।

শান্তস্বরে বিশ্বজিৎ ব'লল, পরামর্শের ভেতর দিয়েই সুনির্দ্দিষ্ট পথের

সন্ধান মেলে।

এ বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখা গেল না। রাত্রের পরামর্শের পরই কার্য্যপদ্ধতি স্থির হবে।

বালিশটাকে বেশ ক'রে আঁকড়ে ধ'রে শুয়ে প'ড়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, তিনটে বাজে। আজ হঠাৎ যেন মাংস খাবার ইচ্ছা হ'চ্ছে। একটু দেখনা তোমরা।

একেবারে সোজা হ'য়ে রণেন ব'লল, তবে শিকারে বেরিয়ে পড়ি আমরা। এখনও আলো আছে, হয়ত' কিছু পাওয়া যেতেও পারে।

বিশ্বজিৎ ব'লল, হ্যাঁ, তোমরা তিনজনেই যাও। একটা রাইফেল নিয়ে গেলেই হয়ত' তোমাদের কাজ হবে। আর আত্মরক্ষার জন্যে একটা পিস্তল ত' দিয়েছিই।

জামার ভেতরে লুকনো একটা ছোট্ট পিস্তল বের ক'রে হারাণ ব'লল, আর এটাও রইল সঙ্গে। চমৎকার জিনিষ, ডাকাতদের চোখকেও ফাঁকী দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ নিতান্ত শ্রান্তের মত চুপ ক'রে থাকে। ওরা তিনজন আর কিছুমাত্র দেরি না ক'রে বেরিয়ে পড়ে। তারা বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই বিশ্বজিৎ উঠে ব'সে কোটের সেলাইয়ের খানিকটা খুলে ফেলে খানকয়েক ছোট ছোট কাগজ টেনে বের করে। তারপর থলি খুলে কয়েকটা সাদা কাগজ, একটা মানচিত্র আর কলম নিয়ে সে ব'সে যায়। বহুক্ষণ কেটে যায়, বোধ হয় ঘণ্টা দুই-ই হবে। সাদা কাগজ-গুলোতে সে তখন অনেক কথা লিখেছে, একটা নক্সাও এঁকে ফেলেছে; তারপর ছোট্ট কাগজগুলোকে আর একবার প'ড়ে নিয়ে যেখান থেকে বের ক'রেছিল সেখানেই রেখে কোটটাকে ঠিক আগের মতই সেলাই

ক'রে ফেলে। এবার সে তাঁবুর বাইরে এসে অনেকক্ষণ দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যে হ'তে আর দেরি নেই, চারদিক বেশ অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। তবু কোন দিকে কাকেও দেখা যায় না। খানিকটা ধুলো-বালি সদ্য লেখা কাগজগুলোতে বেশ ক'রে মেখে রুমাল দিয়ে সে ধুলো-বালি পরিস্কার ক'রে ফেলে। তারপর তাঁবুর মধ্যে এসে কাগজগুলোকে ভাঁজ ক'রে রবারের বালিশের ভেতর রেখে দিয়ে সে আপন মনেই মাথা নেড়ে ব'লল, লেখাগুলোকে আর নূতন ব'লে ধরার উপায় নেই। এতেই কাজ চ'লে যাবে। একটু মৃদু হেসে সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। রাজ্যের চিন্তা তখন তার মাথায় ঘুরে বেড়ায়—সমস্ত ঘটনা যেন ছায়াবাজীর মত তার সামনে ঘটে যাচ্ছে। ডাকাতদলকে বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত ক'রতেই হবে। সাম্‌না-সাম্‌নি লড়াইয়ে অতগুলো লোককে জয় করা অসম্ভব—নিতান্ত মূর্খের মত নিছক বীরত্ব দেখাবার জন্যে একদল শক্তিশালী শত্রুর মুখে সে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে চায় না।

কিছু পরেই ওরা ফিরে আসে, একটা মাঝারি গোছের হরিণ ওরা শিকার ক'রেছে।

বিশ্বজিৎ লাফিয়ে উঠে ব'লল, জয় হোক্ তোমাদের, এই না হ'লে শিকারী! ব'সে যাও পরিমল ছুরী আর ষ্টোভ নিয়ে।

রণেন ব'সে প'ড়ে ব'লল, আমাদের এতে কোন বাহাদুরী নেই। আমাদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে উনি একাই এগিয়ে যান রাইফেল হাতে। ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে আসেন হরিণটা নিয়ে। সবটাই ওঁর হাতযশ!

লজ্জিত ভাবে হেসে হারাণ ব'লল, আমি থাকতে আপনাদের যাবার দরকারই বা কি? অনেকবার এধারে এসেছি ব'লেই এখানকার

পথ-ঘাট আমার জানা, আপনাদেরও ক্রমে সব জানা হ'য়ে যাবে। কিন্তু আর খানিকটা এগিয়ে গেলে যে বন আমরা পাব, সে-ধারের পথ-ঘাট আমিও জানি না। ওধারে আমি কোনদিন যাইনি, সেটা যে শুধু গভীর তাই নয় ওর একটা বদনামও আছে।

অত্যন্ত কৌতুহল প্রকাশ ক'রে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা ক'রল, কি রকম?

হারাণ উত্তর ক'রল, শোনা যায় ও বনের মধ্যে কোন জন্তু জানোয়ার নেই, আছে কেবল অপদেবতার দল। আমি সেকথা বিশ্বাস না ক'রলেও একা ওর ভেতর যেতে সাহস করিনি। সুন্দর-বনের ধারে যে সব লোক বাস করে তারা এই বনটার নাম শুনে শিউরে ওঠে।

চার

রাত্রে আহারের পর পরামর্শ সভা বসে।

জাঁকিয়ে ব'সে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমরা গুপ্তধনের সন্ধানে চ'লেছি এ সবাই জানেন। আমার বাবার একটা ছোট খাতার মধ্যে এই গুপ্তধনের সন্ধান পাই। একদল ডাকাতেরও এ-অর্থের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা আছে, তবে তাদের কাছে জায়গাটার কোন নক্সা নেই। নক্সা একটি মাত্র আছে এবং তা' আছে আমারই কাছে। ডাকাতেব দল সংবাদ পেয়েছে কিনা তা' আমরা জানি না।

ডাকাতরা যে সংবাদ পেয়েছে এ তারা জানে, তবু বিশ্বজিতের সে কথা লুকোবার কারণ না বুঝতে পেরে রণেন ও পরিমল চুপ ক'রেই থাকে।

হারাণ চোখ তুলে জিজ্ঞাসা ক'রল, তারপর?

বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, ডাকাতরা সংবাদ পাক আর না-ই পাক আমি যথেষ্ট সাবধান হ'য়েছি—সেই খাতার দরকারী পাতা ক'টা আমি ছিঁড়ে নিয়েছি।

হারণের চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নিজেকে সংযত ক'রে সে ব'লল, পরামর্শের জন্যে সেই পাতাগুলো দেখা দরকার।

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, ডাকাতদলকে ধাঁধায় ফেলবার জন্যে অন্য কয়েকটা কাগজে সব কথা লিখে নিয়ে সেই পাতা ক'টা আমি নষ্ট ক'রে ফেলেছি। আমাদের সন্ধান পেলেও তারা সেই পাতাগুলোর জন্যেই অস্থির হ'য়ে উঠবে, অন্য কাগজের কথা ভাবতেও পারবে না।

উৎসাহের বশে বিশ্বজিতের একটা হাত নেড়ে দিয়ে হারাণ ব'লল, চমৎকার বুদ্ধি আপনার।

বিশ্বজিৎ উঠে বালিশের ভেতর থেকে কয়েকখণ্ড কাগজ নিয়ে এসে সকলের সামনে রেখে ব'লল, এই সেই জায়গাটার নক্সা, আর এই পথের নির্দ্দেশ। অর্থাৎ এখনও দিন চারেক আমাদের হাঁটতে হবে।

সকলেই কাগজগুলোর ওপর ঝুঁকে প'ড়ল। নক্সাটা বেশ ভাল ক'রে দেখে হারাণ ব'লল, তবে এপথে এসেছেন কি জন্যে? একটু বেশী ঘুরেছেন, আর তার ওপর—। সে কথা শেষ না ক'রে সামনের দিকে চায়।

বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, ঘুরেছি ইচ্ছে ক'রেই। ডাকাতের দল আমাদের সন্ধান পেয়েছে কিনা জানিনা, যদি পেয়েই থাকে ত' আমাদের এই ঘুর পথে চলায় তারা একটু ধাঁধাঁয় প'ড়বে ব'লেই মনে করি। তবে এ-ও ঠিক যে যদি ওরা আমাদের ধ'রে ফেলে ত' এতটুকু ইতস্ততঃ না ক'রে প্রাণ বাঁচাতে কাগজগুলো ওদের হাতে আমি তুলে দেব'।

রণেন ও পরিমল তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, এত' ভীরু ত' বিশ্বজিৎ নয়। বিশ্বজিতের মুখের ওপর কি যেন দেখতে পেয়ে তারা চুপ ক'রে থাকে।

হারাণ ব'লল, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ, প্রাণের মূল্য সব চেয়ে বেশী। কিন্তু মনে হয় ডাকাতরা আমাদের সন্ধান পায়নি। তাই ভাবছি যে-পথে আপনি এসেছেন তাতে আমাদের ঠিকানায় পৌছতে এই ভীষণ অপদেবতার বন দিয়ে একটানা তিনদিন হাঁটতে হবে, অথচ সোজা পথে ওই বনটার সীমানা দিয়েও যাওয়া যেত'।

বালিশের ভেতরে কাগজগুলো রাখতে রাখতে বিশ্বজিৎ ব'লল,

আমরা চারজনও ত' অপদেবতা, আমাদের আবার ভয় কি !

রাত্রি গভীর হ'য়ে ওঠে। তাঁবুর ভেতরে একটি মাত্র মোমবাতী জ্বলছে, বাইরে কোন দিকে কিছু দেখা যায় না। গভীর অন্ধকার-সমুদ্রে যেন এই চারজন সাঁতার কেটে চ'লেছে। কোন দিকে কোন কুল-কিনারা আছে কিনা তা' জানে না। পৃথিবীর বাইরে এসে পৃথিবীর লোক যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বিশ্বজিৎ ব'লল, আজ পরিমলের ছুটি, বেচারা অনেক খেটেছে। রণেন জাগ্‌বে প্রথম রাত, তারপর আমি, পরে হারাণ বাবু। এবার শোবার ব্যবস্থা কর।

হঠাৎ তাঁবুর বাইরে যেন খুব কাছেই বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। অদ্ভুত সে-গর্জ্জন, যেন সেটা ভীত, ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

পরিমলের রাইফেলটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে হারাণ ব'লে উঠল, এই অপদেবতার বনের কাছাকাছি 'বুড়ো কর্ত্তারা' এমনি ক'রেই ডাকে।

বিস্মিত হ'য়ে পরিমল জিজ্ঞাসা ক'রল, ব্যাপার কি, আপনি একাই এই অন্ধকারে বাঘ মারতে যাবেন নাকি ?

বিশ্বজিৎ টান হ'য়ে শু'য়ে প'ড়ে ব'লল, যিনি একা এই বনে শিকার ক'রতে আসেন তাকেও তুমি ভয় দেখাতে চাও নাকি ?

হারাণ হেসে ব'লল, শিকার ক'রতে পারব' কিনা জানি না তবে এত কাছে বাঘ আছে জেনেও আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকা শক্ত।

বাঘটা আর একবার তেমনি ভাবে ডেকে ওঠে। আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে রাইফেলটা নিয়ে হারাণ বেরিয়ে যায়।

হারাণের গমন পথের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বিশ্বজিৎ পাশ ফিরে শোয়। আজ বোধ হয় সে বড় ক্লান্ত !

রণেন তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, তোমার আজ হ'ল কি,

একেবারে জড়ভরতের মত অবস্থা কেন ?

জোরে হেসে উঠে বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, হারাণ বাবুর সাহস খুবই বেশী, কি বল ? সত্যি, এই অন্ধকারে বাইরে যাবার কথা যেন ভাবাই যায় না, বিশেষতঃ, এই অপদেবতার বনের কাছে !

পরিমল সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রল, ডাকাতদল যে আমাদের সন্ধান পেয়েছে সে-কথা চেপে গেলে কেন বিশু ?

মৃদুস্বরে বিশ্বজিৎ জবাব দিল, সে-কথা পরিষ্কার ক'রে বলার মত সময় এখন নেই, আর দিন দুই অপেক্ষা কর—সব সহজ হ'য়ে যাবে। এ দু'টো দিন বিনা প্রতিবাদে আমার কথা মেনে নাও।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাইরে রাইফেল গর্জ্জে উঠল। কিন্তু বাঘের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, নাঃ, গুলীটা কাজে লাগল না, হারাণ বাবুকে এবার ব্যর্থ হ'য়েই ফিরতে হবে।

আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে এসে হারাণ ব'লল, বাঘটা দেখছি আমার থেকে অনেক বেশী চালাক। একটা গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দূরে একটা আলো দেখতে পেয়ে গুলী ছুঁড়লুম বটে কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। সেটা যেন আমায় উপহাস-ই ক'রল।

হারাণ বাবুকে উৎসাহিত ক'রে বিশ্বজিৎ ব'লল, তা' হ'ক, শিকারটাই আসল নয়, আসল হ'চ্ছে সাহস—সে আপনার যথেষ্টই আছে। আপাততঃ শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন—শেষ রাতে আপনাকেই জেগে থাকতে হবে।

তিনজনেই শুয়ে পড়ে। বাইরের দিকে চেয়ে রণেন ব'সে থাকে। চারদিকের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যদি কেউ তাদের আক্রমণ করে

তবে সকলকে সতর্ক ক'রতে হবে তাকেই। রণেন ব'সে ব'সে ভাবতে থাকে, বিশ্বজিতের এই নূতন ভাবে চলার উদ্দেশ্য কি? ভেবে ভেবেও কোন পথ সে খুঁজে পায় না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সময় কেটে যেতে থাকে। সমস্ত পৃথিবীর ভাবনা-চিন্তাকে অগ্রাহ্য ক'রেই সে চলে। চোখ দু'টোকে বড় বড় ক'রে ব'সে থেকেও কোনদিকেই কোন কিছু সে দেখতে পায় না।

বিশ্বজিতের পালাও ঠিক এমনি ক'রেই কেটে যায়। হারাণকে জাগিয়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ আবার নিজের জায়গায় শুয়ে প'ড়ে ব'লল আজ শরীরটা যেন কিছুতেই ভাল লাগছে না, একটুও ব'সে থাকতে ইচ্ছা ক'রছিল না।

হারাণ সহানুভূতি দেখিয়ে ব'লল, তবে মিছি মিছি জাগতে গেলেন কেন? আমিই ত' স্বচ্ছন্দে পারতুম আপনার বদলে জেগে থাকতে।

মৃদুস্বরে বিশ্বজিৎ ব'লল, তা' বটে, যাক্‌গে, বিশেষ দরকার না হ'লে আমাকে আর জাগাবেন না। ব'লতে ব'লতেই তার চোখ দু'টো বুজে আসে, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সমস্ত পৃথিবী ঘুমন্ত, হিংস্র প্রাণীদের কেউ কেউ বোধ হয় তখনও জেগে আছে—আর জেগে আছে হারাণ শত্রুর অপেক্ষায়। সে একবার তিন বন্ধুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে। মুখে তার এতটুকু চিন্তার রেখা নেই, জয় সম্বন্ধে সে যেন নিশ্চিন্ত।

* * * হঠাৎ একটা গোলমালে তিনবন্ধুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁবুর মধ্যে অন্ধকার আর নেই। দিনের আলো নয়, তিন চারটে মশাল জ্ব'লছে তাঁবুর ভেতর। জন কয়েক লোক চারদিকে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিশ্বজিৎরা উঠে ব'সতে চেষ্টা করে কিন্তু সে

ক্ষমতা তখন তাদের নেই। শক্ত জাল আর দড়ি দিয়ে তাদের হাত-পা বাঁধা, উঠে ব’সবারও উপায় নেই। একপাশে হাত-মুখ বাঁধা হারাণ প’ড়ে আছে। মৃত কি জীবিত তা-ও তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। গুণ্ডার মত লোকগুলো তাঁবুর ভেতরের সমস্ত জিনিস ওলট-পালট ক’রে ফেলেছে।

পরিমল সেই দিকে চেয়ে ব’লল, ডাকাতের দল; এমনি ভাবে, হঠাৎ—!

বিশ্বজিৎ হেসে ব’লল, খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল বই কি! হঠাৎ-আসা এত’ গুলো অতিথিকে এখন পরি অভ্যর্থনাই বা করে কি ক’রে!

ডাকাতের সর্দ্দার একটু এগিয়ে এসে ব’লল, মিছি মিছি খুঁজে কাজ নেই—এদের জিজ্ঞাসা ক’রলেই বের হবে।

রণেন ধমক দিয়ে ব’লল, বের হবেটা কি? জান, তোমাদের আমরা পুলিশে দিতে পারি?

সর্দ্দার দাঁত বের ক’রে হেসে উত্তর ক’রল, তা দিও, কিন্তু তার আগে আমাদের সামান্য একটু উপকার কর।

সর্দ্দারকে লক্ষ্য ক’রে বিশ্বজিৎ ব’লল, কে তোমরা? আমাদের কাছে কি চাও, বল।

একটু এগিয়ে এসে সর্দ্দার জিজ্ঞাসা ক’রল, তুমি-ই বুঝি পালের গোদা?

বিশ্বজিৎ মৃদু হেসে উত্তর দিল, না, আমরা সবাই সমান। তবে, আমি সবচেয়ে সরল।

সর্দ্দার মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে ব’লল, তোমার বাবার ছোট একটা খাতার সামান্য ক’টা পাতার জন্যে আমরা এতদূর এসেছি—সেগুলো

এখনি বের ক'রে দাও।

বিস্মিত হবার ভাণ করে বিশ্বজিৎ ব'লল, কোন্ পাতা?

সর্দ্দার তার সামনে ব'সে প'ড়ে ব'লল, নাঃ, সহজ কথায় কাজ হবে না দেখ্ছি। কিন্তু কাগজগুলো আমার চাই-ই। দলের লোকদের কি ইঙ্গিত ক'রতেই তাদের মধ্যে থেকে চারজন এগিয়ে এসে বিশ্বজিতের দু'টো হাত আর পা মুচ্ড়ে ধরল।

অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ ক'রে বিশ্বজিৎ ব'লল, আমার বালিশের ভেতর কাগজগুলো আছে সর্দ্দার, উঃ, ছাড়।

সর্দ্দার ইঙ্গিত ক'রতেই লোকগুলো তাকে ছেড়ে দেয়। স্বষ্টি এসে বালিশের ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে। সর্দ্দারের দু'চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, সে লাফিয়ে উঠে ব'লল, বুঝেছি, আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যে সে কাগজ ক'খানা নষ্ট ক'রে এগুলোতে লিখে রেখেছ। ইচ্ছে হয়, একেবারে খুন ক'রে ফেলি সব ক'টাকে।

উৎসাহের সঙ্গে বিষ্টু ব'লল, হুকুম দেনা সর্দ্দার, ওদের মাথাগুলো যে আমারই পাওনারে!

কি ভেবে সর্দ্দার ব'লল, নাঃ থাক, ওই ছোঁড়াটার বাবা শেষ-সময়ে আমার বাবার খুব উপকার ক'রেছিল। এবারটা ওদের মাপ করা গেল।

দস্যুদল হল্লা ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে যায়। তাদের ভেতর চারজন তখনও তেমনি ভাবে প'ড়ে থাকে।

মিনিট পনের পর।

অনেক চেষ্টায় দাঁতের সাহায্যে নিজেকে মুক্ত ক'রে বিশ্বজিৎ উঠে ব'সে গায়ের ব্যথা কমাবার জন্যে আড়মোড়া ভাঙ্গতে থাকে।

সেদিকে চেয়ে পরিমল ব'লল, আমাদের বাঁধন আগে খুলে দাও

বিশু, আর এভাবে থাকা যায় না।

জিনিস পত্রগুলো গোছাতে গোছাতে বিশ্বজিৎ ব'লল, নিজের সাহায্য আগে নিজে না ক'রলে অপরে মুখ তুলে চাইবেও না এ ত' জানই ভাই।

আরও মিনিট কুড়ি কেটে যায়। বিশ্বজিৎ এবার সকলের বাঁধন খুলে দিয়ে পরিমলকে লক্ষ্য ক'রে ব'লল, ভোর হ'য়ে এসেছে বন্ধু, আমাদের কিছু খাওয়াতে পার কি?

হাতে-পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হারাণ ব'লল, ওঃ, দস্যুরা কি সাংঘাতিক!

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, আর ওরা ঠিক আপনার পেছনেই আছে। ওদের সর্দ্দারের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে দেখ্‌ছি।

হারাণ চ'মকে উঠে ব'লল, সে কি! তার চোখ দু'টো যেন একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল।

বিশ্বজিৎ আবার হেসে ব'লল, আপনি দেখ্‌ছি ঠাট্টাও বোঝেন না।

মৃদুস্বরে চোখ সরিয়ে হারাণ উত্তর দিল, এ যে ভীষণ ঠাট্টা!

বিশ্বজিতের কি হ'য়েছিল সে-ই জানে—কোন কথা না ব'লে সে আর একবার একটু হাসল।

আর সহ্য ক'রতে না পেরে রণেন ব'লে উঠল, আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হ'য়ে গেল অথচ তোমার হাসতে একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না বিশু?

বিশ্বজিৎ তার দিকে ফিরে ব'লল, এ ছাড়া আর কি ক'রবার আছে। মানুষ হ'য়ে অমানুষিক শক্তি কোথা থেকে লাভ ক'রব?

হাত মুখ নেড়ে হারাণ জিজ্ঞাসা ক'রল, কোন রকমেই কি ওদের আগে যাওয়া যায় না?

মাথা নেড়ে হতাশ ভাবে বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, অসম্ভব। যে পথ আমরা চারদিনে যাব সে পথ ওরা অনায়াসে তিনদিনে পার হবে।

মাথা চুলকে হারাণ ব'লল, তা বটে। তারপরই হঠাৎ যেন সজাগ হ'য়ে সোজা তাকিয়ে ব'লল, পথে ওদের আটক করা যায় না?

জোরে মাথা নেড়ে বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, কোন দরকার নেই। বাবার কল্যাণে পৈত্রিক প্রাণটা একবার বেঁচেছে—ওটা অযথা খোয়াতে চাই না।

রণেন একটু বিস্মিত হ'য়ে উঠল, এত ভয় পাওয়া কোন কাজের কথা নয়।

তার মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বজিৎ একটু হাসল, কিন্তু সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে ব'লল, দস্যুদলের আক্রমণের স্মৃতি বজায় রাখবার জন্যে আজকের দিনটা আমরা এখানেই কাটাব।

মুখ বিকৃত ক'রে পরিমল ব'লল, ওদের স্মৃতি আবার বজায় রাখে নাকি কেউ?

বিশ্বজিৎ সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে ব'লল, এ তোমার অন্যায়। মানুষের সাহস আর বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতেই হবে।

রণেন বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ব'লল, তুমি বড় একগুঁয়ে, ইচ্ছে হয় একাই চ'লে যাই।

শুয়ে প'ড়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, তাতে কাজ ত' হবেই না, মাঝে থেকে প্রাণ পর্য্যন্ত যেতে পারে। সে ক্ষতি না হওয়াই ভাল।

স্মৃতি বজায় রাখবার জন্যে সেখানে না থেকে আর কোন উপায়ই রইল না।

নিতান্ত বাজে কাজেই সমস্ত দিনটা কেটে গেল। ক্রমে এল রাত্রির অন্ধকার। এতে তারা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। এখানকার

রাতের সঙ্গে সহরের রাতের কোন প্রভেদ আছে ব'লেই আর বোধ হয় তারা মনে করে না।

সকলের দিকে চেয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, আজ রাতে বোধ হয় আর বাঘ ডাকবে না কিন্তু যদি ডাকে ত' হারাণ বাবুর সেটা শিকার করা চাই-ই।

মাথা নীচু ক'রে হারাণ ব'লল, আজ কিছুতেই সেটাকে পালাতে দেব' না।

বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, অবশ্য যদি সেটা একান্তই আসে।

আরও কিছুক্ষণ কাটে। হঠাৎ তাঁবুর বাইরে একটা ভীষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শোনা যায়। তৎক্ষণাৎ বিশ্বজিৎ সেদিকে টর্চ্চের আলো ফেলে। একটা বিরাট আকারের ময়াল সাপ একটা মাঝারি গোছের হরিণকে জড়িয়ে ধরেছে। হরিণটার ত্ব'চোখে যে মিনতি ফুটে উঠেছে তা' চেয়ে দেখা যায় না। মুহূর্ত্ত পরেই সেটার চোখ, কান এবং কষের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।

রাইফেল তুলে পরিমল লক্ষ্য স্থির ক'রতে থাকে।

বিশ্বজিৎ কতকটা আপন মনেই ব'লল, কাল এমনি একটা হরিণকে আমাদের আহারের জন্যে দরকার হ'য়েছিল আর আজ এরই মিনতিতে আমরা কাতর। নিজের প্রয়োজনের সময় কারও কান্নাই আমাদের মনকে স্পর্শ করে না, বেশ আছি আমরা, নয়?

রাইফেল নামিয়ে পরিমল তার মুখের দিকে তাকায়।

বিশ্বজিতের ঠোঁটের উপর দিয়ে একটা হাসির বিদ্রূপ খেলে গেল, একটু চুপ ক'রে থেকে সে ব'লল, নিষেধ ক'রছিনা বন্ধু, নিছক প্রয়োজনের জন্যেই ওই সাপটাকে আমাদের মারা দরকার। অত বড় সাপটা কাছে রেখে রাতে ঘুমোনো যাবে না, সুতরাং আবার প্রস্তুত

হ'ও।

পরিমল আবার রাইফেল তুলে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুম্ ক'রে গুলি ছুটে যায়। বিরাট সাপটা লাফিয়ে গর্জ্জন ক'রে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা গুলি ছুটে যায়। মুহূর্ত্তেই সাপটা স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে। সমস্ত শক্তিই তার সামান্য একটা ছোট জিনিসের আঘাতে চূরমার হ'য়ে গেছে।

প্রশংসা সূচক দৃষ্টিতে চেয়ে হারাণ ব'লল, চমৎকার হাত আপনার!

সে রাতে আর কোন কিছু ঘটেনি।

*

* *

পরদিন ভোর থেকেই যাত্রার আয়োজন চ'লতে থাকে। এতদূর এসে অপদেবতার বনে না গিয়ে ছাড়বে না বিশ্বজিৎ। হারাণ একবার আপত্তি জানিয়ে ব'লেছিল, কাজ যখন নেই তখন কি হবে গিয়ে।

জেদি বিশ্বজিৎ উত্তরে শুধু জানিয়েছিল, অপদেবতার বন যখন ভীষণ তখন একবার যেতে হবে বই কি!

পরিমল ব'লেছিল, নিশ্চয়ই যেতে হবে। উৎসাহ আমাদের কমে নি, তবু যখনই মনে হয় যে একদল সাধারণ ডাকাত আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রেছে তখন-ই মনটা খারাপ লাগে।

আবার পথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। বিশ্বজিৎ আজ যেন কিছুতেই থামবে না। একদিনেই বোধ করি সে বহুদূর চ'লে যাবে।

হারাণ বিস্মিত হ'য়ে ব'লল, আপনি কি পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি?

চ'লতে চলতেই বিশ্বজিৎ উত্তর ক'রল, হইনি এখনও, তবে হব। আর পাগল যখন হব তখন আপনারা সকলেই ভয় পেয়ে যাবেন।

আর কোন কথা হয় না, নিঃশব্দে আরও ঘণ্টা দু'য়েক তারা পথ

চলে।

ক্লান্ত সকলেই হ'য়েছে, পরিমল ব'লে উঠল, এবার একটু বিশ্রাম পাব কি?

সঙ্গে সঙ্গেই থেমে প'ড়ে বিশ্বজিৎ উত্তর দিল, বেশ, বিশ্রামের দরকার হ'লে তা' নিতে হবে বই কি! এই অপদেবতার বনে মুহূর্ত্তের জন্যেও দুর্ব্বল হ'য়ে থাকা উচিত নয়।

আধঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার তারা এগিয়ে চ'লল, যেন সৈনিকরা চ'লেছে যুদ্ধে—আজ-ই তাদের শেষ যুদ্ধ। বিশ্বজিৎ একবার মুখ ফিরিয়ে ব'লল, সাবধানে পথ চ'লো, চারদিকে অপদেবতা, শেষ পর্য্যন্ত তাদের মুঠোর মধ্যে প'ড়তে না হয়।

প্রায় চারটের সময় তারা একটা খালের ধারে এসে থামল। বিশ্বজিৎ সেদিকে চেয়ে ব'লল, এই অপদেবতার খাল, এটা নাকি কোন্ এক ভীষণ দৈত্যের অধিকারে! এ-খালটা সোজা গিয়ে প'ড়েছে গঙ্গায়, আমরা এর ওপর দিয়েই ভেসে যাব।

বিস্মিত হারাণ জিজ্ঞাসা ক'রল, আপনি এত' সব জানলেন কি ক'রে?

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিশ্বজিৎ একটু হাসল, তারপর সকলের দিকে চেয়ে ব'লল, তোমাদের সঙ্গের অস্ত্র আমার হাতে দাও।

ওরা বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাল। হারাণ জিজ্ঞাসা ক'রল, কেন?

বিশ্বজিৎ জোরে হেসে উঠে ব'লল, ভয় নেই, পাগল আমি হব না। আপনাদের একটা কাজ দেব, আর আমি দেব' পাহারা। অপদেবতার বনে পাহারা দিতে অনেকগুলো অস্ত্রই চাই যে!

আর কোন কথা না ব'লে সকলেই নিজের নিজের অস্ত্র তার

হাতে তুলে দিল। সেগুলোকে সযত্নে রেখে বিশ্বজিৎ ব'লল, একটা শক্ত ভেলা তৈরী কর যাতে গঙ্গার ওপর দিয়েও যাওয়া যায়।

হারাণ তার দিকে চেয়ে ব'লল, কিন্তু এই খালে অনেক বিপদ আছে হয়ত'।

শান্ত স্বরে বিশ্বজিৎ ব'লল, থাকাই ত' সম্ভব, তবু ডাকাতদলের হাত থেকে বাঁচার এটাই সবচেয়ে সোজা পথ।

আর কোন কথা হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ ক'রে তারা তিনজনে একটা বেশ মজবুত ভেলা তৈরী ক'রে ফেলে—রাত তখন অনেক হ'য়ে গেছে। ওদিকে বিশ্বজিৎও তাঁবু খাটিয়ে আহাৰ্য্য প্রস্তুত ক'রে রাখে।

* * * রাত প্রায় বারটা। কোমরের দু'দিকে দু'টো পিস্তল আর কাঁধে একটা রাইফেল নিয়ে তাঁবুর বাইরে যেতে যেতে বিশ্বজিৎ ব'লল, তোমার রাইফেলটা সব সময়েই প্রস্তুত রেখ' পরিমল, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাঁবুর বাইরে যেও না। এ বনটা মোটেই ভাল নয়।

শঙ্কিত কণ্ঠে পরিমল জিজ্ঞাসা ক'রল, তবে একা তুমি যাচ্ছ কেন ?

'এ বনের দৈত্যকে পরাজিত করতে'। বিশ্বজিৎ ব'লতে ব'লতে বেরিয়ে গেল।

মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত ক'রে ঘণ্টা কেটে যায়। তাঁবুর ভিতরের মানুষ তিনটীর উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কি যে ক'রবে তারা ভেবে পায় না।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর সহাস্য মুখে ফিরে এসে বিশ্বজিৎ ব'লল, সব ঠিক আছে।

হারাণ জিজ্ঞাসা ক'রল, কি ?

বিশ্বজিৎ জবাব দিল, আজ আর নয়, কাল সকালে।

সে রাত্রে কারও ঘুম হ'ল না। পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই

বিশ্বজিৎ যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা ক'রল, সর্দ্দারের দল এতক্ষণে গুপ্তধনের কাছে পৌঁছে গেছে, নয়?

হারাণ মাথা নেড়ে ব'লল, নিশ্চয়ই।

রণেনের দিকে ফিরে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা ক'রল, ভেলা প্রস্তুত আছে ত'?

রণেন ঘাড় নাড়ে। সব কিছু ভেলাতে উঠিয়ে দেবার আদেশ দেয় বিশ্বজিৎ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু ভেলাতে তুলে দেওয়া হয়। এতক্ষণে বিশ্বজিৎ হেসে ব'লল, এইবার সবচেয়ে দামী জিনিসটা তুলতে হবে, এস।

ওরা কিছুই বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কোটের সেলাই খুলে ছোট খাতার পাতা ক'টা বের ক'রে বিশ্বজিৎ ব'লল, এবার কিছু বুঝতে পারছ' কি?

হারাণ চ'মকে উঠে ব'লল, তবে যে ব'ললেন ওকাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলেছেন?

বিশ্বজিৎ এবার হারাণের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে কঠিন ভাবে চেয়ে ব'লল, তোমাদের দলকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যেই আমাকে এ চালাকী ক'রতে হ'য়েছে গগণ। দলের দু'চার জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সৃষ্টি বুদ্ধি বাতলেছিল ভালই, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকী দিতে পারনি। চুপ ক'রে দাঁড়াও পালাবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই—তোমাদের দল আজ তিনদিনের পথ এগিয়ে গিয়ে নকল নক্সা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

গতরাত্রে বিশ্বজিৎ গুপ্তধনের সন্ধান ক'রে গিয়েছিল। সকলকে সেখানে নিয়ে গিয়ে মাটী খুঁড়ে একটা সুন্দর মাঝারি গোছের

বাক্স তুলে সে ব'লল, এর ভেতর যা আছে তা' দিয়ে জগতের বহু মঙ্গল অথবা বহু ক্ষতি করা যায়। তারপর গগণের দিকে ফিরে সে ব'লল. তোমাদের হাতে এটা প'ড়লে দেশের দুর্দ্দশার শেষ থাকত' না, আমরা এ টাকা দিয়ে দেশের ভাল ক'রব।

কথা শেষ ক'রেই সে বাক্সটা খুলে ফেলল। মহামূল্য হীরা-মাণিকগুলো ঝক্‌মক্ করে উঠল। হীরামাণিকের সঙ্গে ছিল একটা লেফাপা। তার ভেতর থেকে একটা কাগজ বের ক'রে সে আবার ব'লল, ওই হীরামাণিকের থেকে এই কাগজটার দাম কম নয়। প'ড়ছি, মন দিয়ে শোন।

বিশ্বজিৎ প'ড়তে লাগল। কাগজটাতে লেখা ছিল, "আমি ছিলাম মস্ত জমিদার, কিন্তু ভগবান আমার সুবুদ্ধি দেন। বুঝেছি, আমার সমস্ত সম্পদের মালিক দেশের লোকেরা। জমির মালিক প্রত্যেকটী মানুষ—তাদেরই খাবার জন্যে এই জমি তাই তাদেরই হাতে সব দিয়ে গেলাম। সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আমার সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি এখানে—ভগবান ঠিক জায়গায় এসব পৌঁছে দেবেন। পৃথিবীর সমস্ত ধনীর কাছে যে সঞ্চিত অর্থ আছে তার মালিকও পৃথিবীর সব লোক এই আমার বিশ্বাস।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিন বন্ধু ভেলায় উঠে খালের মাঝামাঝি এগিয়ে গেল। গগণ তখনও জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু মন ব'লে কোন জিনিস-ই বোধ হয় তার তখন ছিল না।

গগনের পিস্তলটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ ব'লল, এই ভীষণ বনের মধ্যে তোমাকে অস্ত্রহীন রেখে যাব না। আমরা প্রত্যেক মানুষেরই ভাল ক'রতে চাই, জাত-ধর্ম্ম বা অবস্থার বিচার আমাদের কাছে নেই।

গগন পিস্তলটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বনের আড়ালে চ'লে গেল।

ভেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'লেছে। তিন বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে হাত তুলে চীৎকার ক'রে উঠল, নিপীড়িত মানুষের জন্যেই আমরা—জগতের সব মানুষেরই ভাল ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সমস্ত সম্পদ দেশের—দেশ জনসাধারণের। অত্যাচারের অধিকার কারও নেই, সব মানুষ সমান, সকলেই সবার আত্মীয়—ভাই।

ভেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে—মানুষের অধিকারের পথ পরিস্কার ক'রতে যারা চায় তাদের সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেই।

জাতীয় আন্দোলনে বহুবার কারাবরণকারী
আগষ্ট বিপ্লবের বন্দী—

শ্রীশান্তি কুমার দাশগুপ্তের

কয়েকখানি বই—

বন্ধনহীন-গ্রন্থি (উপন্যাস)	— ৩৲
ট্রেড ইউনিয়ন কেন ?	— ৶৹
কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন	— ৷৹